মানুষ পত্রিকা

ইন্টারনেট সংস্করণঃ www.manushpatrika.com

আপ মন্ত্রীর অনশনে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল-৩পৃঃ

Agartala .৭৩ বর্ষ, সংখ্যা ৭০,মঙ্গলবার,৯ আষাঢ়,১৪৩১ বাংলা .25 June, 2024. Phone : 232-2583 / Fax : (0381) 232-6300. e-mail : manushpatrika@gmail.com. মূল্য ঃ 8 টাকা।। (৮ পাতা)

সোমবার সংসদের বাইরে সংবিধানের কপি হাতে বিক্ষোভে শামিল বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট। প্রতিবাদে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী, তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

সহমতের ভিত্তিতে সবাইকে নিয়ে চলার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর

● নিট কাণ্ডে উত্তাল সংসদ ● মোদীর হাতিয়ার 'জরুরি অবস্থা'

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশন। সেই অধিবেশনের প্রথমদিনেই ঐক্যের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রতিটি কোণের সাংসদদের পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন তিনি। এ দিন সংসদের অধিবেশনের প্রথমদিনেই জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাংসদ ডঃ জীতেন্দ্র সিং, এল মুরুগান। অন্যদিকে অর্জুন রাম মেঘওয়াল ও কিরণ রিজিজু দাঁড়িয়ে ছিলেন। এরমধ্যে ডঃ জীতেন্দ্র সিং উত্তর ভারতের সাংসদ। এল মুরুগান দক্ষিণ ভারতের সাংসদ। পশ্চিম ভারত থেকে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন অর্জুনরাম মেঘওয়াল। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংসদ কিরণ রিজিজু। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাংসদদের পাশে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী "এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত"-র বার্তা দিয়েছেন বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এ দিন প্রধানমন্ত্রী মোদী সংসদের বাইরে বলেন, 'তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছি আমরা। আমাদের দায়িত্বও তিনগুণ বেড়েছে। আমি দেশবাসীকে আশ্বাস দিচ্ছি, তৃতীয় কার্যকাল তিনগুণ বেশিপরিশ্রম করব।

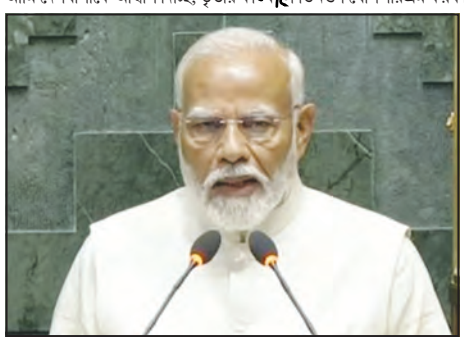

লোকসভায় সাংসদ হিসাবে শপথগ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনগুণ বেশি ফল আনব।"সরকারের নীতি ও আদর্শের প্রতি ভরসা রেখেছেন দেশবাসী। তাই তৃতীয়বার নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব আরও বেড়েছে। সোমবার অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানালেন, সকলের মতামত নিয়ে সরকার পরিচালনা করা হবে। এদিন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে লাগু হওয়া ২১ মাসের জরুরি অবস্থার কথাও। তৎকালীন সরকারের নাম না করেই কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি বলেন, ' ২৫ জুন দেশের গণতন্ত্রে কালো দাগ লেগেছিল। কাল তার ৫০ বছর পূর্ণ হবে। সেইসময় সংবিধান বাতিল করা হয়েছিল। ওই দিন ভারতের সংবিধানকে অমান্য করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। দেশকে জেল খানা বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লোকসভায় সোমবার সাংসদ হিসাবে শপথগ্রহণ করেছেন মোদী। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যেরাও প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মহতাবের তত্বাবধানে একে একে শপথ নেন। লোকসভায় সাংসদদের শপথগ্রহণ চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। ২ বা ৩ জুলাই লোকসভার বিতর্কে অংশ নিতে পারেন মোদি। মোদির ভাষণের পর জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। প্রোটেম স্পিকার মোদিকে লোকসভার নেতা ঘোষণা☛৩-র পাতায় দেখুন-

এক নজরে

প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ ভর্তৃহরি মহতাবের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ প্রবল বিতর্কের মধ্যেই প্রোটেম স্পিকার হিসাবে শপথ নিলেন ভর্তৃহরি মহতাব। ১৮তম লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরুর দিনই তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। যদিও প্রোটেম স্পিকার পদে মহতাবের নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই সুর চড়িয়েছিলেন বিরোধীরা। কিন্তু সোমবার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই শপথ নিলেন বিজেপি সাংসদ মহতাব। লোকসভা নির্বাচনের পরে সোমবার শুরু হয়েছে ১৮তম লোকসভার প্রথম অধিবেশন।☛৩-র পাতায় দেখুন-

রাজ্যসভায় বিজেপির দলনেতা নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বের পর আরও একটি পুরস্কার পেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বিজেপির রাজ্যসভার দলনেতা পদে নিযুক্ত হলেন তিনি। এতদিন এই পদে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি লোকসভা থেকে সাংসদ হওয়ায় রাজ্যসভায় তাঁর শূন্যস্থানে আনা হল নাড্ডাকে। গুজরাট থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবার রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছে জেপি নাড্ডা। সাংসদ হওয়ার পর তৃতীয় এনডিএ সরকারে মন্ত্রিসভায় তাঁকে স্বাস্থ্য এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের☛৮-র পাতায় দেখুন-

ইস্তফা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন কেরলের ওয়ানড় লোকসভা আসনের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রাহুল গান্ধী। সোমবার অধিবেশনের শুরুতেই লোকসভার প্রোটেম স্পিকার ভর্তৃহরি মহতাবের হাতে তুলে দিলেন নিজের ইস্তফা পত্র। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন স্পিকার। ফলে এখন থেকে শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশের রায়বারেলি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করবেন রাহুল। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে ওয়ানড় ও রায়বরেলি দুই আসন থেকেই☛৮-র পাতায় দেখুন-

কলেজে ভর্তিকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় গাইড করার নামে একটি নির্দিষ্ট অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম একটি ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত এমবিবি কলেজ। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আহত এক ছাত্র। ঘটনা এমবিবি কলেজে। আহত ছাত্রের নাম খরাং দেববর্মা। ঘটনায় নিজেদের দায়ীত্ব এড়ালেন কলেজের প্রিন্সিপাল ড.নির্মল ভদ্র। সম্প্রতি রাজ্যের ডিগ্রী কলেজগুলিতে শুরু হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা। প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কোন না কোনো কলেজে অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়। যার ফলে ভর্তি পরীক্ষার সময় কলেজগুলিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজেও ভর্তি প্রক্রিয়াকে ঘিরে মোতায়েন করা হয়েছিলো পুলিশ। কিন্তু সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। সোমবার দুই পক্ষের মধ্য সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছে এক ছাত্র। আক্রান্ত ছাত্রের পক্ষে টিএসএফ'র পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা কেবল মাত্র নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের গাইড করার কাজ করছিলো। এতেই কতিপয় ছাত্র তাদের বাধা দেয়। এ থেকেই মারপিট হয়েছে। আক্রান্ত ছাত্র খরাং দেববর্মাকে জিবি হাস্পাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির বাদী জানানো হয়েছে টিএসএফ এর পক্ষ থেকে। তবে এতো বড় ঘটনার পরও নিজেদের দায়ীত্ব এড়িয়ে গেছেন কজেজের প্রিন্সিপাল ড. নির্মল ভদ্র। তিনি বলেন এতো বড় কলেজে এই ধরনের ঘটনা হয়ে থাকে প্রায়শই। যার ফলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিলো।. তাছাড়া বাইরে কি হয়েছে তা তাঁর জানা নেই। পাশাপাশি যে সকল ছাত্ররা নতুন ছাত্র-ছত্রীদের গাইড দিচ্ছিলো তারও প্রয়োজন নেই বলে জানান তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে টিএসএফ এবং এবিভিপির মধ্যে। এদিকে এবিভিপির অভিযোগ ঘটনার সাথে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। তাছাড়া যারা সেখানে গাইড করার কথা বলছিল তারা আদতে সাম্প্রদায়িকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের একপেশে করার চেষ্টা করছিল। এ থেকেই মূলত ঘটনার সূত্রপাত। এদিকে কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়ে তাদের কলেজে ডেডিকেটেড রয়েছেন। তারা গাইডে এর কাজ করছেন। ফলে বাইরের কোন ছাত্রছাত্রীকে সেখানে গাইড করার প্রয়োজন নেই।

সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে কঠোর হচ্ছে শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ আবারও সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে স্কুল শিক্ষাদপ্তর রাজ্যজুড়ে ব্যবস্থা নিতে চলেছে। স্কুল শিক্ষাদপ্তর সূত্রে জানা গেছে জেলা এবং মহকুমা স্তরে স্কুল শিক্ষাদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা এবং মহকুমা স্তরের আধিকারিক, বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি শীঘ্রই গড়া হবে। তাঁরাই সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে লোকজন নিয়ে একেবারে হাতেনাতে ধরে ব্যবস্থা নেবেন। এব্যাপারে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহলে প্রতিবারের মতো এবারও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবকদের বক্তব্য হচ্ছে সরকারি স্কুলে পড়াশুনা তেমন একটা হয়না, বিশেষ করে নবম শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট টিউশনের দিকেই ঝুকে থাকে। স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক পর্যন্ত যাও কিছু হয়, একদাশ ও দ্বাদশে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা মূলত সময় পায় বছর দেড়েক। এরমধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করে তাদের অবস্থা তো আরও দফারফা হয়ে যায়। অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলে না গিয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে সারাদিন দৌড়ঝাপের মধ্যেই থাকে। শুধু তাই নয়, নিউক্লিয়াস ফেমিলিতে এখন অভিভাবকরাও তাদের ছাত্রছাত্রদের টিউটারের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অপেক্ষায় থাকে কখন বেড়িয়ে আসবে তাদের সন্তান। এই অবস্থায় সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিলে রাজ্যের প্রতিভাবান এবং মাঝারি মানের ছাত্রছাত্রীদের যে বেশ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে-এনিয়ে সন্দেহ নেই। সরকারি মতে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা প্রচুর টাকা বেতন নিতে থাকেন। তার উপর প্রাইভেট টিউশনে ব্যস্ত থাকলে স্কুলে শিক্ষাদানের বিষয়টি তাদের কাছে গৌন হয়ে যায়। এই অবস্থায় রাজ্যের পাশ করা উচ্চশিক্ষিত বেকররা সেভাবে প্রাইভেট পড়াতে পারেন না। উচ্চশিক্ষিত বেকারদের প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করতেই এই ব্যবস্থা বলে জানা গেছে। অভিভাবকদের বক্তব্য হচ্ছেন উচ্চশিক্ষিত বেকারদের প্রতি সম্মান জানিয়েও বলা যায়, সরকারি স্কুলগুলির বিষয় শিক্ষকদের যে অভিজ্ঞতা এবং প্রাইভেট পড়ানোর যে কায়দা কানুন তা উচ্চশিক্ষিত বেক্ররা এর ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারেন না। তাছাড়া অভিভাবকদের অনুযোগ হচ্ছে সরকারি☛৮-র পাতায় দেখুন-

আপাতত তিহাড়েই কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি ২৪ জুন ঃ শীর্ষ আদালতে গিয়েও মুক্তি হল না অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। দিল্লি হাইকোর্টের অর্ডারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন হওয়ায়, হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতে বিচারপতি মনোজ মিশ্র ও বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। আগামী ২৬ জুন হাইকোর্টের রায় ঘোষণার কথা। গত বৃহস্পতিবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত আবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জামিন দেয়। সেই হিসেবে শুক্রবার তিহাড় জেল থেকে তাঁর☛৮-র পাতায় দেখুন-

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৪ জুন ঃ খোয়াই মহকুমা তে গত কিছুদিন আগে এক বিদ্যুৎ কর্মী বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করে, ঠিক একই রকম ভাবে আজ নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎ সারাই এর কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়ে গেল এক যুবকের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে সোমবার সকাল নয়টা নাগাদ। খোয়াইয়ের বাইজাল বাড়ি স্থিত ঈশ্বরচন্দ্র পাড়ায়। মৃত যুবকের নাম ইলন দেববর্মা (৩৪)।পরিবার সূত্রে জানা যায়,গতকাল রাত থেকে বিদ্যুৎ চপলতায় ভুগছিল গোটা পরিবার। বিষয়টি বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো হয়। খবর পেয়ে বিদ্যুৎ কর্মীরা না আসায় সোমবার সকালে পরিবারের সদস্য ইলন দেববর্মা নিজে বিদ্যুৎ সারাই এর☛৩-র পাতায় দেখুন-

'মেয়র, বিধায়ক পদে একইসঙ্গে থাকা যায়' জিতেন্দ্রকে কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ দেশের সংবিধান বা রাজ্যের কোনও আইনে এমন নেই যে মেয়র বিধায়ক হতে পারবেন না। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। এই কথা বললেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। সিপিএমের সাংবাদিক সম্মেলনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তাদের সমস্ত অভিযোগের জবাব দিলো শাসক দল বিজেপি। রবিবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন দীপক মজুমদার রাজ্য বিধানসভার আইন অনুযায়ী একইসঙ্গে মেয়র ও বিধায়ক দু'টি পদ রাখতে পারেন না। সোমবার প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত চক্রবর্তী দাবি করেন, দেশের সংবিধানে কিংবা রাজ্যের কোনও আইনে এমনটা উল্লেখ নেই যে মেয়র বিধায়ক হতে পারবেন না। জিতেন্দ্র চৌধুরীরা যদি আদালতে যান তা হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। সুব্রতবাবু বলেন, নির্বাচনে ভরাডুবির দরুণ হতাশায় সরকারকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন সিপিএম। মানুষকে বিভ্রান্ত করার এটা ঘৃন্য চক্রান্ত। সিপিএম বরাবরই এমনটা করে আসছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। সুব্রত চক্রবর্তী বলেন রাজ্য সরকার চাইছে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার যে অভিযোগ তুলেছিল সিপিএম, তাও খন্ডন করেন তিনি। বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার একটি চিঠিতে জানতে চেয়েছে ৫০-এর নীচে ছাত্রছাত্রী রয়েছে এমন স্কুল রাজ্যে ক'টি আছে। তিনি তথ্য দিয়ে বলেন, নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী ও উচ্চ বিদ্যালয় মিলিয়ে ৫৪৯টি এমন স্কুল রয়েছে। স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের নেই বলে জানান তিনি। জি নেট এর প্রসঙ্গ তুলে সিপিএমকে পাল্টা আক্রমণ করেন। বাম আমলে জি নেট দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলেন। তাদের সস্তায় জমি দেওয়া, পাকা বাড়ি করে দেওয়ার প্রসঙ্গ টানেন। উল্টো দিকে বিজেপি সরকার কোনও সংস্থাকেই বেআইনিভাবে কোনও সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেয়নি বলে জানান। কাজ নেই, খাদ্য নেই বলে সিপিএম যে অভিযোগ করে সেই প্রসঙ্গে বাম আমলে রেগায় দুর্নীতির তথ্য☛৮-র পাতায় দেখুন-

পোস্ট অফিসের গ্রাম সেবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ যোগেন্দ্রনগরের পোস্ট অফিসের শাখা থেকে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ এর ঘটনায় রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার ফাঁড়ির পুলিশের জালে পোস্ট অফিসের গ্রাম সেবক। সোনামুড়া থানার পুলিশের সহায়তায় ধনপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় ওই প্রতারককে। ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ সরকার। ২০২২ সালে যোগেন্দ্রনগর পোস্ট অফিসে কর্মরত থাকা অবস্থায় গ্রাহকের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। রাজধানীর যোগেন্দ্রনগর পোস্ট অফিসের শাখায় গ্রাম সেবক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বিশ্বজিৎ সরকার। ২০২২ সাল পর্যন্ত তার পোস্টিং ছিল সেখানে।☛৮-র পাতায় দেখুন-

জেআরবিটি চাকুরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ সম্ভবত ভূভারতে নজিরবিহীন ঘটনা চার বছর ধরে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করছে না জেআরবিটি কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রী নেতাদের ভাষণ আর বাস্তবে অমিল কেন? প্রশ্ন উঠেছে স্বাভাবিকভাবেই। গ্রুপ সি পদে চাকুরি দেওয়া হয়েছে। অথচ গ্রুপ ডি পরীক্ষার্থীদের এখনও ফলই প্রকাশ করা হয়নি। জেআরবিটি এর ফল প্রকাশের দাবিতে বেকার যুবক-যুবতিরা সোমবার আগরতলায় অফিসলেনস্থিত জেআরবিটির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি গ্রুপ সির মতো অবিলম্বে গ্রুপ ডি'র পরীক্ষার ফলাফল স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করে যেন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। তারা এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার দৃষ্টি☛৩-র পাতায় দেখুন-

আজ জরুরি অবস্থার ৫০তম বর্ষে পথে নামবেন নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ আগামীকাল ২৫শে জুন। ৫০ বছর আগে এই দিনেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। জরুরি অবস্থার কালো দিনের কথা আজও সংসদের দাড়িয়ে ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময়ে সারা দেশে জারি হয়েছিল 'মিসা' আইন। এই 'মিসা' আইনের কারণে যেকোনও ব্যক্তিকে বিনা বিচারে একবছর জেলে আটকে রাখা যেতো। আমাদের রাজ্যেও বেশ কয়েকজন কুখ্যাত কালোবাজারি ব্যবসায়ীকে এই আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শান্তিপাড়ার এক ব্যবসায়ী বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আয় বহির্ভূত সেই সময়ের ২৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তবে রাজ্যের বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই তালিকায় ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মনও। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী, অজয় বিশ্বাস ছাড়াও সংবাদপত্র জগতের রাজ্যের অন্যতম প্রবাবপ্রতীম পুরুষ ভূপেন দত্ত ভৌমিককেও মিসা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। জরুরি অবস্থার পরই অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের পতনের পরই তাঁরা মুক্ত হন। সারা দেশে হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকে সেই সময় 'মিসা' আইনে আটক করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিকে 'মিসা' আইনে আটক করা হয়। সারা দেশেই এই আইনে বহু বিশিষ্টজনকে আটক করে রাখা হয়েছিল। গোটা দেশেই সেই সময় সর্বোদয় নেতা প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলি 'মিসা'র প্রতিবাদে সরব হয়েছিল এবং ১৯৭৭-র লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে সপুত্র ইন্দিরা গান্ধী শুধু পরাজিতই হননি, কংগ্রেস স্বাধীনতার পর সেবারই প্রথম ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে কংগ্রেস ভেঙে পুনরায় দুইভাগ হয়েছিল। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধীকে খুব বেশিদিন এই অবস্থায় থাকতে হয় নি। ১৯৮৮-এর ৯ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনেই ঘুরে দাড়িয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক থেকে যথাক্রম থেকে চেন্না রেড্ডি ও দেবরাজ আর্স কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস গরিষ্ঠতা পাওয়ার পর। রায়বেরেলি থেকে ১৯৭৭-র লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হলেও, ১৯৭৮-এ ইন্দিরা গান্ধী কর্ণাটকের চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন জনতা পার্টির বীরেন্দ্র পাটিলকে পরাজিত করে। পরবর্তী সময়ে ইন্দিরা গান্ধীকে লোকসভায় যেতে দেওয়া হয়নি-তিনি স্বৈরাচারী এই অভিযোগের কারণে। তা যাই হোক না কেন, জনতা পার্টির সরকার এবং তারপর চরণ সিংয়ের সরকারের পতনের পর ১৯৮০-র লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী স্বমহিমায় এককভাবে ইন্দিরা কংগ্রেসের ব্যানারে ক্ষমতায় ফিরে আসেন। তা যাই হোক না কেন, ৫০ বছর আগে জারি হওয়া সেই জরুরির অবস্থার কালো দিনের স্মৃতিগুলি নিয়ে আজ রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি অত্যন্ত সক্রিয়। যদিও সেদিনের কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে আজ অনেকেই কংগ্রেসের একান্ত শরিক। আগামীকাল জরুরি অবস্থার ৫০তম বর্ষ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিজেপি যেমন প্রচারে নামছে কংগ্রেসের বিরোধীতা করে,তেমনি কংগ্রেসও দেশব্যাপী এই দিনটিকেই বেছে নিয়েছে বিজেপির অঘোষিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য। এই ২৫জুনকে☛৮-র পাতায় দেখুন-

কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে যে বন্যা

তার সমাধান ভাবছে না কেউ

জয়া মিত্র।। আগে শোনা যেত বর্ষার বন্যায় নদীর পার্শ্ববর্তী জমিগুলোতে জলের সঙ্গে নেমে আসা পলি পড়ে, ফলে পরের অন্তত দু'বছর ফসল খুব ভাল হয়। এখন আর সে রকম ব্যবস্থা নেই। পয়লা আষাঢ় পার হলেও বর্ষার দেখা নেই। সিকিমে কিছু বৃষ্টি হয়েছে যা এই সময়ের পক্ষে স্বাভাবিক। তাতে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান নদী তিস্তা বন্যার জলে ত্রাসমূর্তি ধারণ করেছে। সংবাদে বলা হচ্ছে: তিস্তার গ্রাসে ঘরবাড়ি, প্রলয়ঙ্করী তিস্তা ইত্যাদি। এখন আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি বর্ষার শুরু থেকেই সবচেয়ে ছোট নদীগুলোতেও বিপুল জলস্ফীতি হবে। তারা কূল ছাপিয়ে দু'পাশের জনপদ, ঘরবাড়ি ভেঙে ভাসিয়ে চলে যাবে। খবর-সঙ্গী ছবিতে দেখা যাবে, নদীর খাত থেকে ফুলে ওঠা জল দুই পাড়ের গা ঘেঁষে থাকা যে ঘরবাড়ি ডুবিয়েছে, তার সব চালাঘর বা ঝুপড়ি নয়। এখন আর কারও মনে এ প্রশ্নও জাগে না যে, নদীর স্বাভাবিক জল ছড়াবার এলাকার মধ্যে এই সব নির্মাণ কী ভাবে হয়। কারণ এর উত্তর এখন একটা ছোট বাচ্চাও জানে। বর্ষার সময় নদীর জলস্ফীতির কথা সকলেই জানে, তবু নদীর কিনার ঘেঁষে দোকান, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, কলেজ আর বর্তমানের নতুন দেবস্থান, আবাসন, হবে। হয়। আগে শোনা যেত বর্ষার বন্যায় নদীর পার্শ্ববর্তী জমিগুলোতে জলের সঙ্গে নেমে আসা পলি পড়ে, ফলে পরের অন্তত দু'বছর ফসল খুব ভাল হয়। এখন আর সে রকম ব্যবস্থা নেই। বারো মাসই দরকার হলে পাম্পে ভূ-জল টেনে সেচ দেওয়ার সুবিধা আছে, সুতরাং নদীর জল বা বৃষ্টিজলের সেচের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই কৃষিকাজে। পর পর বাঁধের পিছনে বন্দি নদীর পলি-বালি নদীর মাঝখানে জমা হয়। দুই-তিন দিন বৃষ্টি হলে বালি-ভরাট নদী কূল ছাপাতে বাধ্য। নদীপথ বন্ধ বলে সে জল দ্রুত নেমে যায় না। জলকাদা জমে থাকে। ত্রাণের ব্যবস্থা পাকা। ত্রাণ আসে। বর্ষার সঙ্গে নদীজলের, নদীজলের সঙ্গে বন্যার, তার সঙ্গে কৃষি বা নৌ-যাতায়াতের দীর্ঘকালের গড়ে ওঠা সম্পর্ক এখন এক বিস্মৃত বিষয়। অথচ বৃষ্টি প্রতি বছরই আসে। নির্দিষ্ট সময়েই আসে। বৃষ্টিই পৃথিবীতে মিঠে জলের প্রধান নির্ভরযোগ্য আকর, এ কথা এখনও অনেক আগেকার মতোই সত্যি। পৃথিবীর তিন ভাগ জলের বিস্তার সত্ত্বেও ব্যবহারযোগ্য মিঠে জল যে অতি সামান্য, যতটুকু আছে তা-ও জমাট বেঁধে থাকে মেরুপ্রদেশ ও পর্বতশিখরের হিমবাহে, এই সতর্কবাণীর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মিত বিপুল জল সরবরাহ ব্যবস্থার কথা ছোটবেলার ভূগোল ক্লাসে কেন শেখানো হয়নি, সে কথা এখন ভাবায়। যাঁদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অনুযায়ী উপনিবেশের শিশুশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল, তাঁদের দেশে অমন নিয়মিত

'রাজবদুন্নতধ্বনি'র রাজার ন্যায় উন্নত গম্ভীর ধ্বনিকারী বর্ষাকাল না থাকাই কি এর কারণ? সে কথা জানি না ঠিকই, কিন্তু একটা কথা বেশ স্পষ্ট, বিনামূল্যে বা সহজে প্রাপ্ত যে কোনও বস্তুর মতো বৃষ্টিও আমাদের নাগরিক মানসে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কম-বেশি হলেও আমাদের কলের জল আছে। আধুনিক শহরে বৃষ্টি বরং কিছুটা অবাঞ্ছিত অতিথি। আমরা কোনও মতেই তার জন্য প্রস্তুত থাকি না। এমনকি ইদানীং শহরের ধরনধারণ দেখলে ভিন দেশের বা ভিন গ্রহের কারও মনে হতেও পারে যে বর্ষাকাল বলে বিষয়টাকে আমরা বিশ্বাসই করি না। আকাশ থেকে ঝেঁপে জল পড়ে এবং সেই প্রচুর পরিমাণ জল সর্বদাই ঢালুর দিকে গড়িয়ে যায় এ কথাতেও পূর্ত ও নগরোন্নয়ন বিভাগ আস্থা রাখে না। অথচ জলের নিয়ম ক্রমাগত নিচু দিকে গড়িয়ে যাওয়া। সেই নিয়মের দরুনই স্থলভাগকে ঘিরে অতল মহাসাগর, সাগরের রক্ষাবন্ধন আর স্থলের উপরে লক্ষ লক্ষ প্রাণরক্ষক জলাশয় তৈরি হয়েছে। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষও নানা ভাবে আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টিজলকে ধরে রাখতে মাটিতে ছোট-বড় গর্ত খুঁড়েছে। বৃষ্টির জল সেখানে সঞ্চয় করে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ নির্বাহ করেছে। শুধু তা-ই নয়, মানুষ জানুক বা না-জানুক, বিভিন্ন জলক্ষেত্রের জমা জল চুইয়ে মাটির নীচে ঢুকে পড়েছে। বেড়েছে ভূ-জলের ভান্ডার। এ বিষয়ে নিয়মিত উদাসীনতার ফলে গত এক দশক ধরে দু'-তিন ঘণ্টা শহরে মোটামুটি স্বাভাবিক বৃষ্টি পড়লেও জল জমা শুরু হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতা-সহ কিছু শহরের নিচু অংশে জল আগেও জমত, কিছু পরে তা নেমেও যেত। এখন প্রায় পুরো শহরেই জল জমে এবং তা বেরোতে পারে না। এর কারণ আমরা সকলেই জানি জল বয়ে যাওয়ার জায়গা খালি না রেখে উঁচু রাস্তা এবং পাকা বাড়িঘর যে কোনও উদ্দেশ্যেই তৈরি করে ফেলা, সেই সঙ্গে খোলা জায়গা অর্থাৎ কাঁচা মাটি কংক্রিটে ঢেকে দেওয়া। স্বাভাবিক ভাবেই বৃষ্টিজল মাটির নীচে চলে যাওয়ার পথ বন্ধ। কলকাতা শহরে যত দূর ট্রাম চলত, তত কিলোমিটার গুণিত এক মিটার খোলা মাটির ঘাসে ঢাকা এলাকা দিয়ে প্রচুর জল মাটির নীচে যেত। মাটির নীচের জলসঞ্চয় কেবল যে মাটিকে সুস্থ সরস রাখে তা-ই নয়, নদীগুলোর প্রবাহেও সেই জল নিয়মিত ভাবে যুক্ত হয়। ঘন অরণ্য ভূমিজলকে পুষ্ট করে। কম থাকে ভূমিক্ষয়, অর্থাৎ নদী ভরাট হয়ে যাওয়াও। এই শৃঙ্খলা ক্রমাগত লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে প্রতিটি বড় শহর, এমনকি সমৃদ্ধ গ্রামেও জল জমে থাকার বিপদ বাড়ছে। নিয়মিত জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে, এই অপ্রাকৃতিক দুরবস্থাকেও ক্রমশই অল্পবৃষ্টির বন্যার মতো প্রায় স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়ে তার একটি চমৎকার নামকরণও হয়েছে 'আরবান ফ্লাড'। অর্থাৎ বর্ষাকালে তিন-চার ঘণ্টা স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতেও যে কোনও শহর অঞ্চলে নিচু জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাত্রি বৃষ্টি হলে সেই জল উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সমগ্র শহরকে জলপথে রূপান্তরিত করবে। মনে হয় 'ক্যাচ দ্য রেন ড্রপ হোয়্যার ইট ফলস' এই বহুঘোষিত স্লোগান ইদানীং বৃষ্টির দিক থেকেই পালিত হচ্ছে। বৃষ্টিজল যে জনপদে যেখানে ঝরে পড়ে, সেখানেই আটকে থাকে। সমস্যার নামকরণ হয়ে গেলে সেখানে কিছু ত্রাণের প্রোজেক্টও চলে আসে। তাতে প্রোজেক্ট হয়, 'বাজেট স্যাংশন' হয়, নির্দিষ্ট উদ্ধারকার্য হয়, ঠিক, কিন্তু জল জমার কোনও সমাধান হয় কি? জলের নীচে গড়িয়ে যাওয়ার রাস্তা অনুদ্ধারণীয় ভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় কুড়ি বছর আগেও শোনা যেত ডুবে যাওয়া এলাকা থেকে পাম্প করে জল বার করে নেওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে সেই জল ফেলার এলাকা বাকি নেই কোথাও। পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে কোনও জায়গা নেই। অন্যান্য খাল-সহ শহরের সমস্ত নিকাশি চাপা পড়েছে আবাসনের তলায়। আদিগঙ্গা কোনও ভাবে জল বহনে অপারগ। তার প্রস্থ আরও হ্রস্ব হচ্ছে নদীর বুকের মাঝখান পর্যন্ত মন্দির সংলগ্ন বিশাল ঘাট নির্মাণে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বসবাসের অভ্যস্ত নিয়মকে চূড়ান্ত অদূরদর্শিতায় যথেচ্ছ লঙ্ঘন করার উন্নয়নমূলক কাজে কেউই পিছিয়ে নেই। ফলে বৃষ্টিজলের প্রসাদপুষ্ট একের পর এক শহর আজ বৃষ্টিকে দেখে প্রকাণ্ড বিপদের মতো। চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মাইসুরু, পটনা, রাজধানী দিল্লি কোথাও নেইকো পার। যা আমরা সহজে প্রচুর পেয়েছি, সেই বৃষ্টিধারাকে অবহেলায় বয়ে যেতে দেওয়ার সঙ্কটের কারণে পাশাপাশি তৈরি হয়েছে মাটির সঞ্চিত জলভান্ডার থেকে আক্ষরিক অর্থে বে-হিসাব জল তোলা। তুমুল বর্ষাকালের দেশের মানুষ তীব্র জলসঙ্কটের সামনে। বৃষ্টিজল সঞ্চয়ের পথে মন দেওয়া ছাড়া এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ থেকে পরিত্রাণের অন্য কোনও উপায় আমাদের সামনে নেই। জল সংরক্ষণের প্রথাগত সামাজিক ব্যবস্থাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা দেশের পরিচালকদের বুঝতে হবে।

রাফায় বিস্ফোরণে রক্তস্রোত

রাফার যেখানে রেড ক্রসের অফিস, তার কাছেই গোলাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ)। ২২ জন নিহত। রেড ক্রসের অফিস চত্বরের প্রাচীরও কিছুটা ভেঙেছে। দুপুর সাড়ে ৩টে হবে। গত কাল পরপর তিনটে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাফা। 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেড ক্রস'-এর স্থানীয় কর্তা উইলিয়াম শমবার্গ ভিডিয়ো কনফারেন্সে জানান, এমন দৃশ্য তিনি আগে দেখেননি। চার দিকে মৃতদেহের স্তূপ, রক্তগঙ্গা বইছে। রেড ক্রস চত্বরে জখম মানুষের স্রোত। সকলের মুখে বাঁচার আর্তি। রাফার যেখানে রেড ক্রসের অফিস, তার কাছেই গোলাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ)। ২২ জন নিহত। রেড ক্রসের অফিস চত্বরের প্রাচীরও কিছুটা ভেঙেছে। উইলিয়ামের বক্তব্য, এই এলাকাটিকে আইডিএফ-ই 'নিরাপদ অঞ্চল' ঘোষণা করেছিল। তিনি আরও বলেন, সব পক্ষ জানে, এখানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দফতর রয়েছে। অফিসের চারপাশে তাঁবু খাটিয়ে পরিবার নিয়ে থাকছেন কর্মীরা। তবে কাউকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলতে চাননি উইলিয়াম। তিনি বলেন, "কাউকে দোষারোপ করব না। তবে এমন অনেক ঘটনাই ঘটছে। একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে যাওয়া... এ ভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।" উইলিয়াম জানান, রেড ক্রসের কোনও কর্মী মারা যাননি। গুরুতর জখমও হননি কেউ। তবে সেটা 'মিরাকল'! কর্মীদের পরিবারের দু'টি বাচ্চা অবশ্য প্রাণ হারিয়েছে। রেড ক্রসের ফিল্ড হাসপাতালে যে জখম ব্যক্তিদের নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁদের অনেককেই বাঁচানো যায়নি। উইলিয়াম বলেন, "অফিস চত্বরের চারপাশে রক্ত। রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। অফিস চত্বরের ভিতরেও ছিন্নভিন্ন দেহাংশ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। সত্যি বলছি, এমন দৃশ্য আমি আগে দেখিনি। আমাদের গোটা দলের কাছেই এই ভয়াবহতা কল্পনাতীত।" এ পর্যন্ত, যুদ্ধে ৩৭,৫৫১ জন প্যালেস্টাইনি প্রাণ হারিয়েছেন। রেড ক্রসের ঘটনায় আইডিএফ-এর ব্যাখ্যা, তারা 'সরাসরি' রেড ক্রসে কোনও হামলা চালায়নি।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে জয়শঙ্কর

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা বিন জায়েদ আল নাহ্য়ানের সঙ্গে আবু ধাবিতে বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর। সোমবার তিনি গিয়েছেন বিএপিএস হিন্দু মন্দিরে। এটি পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম মন্দির। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিএপিএস হিন্দু মন্দিরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে গিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবেন তিনি। তবে দেশে পৌঁছে প্রথমেই জয়শঙ্কর যান আবু ধাবির বিএপিএস (বোচাসনবাসি শ্রী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থা) হিন্দু মন্দিরে। এটি পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম হিন্দু মন্দির। চলতি বছরেই তার উদ্বোধন হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা বিন জায়েদ আল নাহ্য়ানের সঙ্গে আবু ধাবিতে বৈঠক করবেন জয়শঙ্কর। সেখানে ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, কূটনীতি, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হতে পারে। সেই সঙ্গে উঠতে পারে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রসঙ্গও। গাজার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং ভারতের অবস্থান ব্যক্ত করতে পারেন জয়শঙ্কর। আবু ধাবির মন্দিরে গিয়ে রবিবারই এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে ছবি পোস্ট করেছেন জয়শঙ্কর। মন্দিরের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। পোস্টে লিখেছেন, "আবু ধাবির বিএপিএস হিন্দু মন্দির দর্শন করতে পেরে আমি ধন্য। এটি ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বন্ধুত্বের একটি জলজ্যান্ত নিদর্শন। দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের সেতু হিসাবে দাঁড়িয়ে এই মন্দির সারা বিশ্বকে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে।"

আরব স্বর্ণযুগের কয়েকজন নক্ষত্র

এককালে আরব বিজ্ঞানীরা আলো ছড়িয়েছেন। তাঁদের হাত ধরে আমরা জেনেছি গণিত, জীববিজ্ঞান থেকে শুরু করে আলোকবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যার অনেক অজানা জ্ঞান। ৮১৯ সাল। খলিফা আল মামুন তখন বাগদাদের সিংহাসনে আসীন। আল মামুন জ্ঞানান্বেষী। জ্ঞানীদের সম্মান করেন। রাজ্যের যত পণ্ডিত আছেন, তাঁদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দিলেন। প্রতি সপ্তাহে পণ্ডিতদের সঙ্গে গল্প করেন। আড্ডা দেন। দর্শন, গণিত, বিজ্ঞানকোনো কিছুই বাদ পড়ে না সেই আড্ডায়। আল মামুনের মতো বইপ্রিয় বাদশাহ সম্ভবত মধ্যযুগের আরবে আর কেউ আসেননি। কথিত আছে, অনেক যুদ্ধে শত্রুদের হারিয়ে তিনি শত্রুর কাছ থেকে সোনা-জহরত নেননি। তার বদলে শত্রুর লাইব্রেরি থেকে বই নিয়েছেন। শত্রুর কাছ থেকে বই চেয়েছেন। আল মামুন জানতেন, গ্রিকদের কাছে আছে জ্ঞানভান্ডার। পারস্য, ভারত ও চীনে আছে জ্ঞানভান্ডার। সেসব ভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। আর তার জন্য চাই নিজের ভাষা আরবিতে অনুবাদ। এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি চাইতেন পৃথিবীর সব বই সংগ্রহ করে এক ছাদের নিচে রাখবেন। তারপর সেগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হবে। আর পণ্ডিতেরা সেসব বই খুঁটিয়ে পড়বেন। তাঁর সেই স্বপ্ন থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাইত আল-হিকমা অথবা হাউজ অব উইজডম। বাংলায় অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানঘর। বাইত আল-হিকমা ছিল পণ্ডিতদের মিলনমেলা। সেখানে শুধু যে বই অনুবাদ হতো, তা নয়; বহু বইয়ের বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হতো। নতুন নতুন ধারণার জন্ম হতো। আরবের স্বর্ণযুগ বা মুসলমানদের স্বর্ণযুগ বলে যে কাল বোঝানো হয়, সেই কালের শক্ত বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল আল মামুনের সময়। উল্লেখ্য, আল মামুনের আগে খলিফা আল মনসুরের সময়ও পণ্ডিতেরা অনেক বই আরবিতে অনুবাদ করেছিলেন। খলিফা আল মামুনের সময় সবচেয়ে খ্যাতিমান অনুবাদক ছিলেন হুনাইন ইবনে ইসহাক। তিনি ছিলেন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু আল মামুন তাঁকে বেছে নেন মেধার জন্য। মাত্র ১৭ বছর বয়সে হুনাইন ইবনে ইসহাক বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক গেইলেনের বই অনুবাদ করেছিলেন। গ্রিক ও আরবি ভাষায় ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। ৮২০ সালে বাইত আল-হিকমার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো সে সময়ের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ আল খোয়ারিজমিকে। আল মামুনের শাসনামলের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন আল খোয়ারিজমি। যোগ্য মানুষকে কোথায় রাখতে হবে, সেটা খলিফা আল মামুন ১ হাজার ২০০ বছর আগে দেখিয়ে গেছেন। সে সময়ের বাইত আল-হিকমাকে আজকের দিনের রয়্যাল সোসাইটি বা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের সঙ্গে তুলনা করলে অতিরঞ্জন হবে না। আল খোয়ারিজমি লিখলেন বিখ্যাত সব বই। তাঁর বইতে ভারতীয় গণিতবিদদের ছাপ স্পষ্ট! হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলেন তিনি। আল খোয়ারিজমি উদ্ভাবন করলেন এক নতুন গণিতবীজগণিত। আল খোয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক বলা হয়। ভারতবর্ষ যে গণিতের উর্বর ভূমি, মধ্যযুগে এ বিষয়টি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন আরবের পণ্ডিতেরা। তাঁরা ভারতীয় গণিতবিদদের বই অনুবাদ করতে লাগলেন। আল খোয়ারিজমি লিখলেন বিখ্যাত সব বই। তাঁর বইতে ভারতীয় গণিতবিদদের ছাপ স্পষ্ট! হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করলেন তিনি। আল খোয়ারিজমি উদ্ভাবন করলেন এক নতুন গণিতবীজগণিত। আল খোয়ারিজমিকে বীজগণিতের জনক বলা হয়। আর অ্যালজেবরা শব্দটির উৎপত্তি তাঁর বইয়ের শিরোনাম আল-জবর থেকে। আবার 'অ্যালগরিদম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আল খোয়ারিজমির লাতিন নাম আলগোরিদমি থেকে। আল খোয়ারিজমি তাঁর গণিতে নতুন সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার করলেন। লাতিন ভাষায় তাঁর বই অনুবাদ করা হলোলিবার আলগোরিজমি দে নিউমেরো ইনডোরাম সে সংখ্যা পদ্ধতি পরিচিতি পেল হিন্দু-আরবীয় বা ইন্দো-অ্যারাবিক নিউমেরাল সিস্টেম নামে। আজকে আমরা যে ইংরেজি সংখ্যা ব্যবহার করি, সেটার নামই ইন্দো-অ্যারাবিক সংখ্যা পদ্ধতি। ইউরোপে তখনো রোমান সংখ্যা ব্যবহৃত হতো। রোমান সংখ্যা ব্যবহারে যে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে, সেটা ইউরোপিয়ানরা উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু বিকল্প উপায় জানা ছিল না। ঠিক তখনই ইতালির বিখ্যাত গণিতবিদ ফিবোনাক্কি আরব গণিতবিদদের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁদের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। ৩২ বছর বয়সে, ১২০২ সালে ফিবোনাক্কি লিখলেন লিবার আবাকি । সে বইয়ে তিনি হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ইউরোপ পেল এক নতুন সংখ্যা পদ্ধতি। ইউরোপে বিস্তার ঘটল পাটিগণিত ও বীজগণিতের। ইউরোপীয় গণিতবিদেরা তারপর একসময় উপহার দিলেন ক্যালকুলাস। বীজগণিত ও ক্যালকুলাস ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপীয় রেনেসাঁ ছিল অসম্ভব। আল-রাজি সবকিছুতেই এক্সপেরিমেন্ট পছন্দ করতেন। তিনি বাগদাদের বেশ কিছু জায়গায় মাংসের টুকরা ঝুলিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পর সেই টুকরাগুলো পরীক্ষা করলেন। যেখানকার মাংস সবচেয়ে কম পচেছে, সেখানেই হাসপাতাল তৈরির পরামর্শ দিলেনন। বাইত আল-হিকমা সে সময় জ্ঞানের একটা ধারাবাহিকতা তৈরি করেছিল। তৈরি করেছিল জ্ঞানচর্চার এক অভূতপূর্ব সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা টিকে ছিল বহু যুগ। জন্ম নিয়েছিলেন বহু পণ্ডিত। তাঁদের একজনের নাম আল---রাজি। খলিফা আল মামুনের শাসনামলের প্রায় ৭০ বছর পরের কথা। বাগদাদের বাদশা তখন খলিফা আল-মুকতাফি। আল-মুকতাফি তাঁর রাজ্যে হাসপাতাল তৈরি করবেন। এমন আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করতে চান, যে হাসপাতাল পৃথিবীর কোথাও নেই। হাসপাতালের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু রাজা তো সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না। খলিফা আল-মুকতাফি নিজের ক্ষমতাবলে সবকিছু নির্ধারণ করতে চাননি। তিনি খবর দিলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল-রাজিকে। নির্দেশ দিলেন, হাসপাতালের জন্য ভালো স্থান নির্বাচন করুন। আল-রাজি সবকিছুতেই এক্সপেরিমেন্ট পছন্দ করতেন। তিনি বাগদাদের বেশ কিছু জায়গায় মাংসের টুকরা ঝুলিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পর সেই টুকরাগুলো পরীক্ষা করলেন। যেখানকার মাংস সবচেয়ে কম পচেছে, সেখানেই হাসপাতাল তৈরির পরামর্শ দিলেন। যু দিলেন, সেখানকার বাতাস ভালো ও স্বাস্থ্যকর। আজ থেকে ১ হাজার ১০০ বছর আগের ঘটনা সেটা। আল-মুকতাফি কয়েক বছর পর মারা যান। হাসপাতাল তৈরি করে যেতে পারেননি। সে হাসপাতাল তৈরি হয় খলিফা আল-মুক্তাদিরের সময়। হাসপাতালের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিজ্ঞানী আল-রাজিকে। খলিফা মুক্তাদিরের সময় বেশ কয়েকটি হাসপাতাল তৈরি হয়। সবচেয়ে বড় হাসপাতালটির নাম ছিল 'আল-বিমারিস্থান আল -মুক্তাদির'। আল-রাজি রোগী দেখতেন। হাসপাতালে বসে চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণা করতেন। সেসময়ে দুজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন সবচেয়ে পূজ্য। একজন গ্যালেন অন্যজন হেপোক্রেটিস। তাঁদের লেখা বই তখন সবচেয়ে প্রচলিত ছিল। আল-রাজি নিজেও তাঁদের লেখা বই থেকে শিখেছেন। তাঁদের লেখা পড়ে প্রভাবিত হয়েছেন। সে সময়ে গ্যালেন ও হেপোক্রেটিসের মতবাদ চ্যালেঞ্জ করা ছিল ভয়াবহ দুঃসাহসের ব্যাপার। কিন্তু আল-রাজি সেসবের তোয়াক্কা করলেন না। তিনি গ্যালেনের অনেক মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করলেন। ভুল বলে দাবি করলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান মানেই যে চ্যালেঞ্জ করা, মধ্যযুগে সম্ভবত আল-রাজিই প্রথম সেটা সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। হাজার বছর আগে আল-রাজি মানসিক রোগকে 'রোগ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রোগ হিসেবেই বিবেচনা করতেন। ইউরোপে তখনো মানসিক রোগীদের পাপের শাস্তি কিংবা শয়তানের আছর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আল-রাজিকে বলা হয় সাইকোলজি এবং সাইকোথেরাপির জনক। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর প্রচুর বই লিখলেন। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম আল-কিতাব আল-হাওই। ২৩ খণ্ডের বইঅবিশ্বাস্য! ১২৭৯ সালে সেই বই লাতিন ভাষায় অনুবাদ হলো। ইউরোপে ছড়িয়ে গেল তাঁর বই। আল-রাজি ইউরোপে পরিচিতি পেলেন রাজেস নামে। ১৩৯৫ সালে ইউনিভার্সিটি অব প্যারিসের মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে মাত্র নয়টা বই ছিল। সেগুলোর একটা আল-রাজির বই। আরব স্বর্ণযুগের গগন থেকে যদি পাঁচটি নক্ষত্রকে উজ্জ্বলতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে আল-রাজি তাঁদের একজন। আল---রাজি স্মরণে ইরানে এখনো প্রতিবছর ২৭ আগস্ট 'রাজি দিবস' পালন করা হয়। আরব স্বর্ণযুগে বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল। ইবনে সিনা, আল বিরুনি, ওমর খৈয়াম, আল তুসো, আব্বাস ফারনাস, ইবনে খালদুনএমন বহু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা যাবে। তবে এই লেখা শেষ করব একজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর কথা দিয়ে। তাঁর নাম ইবনুল হাইসাম বা ইবনে আল-হাইসাম। তবে তিনি লাতিন 'আল—হাজেন' নামেও পরিচিত। আলোকবিদ্যা বা অপটিকস বহু বিষয়ে আমরা নিউটনকে কৃতিত্ব দিই। তবে নিউটনের বহু আগেই আলোকবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ হয়েছিল। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজ থেকে ১০০ বছর আগেও বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ হতো পত্রযোগে। এক অঞ্চলের সৃষ্টি সম্পর্কে অন্য অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল কম। তা ছাড়া মধ্যযুগের বহু বইপত্র সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংস হয়েছিল। সে সময় একজনের কাজ অন্যজন কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করবেনএমন চর্চার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। আরবের বিজ্ঞানীদের বহু বই ইউরোপে ছিল। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে সেগুলো থেকে অনেক ধ্যান---ধারণা নিয়েছেন। কিন্তু সবাই সঠিকভাবে, কৃতজ্ঞতাভরে সেগুলো উল্লেখ করেননি। ফলে আরব স্বর্ণযুগের বহু বিজ্ঞানী ইউরোপে অজানা ছিলেন। এমনই একজনের নাম ইবনে আল-হাইসাম। ইবনে আল-হাইসাম আলোকবিদ্যার বহু পরীক্ষা নিখুঁতভাবে করেছেন। চিত্র এঁকেছেন। বর্ণনা দিয়েছেন। সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেসব নিয়ে তিনি সাত খণ্ডের বই লিখলেন, কিতাব আল-মানাজির । ঠিক এক হাজার বছর আগে তিনি সে বই প্রকাশ করেন। ইউরোপে তখন আলোকবিদ্যা নিয়ে কাজ করার মতো কেউ ছিলেন না। তাঁর বই লাতিন ভাষায় দে আসপেকতিবাস শিরোনামে অনুবাদ হয়েছিল আনুমানিক দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকে। হাইসামের বই দ্বারা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রজার বেকন। হাইসাম ছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী। তত্ত্বের পাশাপাশি এক্সপেরিমেন্টকে তিনি অনেক গুরুত্ব দিতেন। এক হাজার বছর আগে এক্সপেরিমেন্টালিস্ট হওয়া ছিল এক অন্য বিষয়। জ্ঞান কখনো কারও সম্পত্তি হয়ে থাকে না। কালের পরিক্রমায় এক জাতি থেকে অন্য জাতির কাছে যায়। যে জাতি জ্ঞানকে আপন করে নেয়, জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তারে নিরন্তর লেগে থাকে, তারা জাতি হিসেবে নেতৃস্থানীয় হয়। আজকের ইউরোপ-আমেরিকা, চীন-জাপান-কোরিয়া এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার ও সৃষ্টির জন্য চাই সমাজে জ্ঞানীর কদর। জাত-ধর্ম-বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে জ্ঞানীর সম্মান। আর যোগ্য মানুষের সঠিক মূল্যায়ন। মধ্যযুগের মুসলিম নেতারা বিদ্বানদের মূল্য দিয়েছেন। পণ্ডিতদের সঠিক স্থানে রেখেছেন। জাত---ধর্মের ঊর্ধ্বে গিয়ে যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করেছেন। এ জন্যই স্বর্ণযুগ রচিত হয়েছিল।

'তালিবানের পথে বাধা নারীর অধিকারে নিষেধাজ্ঞাই'

আগের তালিবান সরকারকে পাকিস্তান-সহ তিনটি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু এ বারে ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ফের ক্ষমতায় আসার পর থেকে তালিবানকে কোনও দেশ সরকার হিসেবে মান্যতা দেয়নি। নারী অধিকারের উপরে নিষেধাজ্ঞাই আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক মূলস্রোতে শামিল হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেবলে মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপুঞ্জেরএক কর্তা। আগের তালিবান সরকারকে পাকিস্তান-সহ তিনটি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু এ বারে ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ফের ক্ষমতায় আসার পর থেকে তালিবানকে কোনও দেশ সরকার হিসেবে মান্যতা দেয়নি। তাদের বহু চেষ্টাতেও লাভ হয়নি। গত বছর থেকে আফগানিস্তানকে আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার কাজ শুরু হয়। ৩০ জুন ও ১ জুলাই কাতারের দোহায় এ নিয়ে তৃতীয় দফার বৈঠকে বসবেন আফগানিস্তান সংক্রান্ত নানা দেশের বিশেষ দূত ও সে দেশের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। তবে আফগানিস্তানে রাষ্ট্রপুঞ্জের মিশনের প্রধান রোজা ওটুনবায়েভার মতে, "দোহা আলোচনায় তালিবানের যোগ দেওয়ার অর্থ স্বীকৃতি পাওয়া নয়। নারী অধিকারের, বিশেষত নারী শিক্ষার উপরে তাদের জারি করা নিষেধাজ্ঞা আফগানিস্তানকে মানবিক মূলধন থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ।" তাঁর মতে, "এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। ফলে বর্তমানে কাবুলে ক্ষমতায় থাকা কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ধাক্কা খাচ্ছে। আফগানিস্তানকে আন্তর্জাতিক মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক সমাধানের পথও প্রশস্ত হচ্ছে না।"

গুগল নাম পেল কিভাবে

আমেরিকান প্রযুক্তি কোম্পানী গুগল বিশ্বের বৃহত্তম সার্চ ইঞ্জিন হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু মানুষ আশ্চর্য যে, কিভাবে এ নামটি পেল এবং নামটির অর্থ কী? বিতর্ক শুরু হয় যখন ইন্টারনেটে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, 'গুগল' শব্দটি কি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ? আমেরিকান মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইন্টারনেটে কোম্পানির নাম নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পর অনেকেই কোম্পানির নাম নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তারপর বিভিন্ন তত্ত্ব বেরিয়ে আসে, যার মধ্যে একটি হল গুগল 'গ্লোবাল অর্গানাইজেশন'। 'ওরিয়েন্টেড গ্রুপ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আর্থ' একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। আরেকটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হল যে, যখন গুগলের প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ এবং সের্গেই ব্রিন কোম্পানির নামকরণের কথা ভাবছিলেন, তখন কেউ তাদের কোম্পানির নাম 'গুগোল' রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু একজন বন্ধু 'গুগল' শব্দের বানান করার পরে, ল্যারি পেজ সিদ্ধান্ত নেন কোম্পানির নাম 'গুগল'। প্রকৃতপক্ষে, 'গুগল' হল একটি গাণিতিক শব্দ যা গণিতে ব্যবহৃত একটি বৃহৎ সংখ্যার জন্য ১ এর পরে ১০০টি শূন্য রয়েছে। এ গাণিতিক শব্দটি ১৯২০ সালে আমেরিকান গণিতবিদ এডওয়ার্ড কেসনারের ৯ বছর বয়সী ভাতিজা মিল্টন সিরোটা দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

যে পদ্ধতিতে বন মানুষের চিকিৎসা

বন্য মানুষদের সম্পর্কে জানা গেছে চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর তথ্য। বিদেশী মিডিয়ার মতে, বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন যে বন মানুষরা এমন গাছ খায় যেগুলোর ব্যথা উপশমকারী এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, উগান্ডার জঙ্গলে আহত বা অসুস্থ দেখতে পাওয়া বন মানুষরা ওষুধ হিসেবে গাছগুলো খায়। বিদেশী মিডিয়া অনুসারে, যখন একজন আহত ব্ন মানুষ বন থেকে বিশেষ কিছু খাওয়ার জন্য বাছাই করে, গবেষকরা উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন, যা পরীক্ষা করে দেখেন যে, বেশিরভাগ গাছের জীবাণুরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বনমানুষ নতুন ওষুধ উদ্ভাবনেও সাহায্য করতে পারে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক ড. অ্যালোডি ফ্রিম্যান বলেছেন: 'আমরা এই বনের সমস্ত কিছু ওষুধের জন্য পরীক্ষা করতে পারি না, তাহলে আমরা যেসব গাছ সম্পর্কে জানি, সেসব গাছ কেন বনমানুষ খুঁজছে'।

চীন একতরফা জাপানি নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেঃ মুখপাত্র

চীন দৃঢ়ভাবে একতরফা জাপানি নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে, যার কোনো আন্তর্জাতিক আইনি ভিত্তি নেই। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন চিয়ান শুক্রবার বেইজিংয়ে এক নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, চীন সমতা ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে, রাশিয়ার সাথে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এটি চীনের বৈধ অধিকার। বাইরের কোনো অবৈধ হস্তক্ষেপে সহযোগিতার এ ধারা বন্ধ হবে না। মুখপাত্র আরও বলেন, সম্প্রতি জাপান চীনের এই বৈধ অবস্থানকে অবৈধভাবে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং কিছু দেশের অন্ধ অনুসরণ করে, নির্বিচারে চীনের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বেইজিং এতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছে। চীন দৃঢ়ভাবে তার বৈধ অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে বলেও উল্লেখ করেন মুখপাত্র।

নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের উৎপাদন বেড়েও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে রেকর্ড

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশ্নে বিশ্বজুড়ে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের ব্যবহার গত কয়েক বছরে নতুন প্রাণ পেয়েছে। এ বিষয়ে দেশগুলোর রয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা, যার খানিকটা এরই মধ্যে পূর্ণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০২৩ সালে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে। ফলে প্রথমবারের মতো বৈশ্বিক কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ৪০ গিগাটন ছাড়িয়ে গেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বৈশ্বিক জ্বালানি খাতবিষয়ক সংস্থা এনার্জি ইনস্টিটিউট। বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের এমন ঊর্ধ্বগতি জলবায়ু বিজ্ঞানীদের আশাহত করবে। কেননা এর আগে ধারণা করা হয়েছিল ২০২৩ সালে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবে। এরপর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অর্থনীতির আকার কমতে থাকবে। কিন্তু নতুন প্রতিবেদন অনুসারে, জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ এখনই থামবে কিনা অনিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ অঞ্চল ভেদে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ অবকাঠামো নির্মাণে বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন প্রসঙ্গে এনার্জি ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট জুলিয়েট ড্যাভেনপোর্ট বলেন, 'গত এক বছরে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ৫০৫ এক্সাজুলে পৌঁছেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রতিটি দেশই জ্বালানির জন্য মুখিয়ে আছে। ফলে প্রতিবেদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।' রেকর্ড কার্বন নিঃসরণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোয় শিল্প-কারখানা থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শিগগিরই সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ এরপর কমতে থাকবে। অন্যদিকে একই সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় কয়লা, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়বে।

বিশ্বজুড়ে বায়ু ও সৌর বিদ্যুতের মতো পরিবেশবান্ধব জ্বালানির উৎপাদন রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে বলে উল্লেখ করেছে এনার্জি ইনস্টিটিউট। তা সত্ত্বেও প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সামান্যই কমেছে। ২০২৩ সালে সামগ্রিক জ্বালানি ব্যবহারে এর পরিমাণ ছিল ৮১ দশমিক ৫ শতাংশ, যা আগের বছরের ৮২ শতাংশ থেকে সামান্য কম। গ্লোবাল এনার্জি রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী বায়ু ও সৌর বিদ্যুতের উৎপাদন ১৩ শতাংশ বেড়ে ৪ হাজার ৭৪৮ টেরাওয়াট ঘণ্টায় পৌঁছে। তবে প্রকৃতি থেকে উত্তোলিত প্রচলিত জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির তুলনায় এটি যথেষ্ট নয়। গত বছর এ ধরনের জ্বালানির ব্যবহার ২ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড ৬২০ এক্সাজুলে পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী গ্যাসের চাহিদা স্থির রয়েছে। কিন্তু কয়লার চাহিদা ১ দশমিক ৬ শতাংশ ও জ্বালানি তেলের চাহিদা ২ শতাংশ বেড়ে প্রথমবারের মতো দৈনিক ১০ কোটি ব্যারেলে উন্নীত হয়েছে।

জ্বালানি খাতের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কেপিএমজির জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের যুক্তরাজ্যপ্রধান সিমন ভার্লে বলেন, 'এ বছর নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদাও বেড়েছে। ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির চাহিদা আরো এক বছর কার্যত ৮০ শতাংশের ওপর অপরিবর্তিত থাকল।' এনার্জি ইনস্টিটিউটের নির্বাহী প্রধান নিক ওয়েথ বলেন, 'জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্থানান্তরের ধীরগতি এ খাতের বৈচিত্র্যকরণের ধারণাকে বাধাগ্রস্ত করছে। আমরা দেখছি, উন্নত দেশগুলোয় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমতে শুরু করেছে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এর ব্যবহার বাড়ছে।'

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার গত বছর ৮ শতাংশ বেড়েছে, যা দেশটির মোট জ্বালানি চাহিদা প্রবৃদ্ধির সমান। ২০২৩ সালে ভারতের মোট জ্বালানি ব্যবহারের ৮৯ শতাংশই ছিল জীবাশ্ম জ্বালানি। দেশটিতে কয়লার ব্যবহার এই প্রথম সম্মিলিতভাবে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মোট কয়লা ব্যবহারের চেয়েও বেড়েছে। একই সময়ে চীনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বেড়েছে ৭ শতাংশ। এছাড়া বিশ্বের মোট কয়লা উত্তোলনের অর্ধেকেই করেছে এশিয়ার বৃহত্তম এ অর্থনীতি। অন্যদিকে ইউরোপে জীবাশ্ম জ্বালানির চাহিদা ক্রমাগতভাবে কমছে। একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানির চাহিদা বাড়ছে। ফলে অঞ্চলটিতে শিল্প বিপ্লবের পর প্রথমবারের মতো প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ৭০ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে রাশিয়া থেকে ইউরোপে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানি ধসে পড়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালে অঞ্চলটিতে গ্যাসের চাহিদা ৭ শতাংশ কমেছে, আগের বছর কমেছিল ১৩ শতাংশ। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিস্তৃত পরিসরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত নিয়ে পরিকল্পনা করেছে। এ কারণে ধারাবাহিকভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলো সম্প্রসারণ হচ্ছে।

প্রতি ছয় মাসে অপ্রত্যাশিত বাধায় পড়ছে সমুদ্র বাণিজ্য

সরবরাহ চেইনে অপ্রত্যাশিত বাধার কারণে পণ্য ডেলিভারিতে বিলম্ব নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন লজিস্টিকস খাতের অন্যতম কোম্পানি ডিএইচএল সাপ্লাই চেইনের প্রধান নির্বাহী অস্কার ডি বোক। তিনি জানান, কয়েক বছর ধরে প্রতি ছয় মাসে অন্তত একটি অপ্রত্যাশিত বাধার মুখে পড়েছে সমুদ্র বাণিজ্য। এতে সরবরাহ চেইন ও লজিস্টিক ব্যবসা দিন দিন চ্যালেঞ্জপূর্ণ হয়ে উঠছে। দ্য ন্যাশনালকে সম্প্রতি দেয়া সাক্ষাৎকারে অস্কার ডি বোক জানান, শুধু অর্থনৈতিক বিঘ্নই নয়, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, দেশগুলোর বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন ও জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে প্রভাবিত হতে পারে সরবরাহ চেইন ও লজিস্টিক শিল্প। এমন পরিস্থিতি গত কয়েক বছর ধরে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বিশ্বায়নের বদৌলতে এখন যেকোনো স্থানীয় ঘটনা বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রভাব ফেলছে আগের চেয়ে বেশি। বিষয়টি আমলে নিয়ে অস্কার ডি বোক বলেন, 'সরবরাহ চেইন কী আগে তা ব্যাখ্যা করতে হতো আমাদের। এখন ব্যাখ্যা করতে হবে যে এটি কীভাবে কাজ করবে। কারণ সরবরাহ চেইন সত্যিই সবকিছুর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।' ২০২০ সালে কভিড-১৯ মহামারী থেকে শুরু করে ইউক্রেনে রুশ আক্রমণ, পানামা খালে খরা, কৃষ্ণ সাগরে অবরোধ ও ইসরাইলের কারণে লোহিত সাগরের সংঘাত সরবরাহ চেইন ও লজিস্টিকস খাতে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে। ডিএইচএলের এ কর্মকর্তা বলেন, 'খাতটি এখন অনেক চ্যালেঞ্জিং। কারণ আপনাকে ক্রমাগত বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে কাজ করতে হবে।' তার মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় প্রতি ছয় মাসে লজিস্টিকস শিল্প অন্তত একটি বাধার মুখে পড়ছে। তিনি আরো বলেন, 'সরবরাহ চেইনে কোনো ঘটনার প্রভাব সবসময় যতটা আশঙ্কা করা হয় ততটা বড় নয়। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বাল্টিমোর সেতুর পতনের কথা বলা যায়। এটি নাটকীয় কোনো প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু একটি যুদ্ধ বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে বড় প্রভাব ফেলে।' লোহিত সাগরে হুথি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে যাতায়াত উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রায় ১৫ শতাংশের জন্য এ রুটের ওপর নির্ভরশীল বিশ্ব। কিন্তু মার্চের শেষ থেকে সুয়েজ খাল ও বাব আল মান্দেব প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে। অন্যদিকে দূরবর্তী উত্তমাশা অন্তরীপের বিকল্প রুটে চলাচল বেড়েছে শতভাগ। এদিকে খরার কারণে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রায় ৫ শতাংশ অবদান রাখা পানামা খাল। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে এ পথে চলাচল কমেছে বার্ষিক প্রায় ৩২ শতাংশ। ডিএইচএল ৫০টিরও বেশি দেশে পরিবহন ও ওয়্যারহাউজ পরিচালনা করে। অস্কার ডি বোক জানান, তাদের পরিষেবার একটি দিক হলো ঝুঁকি মোকাবেলা ও গ্রাহককে বিকল্পের সন্ধান দেয়া। নতুন নতুন বাধার ক্ষেত্রে বিকল্প সমাধান হতে পারে রেল-সমুদ্র বা সড়ক-সমুদ্র সংযোগ। তবে এর সঙ্গে ঝুঁকি বা ব্যয় রয়েছে। ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় তিন হাজারের মতো বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, যা ২০১৫ সালের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ। তবে অস্কার ডি বোক বলেন, 'রাজনৈতিক আলোচনায় ভিত্তিতে বৈশ্বিক বাণিজ্যকে বিশ্লেষণ করলে, আপনি ধরে নেবেন যে বিশ্ব বাণিজ্য হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা বিচার করলে দেখবেন আসলে তেমন কিছু হচ্ছে না।'

ধনী পর্যটকদের জন্য জাপানে চালু হচ্ছে হোন্ডাজেট

পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বিদেশীদের কাছে জাপান দিন দিন আগের চেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠছে। এ সুযোগ লুফে নিচ্ছে পরিষেবা খাতের কোম্পানিগুলো। বিদেশীদের সামনে রেখে সম্প্রতি হোন্ডাজেট বিজনেস এয়ারক্রাফটের নতুন পরিষেবা চালুর কথা জানিয়েছে হোন্ডা মোটর। কোম্পানিটি আকাশপথে বিদেশী দর্শনার্থী ও অন্যান্য গ্রাহককে বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছে দিতে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে সাহায্য করবে। আপাতত এ পরিষেবার অধীনে হোন্ডাজেট নির্বাচিত কিছু বিমানবন্দরকে বেছে নিয়েছে। এসব গন্তব্যে আকাশপথ ছাড়াও মধ্যবর্তী সড়কপথে ভ্রমণসহ যাবতীয় পরিবহন পরিচালনা করবে কোম্পানিটি। এজন্য প্রতি ৩০০ কিলোমিটারে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো থেকে নির্দিষ্ট হারে ফি নেবে হোন্ডা। চলতি মাসের শেষ দিকে শুরু হতে যাওয়া পরিষেবায় এর মধ্যে চারটি কোম্পানি যুক্ত হয়েছে। ট্রাভেল কোম্পানি জাপানটিকিট ভ্রমণ সেবার জন্য প্রতি রাতে ১৫ লাখ ইয়েন বা সাড়ে ৯ হাজার ডলার প্রারম্ভিক ফি ধরেছে। তাদের প্রস্তাবে ইয়ামাগুচি ও তোয়ামা প্রিফেকচারের মতো আকর্ষণীয় গন্তব্য অন্তর্ভুক্ত। ফুজি পর্বত বা গেইশা অধ্যুষিত অঞ্চলের মতো আন্তর্জাতিক পরিচিত কিছু পর্যটন গন্তব্য রয়েছে জাপানে। এর বাইরে আজকাল দূরবর্তী অঞ্চলগুলো দেখার প্রতি বিদেশী পর্যটকদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। কিন্তু বড় শহরের কাছাকাছি না হলে সচরাচর এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে আকাশপথে ভ্রমণ পরিষেবা অপ্রতুল। হোন্ডাজেট ওইসব অঞ্চলে ভ্রমণের সময় কমিয়ে দেবে। বিশেষ করে সম্পদশালী ভ্রমণকারীদের কাছে এ ধরনের সেবা বেশ কাঙ্ক্ষিত বলে জানা যাচ্ছে।

বিনা কাজে বেতন দেয়ায় মামলা

কোনো ধরনের কাজ না করিয়ে নিয়ে ২০ বছর পর্যন্ত বেতন দেয়ায় কর্মক্ষেত্রে নৈতিক হয়রানি ও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ এনে দেশটির প্রধান টেলিকম কোম্পানি অরেঞ্জের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ফ্রান্সের এক নারী। লরেন্স ভন ওয়াশেনহফ নামের এ মহিলা ১৯৯৩ সালে অরেঞ্জ কোম্পানির দায়িত্ব নেওয়ার আগে ফ্রান্স টেলিকমে সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে যোগ দেন। তার আসল নিয়োগকর্তা জানতেন যে, তিনি হেমিপ্লেজিক (এমন একটি অবস্থা যেখানে শরীরের একপাশ আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়) ছিলেন এবং মৃগীরোগের কারণে মহিলার মুখ এবং নীচের শরীর জন্মগতভাবে অক্ষম ছিলেন। যার ওপর কোম্পানি তার শর্ত অনুযায়ী একটি অবস্থান দিয়েছে। ২০০২ সালে তাকে ফ্রান্সের অন্য একটি অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়, কিন্তু মেডিকেল রিপোর্টে তাকে এ পদের জন্য অযোগ্য বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে নতুন স্থানে প্রয়োজনীয় কাজ দেওয়া হয়নি। তবে, অরেঞ্জ তাকে কোথাও স্থান দিতে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী ২০ বছর কোনো কাজ ছাড়াই পুরো বেতন দিতে থাকে। এ সময় ওই নারী তার বিরুদ্ধে বৈষম্যের কথা সরকার ও ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি। ওই নারীর আইনজীবীর মতে, কোম্পানি তাকে চাকরি ছাড়ার জন্য চাপও দেয়।

আপ মন্ত্রীর অনশনে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি: দিল্লি-র জল সমস্যা নিয়ে অনশন করছেন আপের মন্ত্রী অতিশী। তাঁকে সমর্থন জানাতে সোমবার সন্ধেয় তৃণমূলের তিন মহিলা সাংসদ দেখা করলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের উপ দলনেতা সাগরিকা ঘোষ, লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং প্রতিমা মণ্ডল। ইন্ডিয়া জোটে শরিক দল আপের সঙ্গেও তৃণমূলের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। এদিন তাদের মন্ত্রীর অনশনে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিল ঘাসফুল শিবির। উল্লেখ্য, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে জলের আকাল শুরু হয়েছে রাজধানীতে। দীর্ঘক্ষণ জলের লাইনে দাঁড়িয়েও জল পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। জায়গায় জায়গায় জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে জলের যোগান দেওয়ার চেষ্টা চলছে ঠিকই তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সমস্যার সমাধানে ইতিমধ্যেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে দিল্লির আপ সরকার। এরই মাঝে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনশনের হুঁশিয়ারি দিলেন আপ সরকারের মন্ত্রী অতিশী। গোটা ঘটনার দায় হরিয়ানার উপর চাপিয়েছিলেন অতিশী। তাঁর অভিযোগ ছিল, "বিজেপিশাসিত হরিয়ানা দিল্লিকে দিল্লির ভাগের জল দিচ্ছে না। যার জেরেই রাজধানীতে জল সংকট তীব্র আকার নিয়েছে। গতকাল হরিয়ানা ৬১৩ এমজিডির পরিবর্তে মাত্র ৫১৩ এমজিডি জল সরবরাহ করেছে। এক এমজিডি জলে ২৮ হাজার ৫০০ মানুষের জলের চাহিদা মেটে। যার অর্থ ২৮ লক্ষের বেশি মানুষের প্রাপ্য জল দেওয়া হয়নি।" এর পর থেকেই অনশন করছেন তিনি। এদিন সেই অনশন মঞ্চেই হাজির হল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সংসদে সরব বলেও জানিয়েছেন।

'বৃদ্ধাশ্রম-বাল্য বিবাহ-নেশা'

এই তিন অভিশাপ মুক্ত সমাজ গড়ার ডাক বিধায়কের

বিশালগড় প্রতিনিধি,২৪ জুন ঃ বৃদ্ধাশ্রম, বাল্য বিবাহ এবং নেশা। সমাজকে এই তিন অভিশাপ মুক্ত করতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান রাখলেন বিশালগড়ের তরুন বিধায়ক সুশান্ত দেব। লোকসভা নির্বাচনী বিধিনিষেধের কারনে উন্নয়ন মুলক কাজ বন্ধ ছিল। বিধিনিষেধ শেষ হতেই বিশালগড় বধানসভার বিভিন্ন এলাকায় নানাহ সরকারি উন্ন্যনমুলক কাজের উদ্বোধন শুরু হয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে বিশালগড়ের বিধায়ক ঐসকল প্রকল্পের উদ্বোধন করছেন। সোমবার বিশালগড়ের ঘনিয়ামারা উচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নব নির্মিত দালান ঘরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক। পরবর্তী সময় লক্ষীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪,৫,৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীন নব নির্মিত চারখানা পাম্প হাউজের উদ্বোধন করেন। দিনের শেষে বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া এলাকার বনেদী ক্লাব বিশ্বপ্রিয় ক্লাব প্রাঙ্গনে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থরাশি দিয়ে নির্মিত ওপেন জিমের উদ্বোধন করেন বিধায়ক। সর্বপোরী বিশালগড়ে বিধায়ক হিসেবে মাত্র এক বছর অতিক্রম করেছেন সুশান্ত দেব। এর মধ্যেই বিশালগড়ের বিভিন্ন এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা তিনি হাতে নিয়েছেন। ধীরে ধীরে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত হলেও এখনো অনেক কাজ বাকি। এখন দেখার বিষয় আগামী আরও চার বছরে বিশালগড়কে শ্রেষ্ঠ বিশালগড় হিএসেবে গড়ে তোলার নিজের স্লোগানকে কতটা বাস্তব রূপ দিতে পারেন তিনি। দিনের প্রথম কর্মসূচীতে ঘনিয়ামারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন পাকাবাড়ি উদ্বোধন পর্বে তরুন এই বিধায়কের বক্তব্য দৃষ্টি আকর্ষন করে সকলের। তরুন এই বিধায়ক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সমাজ থেকে তিনটি অভিশাপ মুছে ফেলার আবেদন রাখেন। তিনি বলেন এই সমাজের সবথেকে বড় বোঝা হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। প্রতিটি সন্তানকে এই সমাজ থেকে বৃদ্ধাশ্রম শব্দটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান করেন তিনি। তারি সাথে বাল্য বিবাহ এবং নেশার মত সমসাময়িক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়েও প্রতিবাদ গড়ে তোলার ডাক তোলেন বিশালগড়ের যুব বিধায়ক।

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স এসোসিয়েশন এর আজকে প্রথমবারের মতো বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত প্রধান অতিথি রাজ্যের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সুব্রত চক্রবর্তী ,পশ্চিম জেলার সভাধিপতি শ্রী হরিদু লাল আচার্য ,সংস্থার সভাপতি তথা পারুল প্রকাশনীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌর দাস সাহা, সম্পাদক রাখাল মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অথিতি অন্যান্য অতিথিদের বক্তব্যের পর সম্পাদক প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন পেশ করা হয় এবং এই প্রতিবেদনের উপর আলোচনা অংশগ্রহণ করেন ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সম্মানিত সদস্যরা ।

ভর্তৃহরি মহতাবের

☛১ম পাতার পর-চলবে ৩ জুলাই পর্যন্ত। ২৭ জুন শুরু হবে রাজ্যসভার অধিবেশন। তবে অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই প্রোটেম স্পিকার নিয়োগ ঘিরে শুরু হয়েছিল শাসক-বিরোধী তরজা। বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন, লোকসভার প্রোটেম স্পিকার নিয়োগ করা হয়েছে বিরোধীদের উপেক্ষা করে। এই অভিযোগে প্রোটেম স্পিকারকে অসহযোগিতার পরিকল্পনা করেন স্পিকার প্যানেলে থাকা ইন্ডিয়া জোটের ৩ সদস্য। এমনকি প্যানেল থেকে নাম প্রত্যাহার করার কথাও ভাবেন তাঁরা। আসলে ইন্ডিয়া জোটের দাবি ছিল, প্রোটেম স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পাওয়া উচিত কে সুরেশের। কারণ, কে সুরেশ আটবারের সাংসদ। আর রীতি অনুযায়ী সবচেয়ে প্রবীণ সাংসদই প্রোটেম স্পিকার হন। অথচ সুরেশকে উপেক্ষা করে ভর্তৃহরি মহতাবকে অস্থায়ী স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অসহযোগিতার পথে হাঁটবেন বিরোধীরা, এমনটাই জানা গিয়েছিল সূত্র মারফত। কিন্তু অধিবেশন শুরুর আগে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। প্যানেলে থাকা তিন সাংসদের সঙ্গে দেখা করে শপথে সাহায্য করতে আহ্বান জানান তিনি। তাতেই শেষ পর্যন্ত বরফ গলে। সোমবার কোনও প্রতিবাদ ছাড়াই শপথ নেন বিজেপি সাংসদ। এদিকে বিজেপির আশা ছিল রামমন্দিরকে সামনে রেখে হিন্দুত্বের আবেগ উস্কে এ বারও অযোধ্যায় জয় হাসিল করবে তাঁরা। কিন্তু সে গুড়ে বালি ঢেলে দিয়েছেন অবধেশ প্রসাদ। ফৈজাবাদ কেন্দ্রে এবার জয়ী হয়েছেন এই সপা প্রার্থী। সোমবার সেই সপা প্রার্থী অধবেশকে একেবারে সামনের সারিতে তুলে এনে তাঁর হাত ধরেই সংসদে মেগা এন্টি নিলেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন যা নজর কাড়ল গোটা দেশের।

যুবকের মৃত্যু

☛১ম পাতার পর-কাজে হাত লাগায়। উক্ত যুবক যখন নিজ ঘরে বিদ্যুতের কাজ করছিল, তখন পরিবারের লোকেরা অন্য ঘরে ছিল। হঠাৎই পরিবারের এক সদস্যের নজরে আসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আছে ইলন দেববর্মা। সাথে সাথে তাকে নিয়ে আসা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু শেষ। ইলন কে শেষ রক্ষা করতে পারল না পরিবারের লোকরা। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় ইলিন দেববর্মার পরিবারের লোকেদের আর্ত চিৎকারে ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। ছেলের এই মর্মান্তিক মৃত্যু কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না তার মা ও বাবা। জানা যায় দু বছর পূর্বে ইলিন দেববর্মার বিয়ে হয়। তার এক বছরের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে।পরবর্তী সময় খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করে পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেয়। পরিবারের সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। এদিকে সোমবার দুপুরে ইলিন এর মৃতদেহটি তার নিজ বাড়িতে পৌছলে গোটা গ্রামের মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। জানা যায় ইলন ইলেকট্রিকের কাজকর্ম কত এলাকাতে। এবার প্রশ্ন হল গত কিছুদিন আগে বিদ্যুৎ দপ্তরের এক কর্মী বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বেহেলা বাড়ি এলাকাতে মৃত্যুবরণ করে। সেই জায়গাতে সঠিক ট্রেনিং ছাড়া এলাকাতে বিদ্যুতের কাজ করতো। এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অনেকটাই ভাবিয়ে তুলেছে।

সহমতের ভিত্তিতে

☛ ১ম পাতার পর - করেন। এদিকে প্রথম দিনেহসক্রিয় বিরোধীরা। নয়া সংসদ ভবনে যখন একের পর এক বিজেপি সাংসদরা শপথ নিচ্ছেন। ঠিক তখনই সংসদ ভবন চত্বরে সংবিধান হাতে বিক্ষোভে সামিল বিরোধীরা। ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। তাতে সামিল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। সংবিধানকে রক্ষা করতেই তাঁদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন বলে মনে জানিয়েছেন বিরোধী দলের সাংসদরা। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। আরজেডি এবং সমাজবাদী পার্টির সাংসদরাও এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। সংবিধান হাতে নিয়ে সংবিধান রক্ষার দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচনেনিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ২৯২টি আসন পেলেও বিজেপি একক ভাবে পেয়েছে মাত্র ২৪০টি আসন। এ ছাড়া, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' পেয়েছে ২৩৩টি আসন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিজেপিকে সরকার গড়তে হয়েছে শরিক দলগুলির সাহায্যে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নতুন সরকারে কিছুটা 'নরমপন্থী' হতে বাধ্য হয়েছে গেরুয়া শিবির। সেই নমনীয়তার আভাস পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা শুরুর আগের ভাষণেও। জোট সরকারকে পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে বলে স্পষ্টই বার্তা দিলেন তিনি।

জেআরবিটি

☛ ১ম পাতার পর - আকর্ষন করেন। প্রায় চারবছর ধরে অপেক্ষা করে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে জেআরবিটি গ্রুপ ডি পদে চাকুরি প্রার্থীদের। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তাঁরা বিক্ষোভ, ধর্ণা প্রদর্শন করেছেন।

সম্পাদকীয়

ইহাতে দ্বিমত নাই

অশ্টাদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই কিন্তু দেশের বিরোধীদলগুলি শাসক দল তথা জোটকে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে যে ষোড়শ বা সপ্ত দশ লোকসভার মত বিরোধীরা দূর্বল নয়। বরং এইবারের নয়া সোকসভায় বিরোধী দলগুলিকে সমঝাইয়া চলিতে হইবে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে। বিজেপিরতো ২৪০ জন লোকসভার সাংসদ আছেন। বিরোধী দলগুলির আছে ২৩৭ জন সাংসদ। প্রথম দিনেই কিন্তু শাসক জোট ঠাহর করিতে পারিয়াছে অষ্টাদশ লোকসভার কাজকর্ম একেবারে নিজেদের ইচ্ছামত করা বাস্তবে অসম্ভব। লোকসভার অধিবেশন সঠিকভাবে পরিচালনা করিবার গুরু দায়িত্ব কিন্তু বর্তায় লোকসভার অধ্যক্ষের উপর। মাননীয় অধ্যক্ষ যিনিই হইবেন এইবার বুঝিতে পারিবেন শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ থাকিলে অবস্থা কতটা কঠিন হইয়া দাড়ায় সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে । লোকসভার অধিবেশন পরিচালনা করিতে হইলে অবশ্য দক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাংসদের প্রয়োজন। এখন পরিস্থিতি যে আকারধারন করিয়াছে ইহাতে শাসক জোটের সঙ্গে বিরোধী ইন্ডি জোটের সম্পর্ক সুমধুর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। দেশের দুইটি বিরোধী দল শাসিত রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীতো দূর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্ত হইয়া এখন জেলে জীবন কাটাইতেছেন। আরো কয়েকজনবিরোধী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একই অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তারা গ্রেপ্তার করিবেন কিনা জানা নাই। তবে গ্রেপ্তার করিতেই পারে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কি কোন দূর্নীতির অভিযোগ নাই। যতদিন বিজেপি ক্ষমতায় থাকিবে ততদিন এই ব্যাপারে কোন কিছুই হয়তো জানা যাইবে না। ক্ষমতায় না থাকিলেই অভিযোগ কিন্তু সামনে চলিয়া আসিবে। আমাদের রাজ্যেও কিন্তু একই অবস্থা চলিতেছে। যাহাই হোক না কেন, অষ্টাদশ লোকসভার সাধারণ অধিবেশনের প্রথম দিনেই লোকসভার বিথরে এবং বাহিরে যেভাবে আজ বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হইয়াছে তাহা বহু বছর বাদে শাসক দলের টনক নড়িতে বাধ্য করিয়াছে। এবং যথারীতি বাধ্য হইয়াইতো সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরন রিজিজু বলিয়াছেন বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত সহায়তা ব্যতিত লোকসভার অধিবেশন চালান সম্ভব নয়। আসলে শক্তিশালী বিরোধীদল থাকিলে শাসক দলের পক্ষে আইন সভায় তথা সংসদে ইচ্ছামত যাহা খুশি তাহা করা যায় না। দেশব্যাপী খবর হইয়া যায় সবকিছু । এই ব্যাপারে বিরোধী দলগুলি অবশ্য এক কাট্টা হইয়া আছে। অন্ততঃ অষ্টাদশ লোকসভার অধিবেশনের প্রথম দিনেতো তাহাই মনে হইয়াছে। আরে বিগত দশ বছরেতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার দেশবাসীর জন্য তেমন কিছুই করিতে পারে নাই। রামকে লইয়া আর যাহাই হোক না কেন গরীব জনগনের উদর পূর্তি হয় না। কর্ম সংস্থানের বিষয়টি লইয়াতো শুধুই বড় বড় গল্প গাঁথা ব্যতিত কিছুই হয় নাই! এহেন অবস্থায় তৃতীয়বারের মত বিজেপি নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসিলেও এই ক্ষমতায় বিজেপির পক্ষে আশীর্বাদ না অভিসাপের মত হইয়া আছে তাহা বুঝা মুস্কিল নয়। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে কিন্তু এখন আর আগের মত জনসমর্থন পাওয়া অসম্ভব। এখনো দেশে এনডিএ জোটের চাইতে 'ইন্ডি' জোটের তথা বিরোধী দলগুলি ভোট বেশী।

অষ্টাদশ লোকসভার সাধারণ অধিবেশনের প্রথম দিনেই যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহাতে চিত্র প্রায় স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আগামী পাঁচ বছর এনডিএ জোটের পক্ষে শুধু লোকসভাতেই নয়, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষ পদে দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে। এখন পুরাটাই নির্ভর করিতেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরেই। সরকারের গরিষ্ঠতা থাকিলেও এই গরিষ্ঠতা কিন্তু অনিশ্চিত। যেকোন দিন, যেকোন সময় এহেন গরিষ্ঠতা চূরমার হইয়া যাইতে পারে। বিরোধী দলগুলিও কিন্তু এখন প্রস্তুত হইতেছে। তাড়াহুড়া একদম না করিয়া যেভাবে বিরোধীদলগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা অবশ্যই বিরোধী 'ইন্ডি' জোটের পক্ষে শুভবার্তাই বহন করিয়া আনিবে। আজ অনেক হইয়াছে। টানা দশবছর ক্ষমতায় থাকিবার পর টানা পনের বছর ক্ষমতায় থাকিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত হইলেও সব কিছু ঠিকঠাক্ মত চলিতে থাকিলে আরো একদেড় বছর পর হইতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অনেকটা জন সমর্থন কমিয়া যাইতে বাধ্য। আজ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের প্রধান শরিক ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অবশ্যই উপলব্ধি করিতেছেন বিরোধীদল শক্তিশালী হইলে কি হইতে পারে। এখন কিন্তু বিরোধী দলগুলিকে আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা ৫০ বছর আগের সেই ২৫শে জুনের কালো দিনের কথা বলিয়া জনগণের জন সমর্থন আদায় করা বাস্তবে সম্ভব হইবে না। বিগত দশ বছরের কৃতকর্মের ফল বিজেপি পাইলেও একক বৃহত্তম দল হিসাবে যে বিজেপি এখনো একাই প্রকাশ্য ইহাতে দ্বিমত নাই ।

অমৃতকথা

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্মসমাজ

আমাদের পুজনীয় আচার্য ব্রহ্মানন্দ যখন বেলঘরিয়া উদ্যানে নির্জ্জন সাধন ভজন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমরা অনেকেই পরমহংসদেবের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। আমাকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামকৃষ্ণ কথামৃত নামে একখানি পুস্তক ও তাঁহার অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁহার আধ্যাত্মিক ধর্মের অনেক কথা সাধারণের নিকট নহে। তবে আমার সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা সাধারণের পক্ষে অমূল্য জিনিস মনে করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। রামকৃষ্ণদেব এক অসাধারণ ব্রহ্মশক্তি অন্তরে ধারণ করিয়া বর্ধমানের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়া ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। অতীতের পল্লীগ্রামস্থ ছেলেরা যতটুকু লেখাপড়া শিক্ষা করিত, তাহাও অতি সামান্যই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা রানী রাসমনির দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীর পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি ঠাকুর পূজার্চনা করিবার জন্য আসিলেন। পার্থিব সুখ ঐশ্বর্যের উপর তাঁহার বাল্যকালে অনাস্থা ছিল। প্রথম হইতেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বান্দা ভাবেন এক প্রকার আর খোদা করেন অন্য প্রকার। তাঁহার পিতার বুদ্ধি কৌশল ভগবান একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ পূর্বক তাঁহাকে আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া মানবের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুর পুজার্চনারূপ বাহ্যিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া নিজে নির্জন সাধন-ভজনে নিযুক্ত হইলেন।

যখন ব্রহ্মানন্দ শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ নামে একজন ভক্ত সাধু অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বেলঘরিয়ার উদ্যানে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং পরস্পরের মুগ্ধ হইয়া উভয়ে একটি আধ্যাত্মিক যোগে আবদ্ধ হইলেন। আমার বোধহয় কেশবচন্দ্রই তাঁহাকে পরমহংস উপাধিতে ভূষিত করিয়া ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং অন্যান্য সাধুচরিত্রের লোক সকল তাহাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহর্ষিদেব ও আদি সমাজ দর্শন করিয়া পরমহংসদেব বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে সাধারঁ ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং নরেন দত্ত, যিনি পরে বিবেকানন্দ নামে অভিহিত হইয়া সকল নরনারীর পুজনীয় ও আদৃত হইয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানি না। রামকৃষ্ণদেব বড়ই শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন স্ত্রী কি পুরুষ, যিনি একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিতেন, তিনি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না। আমি অনেক বৎসর তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া অনেক ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কখন কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা কি কুৎসা করিতে শনি নাই।

মোদির চ্যালেঞ্জ এখন ত্রিমুখী !

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভার শেষ দিকে দপ্তরবিহীণ মন্ত্রী ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। নেহরু তাঁকে একবার অসমে পাঠাতে চাইলেন। সফরের সবকিছু বুঝে নিয়ে শাস্ত্রী নেহরুর রুম থেকে বেরিয়ে আলেন। নেহরুর হঠাৎ খেয়াল বল, অসমে তো এখন হাড় কাঁপানো শীত। শাস্ত্রীর তো কোনও কোটও নেই। ফের ডেকে পাঠালেন শাস্ত্রীকে। বললেন, তুমি যে অসমে যাবে, তোমার কি কোট আছে? শাস্ত্রী আমতা-আমতা করায় নেহরুর কাছে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার । নেহরু তাঁকে নিজের কোটটা দিয়ে বললেন, এটা নিয়ে যাও। অসমে প্রয়োজন হবে। দীর্ঘদেহী নেহরুর কোট লালবাহাদুর শাস্ত্রীর গায়ে খুব বেমানান লাগছিল, কিন্তু তাছাড়া তো কোনও উপায়ও নেই। এই লালবাহাদুরশাস্ত্রী হয়েছিলেন দেশের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী ।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন নরেন্দ্র মোদিও। কিন্তু আজকের নরেন্দ্র মোদির বেশভুষা দেখে তা বোঝর উপায় নেই। ট্রয় কস্তা নামে যে বিখাত ফ্যাড়ন ডিজাইনার মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রির তারকাদের পোশাক তৈরি করেন, নরেন্দ্র মোদির পোশাকও তিনিই তৈরি করেন। রোমে গেলে রোমান সাজা'র নীতিকে মাথায় রেখে মোদির বেশভুষাও বদলায় প্রতিটি সফরে। প্রতিটি মুহূর্তে। যদিও রাজনীতির কারবারিরা বলেন, মোদি পোশাক নিয়েও রাজনীতি করেন। আর তাতে তাঁর গোটা শরীর থেকে ফুটে বেরয় অহংকারে দগদগে চিহ্ন। হয়তো নিজের অতীত ভুলে গিয়েছেন। বোঝাই যায় না একসময় তিনি নাকি চা বিক্রি করেছেন। বেড়ে উঠেছেন গরিব পরিবারের যন্ত্রণার মাঝেই।

এমন টুকরো টুকরো পরিবর্তনের পরিণতিতেই মোদির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের আরএসএস দূরত্ব বেড়েছে। ভোট চলাকালীন বিজেপি সভাপতি জগৎ প্রতাপ জেপি নাড্ডা সঙ্ঘ সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন । তিনি বলেছিলেন, বিজেপি যত দিন সক্ষম ছিল না, তত দিন তাদের সঙ্ঘ সাহচর্য প্রয়োজন ছিল। এখন বিজেপি সক্ষম হয়েছে। নিজের ভালোমন্দ নিজেরাই বুঝতে শিখেছে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে শিখেছে। এখন আর প্রতি পদে সঙ্ঘের প্রয়োজন নেই। কেন নাড্ডা হঠাৎ ওই মন্তব্য করেছিলেন তা এক বিস্ময় । তখন থকেই শোনা যাচ্ছিল, এবারের ভোটে সঙ্ঘ বিজেপি প্রার্থীদের জেতাতে সেভাবে সক্রিয় হয়নি নরেন্দ্র মোদির কর্তৃত্ববাদী আচরণ তাদের পছন্দ নয়। যে ভাবে সঙ্গের আদর্শবিরোধীদের মোদি দলে টেনেছেন, নির্বাচনে প্রার্থী করেছেন, তা তাদের অনুমোদন পায়নি। নির্বাচনী প্রচার পর্বে যে গুঞ্জন পল্লবিত হয়েছিস, তা য নিছক গুজব ছিল না, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। সরকার গঠনের পরদিন এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, প্রকৃত সেবকের অহংকারী হওয়া সাজে না। মর্যাদা রক্ষা করে তাঁকে চলতে হয়। নির্বাচনী প্রচারে সেই মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। সেই সঙ্গে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, সরকারকে স্থিতিশীল করতে গেলে মোদিকে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। ঐকমত্যের উপর জোর দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদি বারবার নিজেকে প্রধান সেবক বলে জাহির করতেন। সেই সেবকের প্রকৃত সংজ্ঞা কী, ভাগবত তাঁর ভাষণে তা ব্যাখ্যা। করেছেন। বলেছেন, যিনি বাস্তবিকই সেবক, যাঁকে সত্যি সত্যিই সেবক বলা যায়, তিনি সব সময় মর্যাদা রক্ষা করে চলেন। যিনি সেই মর্যাদা পালন করে চলতে পারেন, তিনিই কর্মবীর। কিন্তু তাঁকে কাজের মোহগ্রস্থ হলে চলবে না। কাজ করার পর যেন তাঁর অহংকার না আসে। যেন না বলেন, আমিই এই কাজ করেছি। অহংকার যাঁকে গ্রাস করে না, তিনিই প্রকৃত সেবক।

গত ১০ বছর সরকার পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইচ্ছাই ছিল শেষকথা। সঙ্ঘের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রাধান্য পায়নি। মোদি নিজেকে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড় ভেবেছিলেন, নিজেকে লার্জার দ্যান লাইফ মনে করছিলেন, আচার-আচরনে তার প্রতিফলন ঘটাচ্ছিলেন, সঙ্ঘের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনও বোধ করছিলেন না। এমনকী নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত পরমাত্মার অংস বলেও জাহির করে ফেলেছেন। তবু সঙ্ঘ তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে যায়নি। প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি। এখন বাস্তবের মাটিতে যখন মোদি আছড়ে পড়েছেন, তখন সঙ্ঘও তার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখাগরিষ্ঠতা হারানো মোদির বিজেপিতে এবার সঙ্ঘের প্রভাব বাড়বে কি না, সেটাই এই মুহূর্তের জল্পনা। আর সেই জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছে, সঙ্ঘের মুখপত্র অর্গানাইজার। সেখানে এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিজেপির নেতা-কর্মীরা মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা উড়ছিলেন। এই ভোট তাঁদের আবার জমিতে ফিরিয়ে এনেছে।

অর্গানাইজার-এ সঙ্গের অন্যতম সদস্য রতন সারদা এক নিবন্ধে লিখেছেন, এটা ঠিক যে আরএসএস কখনওই বিজেপির পদাতিক বাহিনী নয়। কিন্তু বিজেপির নেতা-কর্মীরা ভোটের কাজে সাহায্যের জন্য এবার স্বয়ং সেবকদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেননি। তাঁরা মোদিজির গৌরবে উদ্ভাসিত ছিলেন। জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, মোদিই জিতিয়ে দেবেন। এই নির্বাচনের ফল আসলে বাস্তব পরিস্থিতি। বিজেপির বহু নেতা-কর্মী অতিমাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে ৪০০ পার-এর স্লোগানের লক্ষ্য ছিলেন তাঁরা। মোদি চেয়েছিলেন তাঁদের উজ্জীবিত করতে। সে জন্যই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বিরোধীদের ভয় দেখাতেও চেয়েছিলেন। অথচ নেতা-কর্মীরা নিজেদের বলয়ে আবদ্ধ থাকলেন। মোদির ছটায় নিজেদের ভাসিয়ে দিলেন। জোট প্রসঙ্গে রতন সারদা লিখেছেন, অজিতদের ভেড়ানোয় বিজেপির কর্মীদের মনোবল নষ্ট হয়েছে। কারণ, তাঁরা এত বছর ধরে কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছেন। অজিত পাওয়ারকে দলে টেনে বিজেপি তার ব্র্যান্ড ভ্যালু নষ্ট করেছে। এরকম ২৫ শতাংশ দলবদলু প্রার্থীকে এবার প্রার্থী করেছিল বিজেপি।

অজিত পাওয়ারের এনসিপির হাল এবার সবচেয়ে খারাপ। মাত্র একটি আসনে জিতে তাঁর দলকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সেই তুলনায় সিন্ধের অনুগামী সেনাদের হাল খানিকটা ভালো। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধের দলের কাছে রয়েছেন সাত সংসদ সদস্য। দুই দলকে একজন করে স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর বেশি বরাদ্ধ করেননি মোদি সিন্ধে রাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাদ্দ গ্রহণ করেছেন নিমরাজি হয়ে, অজিতের সঙ্গী প্রফুল্ল প্যাটেল প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রে পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পর কম পদমর্যাদার কিছু গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সিন্ধেও পাওয়ার, দুই নেতাই জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকতেন। সিন্ধে তো সরাসরিই প্রশ্ন তুলেছেন, বিহারের হাম নেতা জিতেন রাম মাঝি একটি আসন পেয়ে যদি পুর্ণ মন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে সাতটি আসন জিতে তাঁর দল কেন সেই সম্মান পাবে না? মোদির চিন্তা হওয়রই কথা। কারণ, মহারাষ্ট্রের রাজনীতির অলিন্দের খবর, সিন্ধের অনুগামীদের কেউ কেউ উদ্ধব থাকরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। অজিত পাওয়ার আবার সরাসরি কাকা শারদ পাওয়ারের গুণগান করে বলেছেন, এনসিপিকে একা হাতে তিনিই গড়ে তুলেছেন। এসব নেতার পাশাপাশি বেসুরো গাইছেন চন্দ্রবাবু নাইডুও। তাঁর প্রাথমিক চাহিদা ছিল তিন পুর্ণ ও এক রাষ্ট্রমন্ত্রী। সে জায়গায় এক পুর্ণ ও এক রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। পুর্ণ মন্ত্রী হিসেবে অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য তাঁরই অনুগত কে রামমোহন নাইড়ু। কিন্তু এত অল্পে চন্দ্রবাবু কি সন্তুষ্ট হবেন? ফলে জোট রাজনীতি নিয়ে মোদিরও চিন্তা বাড়ছে।

ভোটের ফল প্রকাশের পর মোদি বেশ কিছুটা কোণঠাসা। ৩০৩ থেকে ২৪০টি আসনে নেমে আসা তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়। কারণ, গোটা নির্বাচনে তিনিই ছিলেন শাসক জোটের একমাত্র মুখ। প্রতিটি আসনেই তিনিই ছিলেন প্রার্থী। জনসভায় নিজেই বারবার সে কথা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেই অর্থে এবারের ভোট ছিল মোদির পক্ষে বিপক্ষের গণভোট । মোদি সরকার গঠন করলেও নিশ্চিতভাবেই জনতার সেই রায় তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে। সেখানে থেকে নিজেকে তিনি টেনে তুলতে পরলে আবার স্বমহিমায় ফিরতে পারেন। এই বছরই সেই পরীক্ষায় তাঁকে বসতে হবে। পরীক্ষা কিন্তু বেশ কঠিন । প্রথম পরীক্ষা, বিজেপির সভাপতি নির্বাচন। নতুন সভাপতি বাছাইয়ের সময় সঙ্ঘ চাইবে এমন একজনকে, যাঁর সঙ্গে সঙ্ঘের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। যিনি ভবিষ্যতে অন্তত নরেন্দ্র মোদির অন্ধ অনুগামী হবেন না। দ্বিতীয় পরীক্ষা, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। চলতি বছর হওয়ার আগেই বিধানসভা ভোট। চলতি বছর শেষ হওয়ার অগেই হতে চলেছে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড ও জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ভোট। পরের বছর ভাট দিল্লিতে।

এসব রাজ্যের মধ্যে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিজেপি ক্ষমতায়। দুই রাজ্যেই লোকসভা ভোটে বিরোধীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে ৪৮ আসনের মধ্যে বিরোধীরা দখল করেছে ৩০টি হরিয়ানায় ১০টির মধ্যে ৫টি। এই দুই রাজ্যে বিজেপি হারলে মোদির উপর চাপ আরও বাড়বে। বিরোধীরাও সরকারকে ব্যতিব্যস্থ করে তুলবে।

মোদি নিশ্চিত জানেন, তাঁর চ্যালেঞ্জ এখন ত্রিমুখী. বিরোধী পক্ষ, সঙ্গ পরিবার ও জোট রাজনীতি।

এক রোপণে পাঁচ ফলনের ধান উদ্ভাবন বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর

জাকির হোসেন, ঢাকা : সাধারণত একবার রোপণে ধান গাছে একবার ফলন হয়। কিন্তু ফলন শেষ হওয়ার পর একটি ধান গাছ পুরোপুরি না কেটে একই গাছে বিভিন্ন মৌসুমে আরও চার রকমের ধান কীভাবে উৎপাদন সম্ভব, তা আবিষ্কার করেছেন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী। তিনি এ আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন 'পঞ্চব্রীহি'। ড. আবেদ চৌধুরী মানুষ পত্রিকাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, এই নতুন ধান চাষ পদ্ধতি সারা দেশের কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে আগামী ৫০ বছরের জন্য গোটা জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তিনি জানান, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী মৌলভীবাজার জেলার হাজীপুর এলাকার কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে গবেষণা করেছেন। কোনো রাসায়নিক ছাড়াই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার প্রজাতির ধানের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি পাঁচ রকমের ধান গাছ আবিষ্কার করেছেন। যা চাষের জন্য নতুন করে পাঁচ রকমের ধানের চারা রোপণ করতে হবে না। এতে কৃষকের সময় যেমন বাঁচবে, তেমনি সাশ্রয় হবে অর্থ, বাড়বে উৎপাদন।

একই সঙ্গে এক জমিতে একবার চারা রোপণ করে বোরো, আউশ, আমনসহ বিভিন্ন মেয়াদে পাঁচ রকমের ধান উৎপাদন করা যাবে। ফলে দূর হবে দেশের খাদ্য সংকট। ড. আবেদ চৌধুরী আরও বলেন, 'আমার এ আবিষ্কারের গবেষণাগার হলো মৌলভীবাজার জেলার সীমান্তবর্তী কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রাম, যে গ্রামে আমি বড় হয়েছি। সেখানে আমার গবেষণার সহযোগী ছিলেন সেসব নিরক্ষর কৃষক যাদের গায়ে লেগে থাকে বাংলার জল-কাদার গন্ধ। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ের গবেষণায় দিনরাত আমাকে সহযোগিতা করেছেন। এসব নিরক্ষর, সরলপ্রাণ, দেশপ্রেমিক কৃষককে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বকে উপহার দিতে চাই উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমার আবিষ্কারকে ব্যবহার করতে চাই না। আমি চাই এ আবিষ্কার দেশের মানুষের জীবনমান বদলে দিক। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক সকল মানুষের জন্য।'

দীর্ঘদিন ধরেই ধান নিয়ে কাজ করছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী জিন বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী। সেই গবেষণার ফসল হিসেবে বোরো জাতের নতুন ধান গাছ উদ্ভাবন করে চমক সৃষ্টি করেছেন তিনি। এখন তিনি কাজ করছেন বছরে ছয়বার ফসল পাওয়া নিয়ে। গত বছরের জানুয়ারি থেকে অস্ট্রেলিয়া হাইকমিশনের অর্থায়নে বিডিওএসএন-এর তত্ত্বাবধানে এক বছর মেয়াদি (আইভিইএমআরভিএম) প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ধানের এ জাতের চাষ করা হয়েছে। পরে ধানের এ বীজ কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা।

২০১০ সালে প্রথম তার নিজ উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামে ২৫ বর্গমিটার জমিতে ২০টি ধানের জাত নিয়ে গবেষণা শুরু করেন আবেদ চৌধুরী। তিন বছরে ২০টি ধানের জাত নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় নির্দিষ্ট ধরনের এ জাত একই গাছে পাঁচবার ফলন দিতে সক্ষম। স্থানীয় জাতের ধানের সঙ্গে উন্নতমানের ধানের বীজ সংকরায়ণ করে এই উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত পাওয়া যায়। নতুন পঞ্চব্রীহি ধানের জাত বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এখন ছড়িয়ে দেওয়ার উপযোগী হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবেদ চৌধুরী। এ জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। এ ধান তিন গুণ কম খরচে উৎপাদন করা যাবে বলে জানান এ বিজ্ঞানী। পঞ্চব্রীহি ধান চাষে প্রথমবার ১১০ দিন পর ফলন আসে। পরের ফলন আসে ৪৫ দিন পর পর। একবার বোরো, দুবার আউশ ও দুবার আমন ধানের ফলন পাওয়া যাবে। পঞ্চব্রীহি ধান প্রথমবার হেক্টরপ্রতি উৎপাদন হয় ৪ টন। ধানের চারা প্রতি ৪ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়। আবেদ চৌধুরী জানান, ঋতুনির্ভরতা ধানের হাজার বছরের চরিত্র। পঞ্চব্রীহি ধানকে ঋতুনির্ভরতা থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছি। এ ধান পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া এটি উৎপাদনে কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ড. আবেদ চৌধুরী একদল অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীর সঙ্গে ফিস (ইনডিপেনডেন্ট সিড) জিন আবিষ্কার করেন। তিনি লাল রঙের চাল ও রঙিন ভুট্টাও উদ্ভাবন করেছেন।

বিধানসভা ভোটে আরও বেশি আসনে লড়তে চায় এনসিপি

লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রের দশটি আসনে লড়ে শরদ পওয়ারের এনসিপি জিতেছে ৮টিতে। আর প্রতিরক্ষ অজিত পওয়ারের এনসিপি চারটিতে লড়ে পেয়েছে মাত্র একটি আসন। লোকসভার ফলাফল ঘোষণার পর অজিত শিবিরের বিধায়কদের ভিতরেও দল ছাড়ার প্রবণতা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে অজিত শিবির ও মহারাষ্ট্রে তাঁর নিজের জোট শরিকদের বার্তা দিলেন শরদ পওয়ার। জানিয়ে দিলেন, রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা ভোটে এ বার আরও বেশি আসনে লড়তে চাইছে তাঁর দল।

গত কাল পর পর দু'টি বৈঠকে দলের নেতাদের সামনে পওয়ার যা বলেছেন, তাতে স্পষ্ট, লোকসভা ভোটে নতুন করে শক্তি যে শক্তি সঞ্চয় করেছে তাঁর দল, তার লাভ বিধানসভা ভোটে তুলে নিতে চান তিনি। পুণে জেলায় দলের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে শরদ জানিয়েছেন, নিজেদের জোট এমভিএ-র সাফল্যের কথা ভেবে লোকসভা ভোটে কম আসনে লড়তে রাজি হয়েছিলেন তিনি। তবে বিধানসভায় পরিস্থিতি আলাদা হবে। এরপর দলের বিধায়ক ও নবনির্বাচিত সাংসদদের সঙ্গেও বিধানসভা ভোটের রণনীতি নিয়ে আলোচনা করেন শরদ।

পুণের প্রথম বৈঠকটিতে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি (শরদ পওয়ার)-এর নেতা প্রশান্ত জগতাপ। তিনি পুণের শহরাঞ্চলে দলের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর কথায়, শরদ পওয়ার বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট যাতে অটুট থাকে, সে জন্য লোকসভা ভোটে কম আসনে লড়েছিল এনসিপি। কিন্তু বিধানসভায় ব্যাপারটা অন্যরকম হবে।

দলীয় সূত্রের খবর, পুণে, বারামতী, মাভাল, শিরুর লোকসভার অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন শরদ। দ্বিতীয় বৈঠকে উপস্থিত এক নেতা জানান, সাংসদ ও বিধায়কদের বিধানসভা ভোটের জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন শরদ।

এনসিপি (শরদ পওয়ার)-র মহারাষ্ট্র শাখার প্রধান জয়ন্ত পাটিল অবশ্য সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটে ঠিক কতগুলি আসনে তাঁদের দল লড়তে চাইছে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই এমভিএ-র ভিতরে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন তাঁরা। পাশাপাশি, জোটের ভিতরে সমন্বয়ের বার্তা দিতে শরদের দলের আর এক নেতা অনিল দেশমুখ বলেন, "এমভিএ-র ভিতরে বড় দাদা কিংবা ছোট ভাই কেউ নেই। সেখানে সকলেই সমান।" তবে মহারাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মনে করছেন, বিধানসভায় বেশি আসনে লড়ার বিষয়টি উস্কে দিয়ে আসলে দু'টি পক্ষকে বার্তা দিতে চেয়েছেন পওয়ার। প্রথমত, অজিত পওয়ারের শিবিরে থাকা বিধায়কদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, লোকসভার পর বিধানসভা ভোটেও নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। ফলে এই পরিস্থিতিতে শিবির বদলের বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাশাপাশি, উদ্ধব ঠাকরের দল এবং কংগ্রেসকেও পওয়ার নিজের শক্তিবোঝাতে চেয়েছেন। তাৎপর্য্যের বিষয় হল, লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রের যে আসনটির দিকে সকলেরই নজর ছিল, সেই বারামতীতে শরদ পওয়ার নিজের মেয়ে সুপ্রিয়া সুলের জয় নিশ্চিত করিয়েছেন ঠিকই। তবে বারামতী বিধানসভা আসনটিতে এখনও প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁর ভাইপো ও প্রতিদ্বন্দ্বী অজিত পওয়ার। আসন্ন বিধানসভা ভোটে সেই আসনটিতে কী হবে, তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তুঙ্গে। জয়ন্ত পাটিল সাংবাদিকদের বলেছেন, "বারামতী বিধানসভা আসনটিতে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে শরদ পওয়ারইসিদ্ধান্ত নেবেন।"

অর্থেই অনর্থ, সরকারকেই দুষছে কেরলের সিপিএম

কলকাতা : ২৪ জুন ২০২৪।। একমাত্র বাম-শাসিত রাজ্য কেরলে এ বারও ২০টি লোকসভা আসনের মধ্যে একটিতে জয়ী হয়েছে সিপিএম। সেই ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের মতোই। আর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফের ভোট কমেছে প্রায় ১০। কেরল থেকে এ বার প্রত্যাশা বেশি ছিল বলেই এই ফল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিএমের পলিটব্যুরো। তার পরে দলের কেরল রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও রাজ্য কমিটির টানা বৈঠকে এই ভরাডুবি নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্য সিপিএমের প্রাথমিক রিপোর্টে অর্থনৈতিক কারণকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-সহ বেশ কিছু অংশের মানুষের পেনশন এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সেখানে কিছু দিন ধরেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। জনকল্যাণমূলক কিছু প্রকল্প ঘোষণা হলেও তার কাজ এগোয়নি। কেরলে রাজ্য সরকারের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতায় বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রশ্নেই ভোটের আগে দিল্লিতে ধর্না দিতে গিয়েছিলেন বিজয়নেরা। কেন্দ্রের 'অসহযোগিতা'য় রাজ্যকে ভুগতে হচ্ছে, এই প্রচারেও ভোটে কাজ হয়নি। স্বল্পবিত্ত মানুষের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা মিটিয়ে দিতে বাম সরকার কেন অগ্রাধিকার দেয়নি, সিপিএমের রাজ্য কমিটিতেও এই প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক নেতা। বৈঠকে হাজির থেকে অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রবল সমালোচনা শুনে অর্থমন্ত্রী বালগোপালের মনে হয়েছে, দলের নেতাদেরই তাঁর উপরে আস্থা নেই! সিপিএম সূত্রের খবর, তিনি ইস্তফা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন ও দলের রাজ্য সম্পাদক এম ভি গোবিন্দন তাঁকে নিরস্ত করেছেন। কেরলে বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে আরও আলোচনা হবে আগামী ২৮-৩০ জুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে। আর এরই মধ্যে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রাকবাজেট আলোচনায় গিয়ে বালগোপাল কেন্দ্রীয় বাজেটে কেরলের জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজের দাবি জানিয়ে রেখেছেন। সরকারি কাজের সমালোচনার পাশাপাশিই কেরল রাজ্য কমিটির আলোচনায় উঠে এসেছে, এজাভা সম্প্রদায় এবং অনগ্রসর অংশের সমর্থনের একটা ভাগ বিজেপির দিকে চলে গিয়েছে। যা চিরাচরিত ভাবে বামেদের দিকে থাকতো। তারই পাশাপাশি খ্রিস্টান ভোটের একাংশ পেয়েছে বিজেপি। রাজ্যে তারা আসন পেয়েছে, ভোট বাড়িয়েছে। বিজেপির এই 'অনুপ্রবেশ'কে গভীর চিন্তার কারণ বলে মনে করছে সিপিএম। আবার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়ার প্রশ্নে কংগ্রেসের উপরে বেশি বিশ্বাস রাখায় মুসলিম ভোটের বড় অংশ রাহুল গান্ধীর দলের দিকে গিয়েছে। দু'দিক থেকেই ক্ষতি হয়েছে বামেদের। সিপিএমের অন্দরে মাথা তুলেছে অন্তর্ঘাতের অভিযোগও। কান্নুরের এক নামী নেতা দলে অভিযোগ করেছেন, কে কে শৈলজা ভবিষ্যতে মুখ্যমন্ত্রী-পদে 'মুখ' হতে পারেন বলেই ভাডাকারা আসনে তাঁকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে! তবে এ সব কিছুর পরেও প্রকাশ্যে বিজয়নেরই পাশে থাকছে দল। কেরল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক গোবিন্দনের বক্তব্য, "মূল বিষয়টা হল, সরকার ও মানুষের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সেটা দ্রুত মেটাতে হবে। জনকল্যাণের প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বুথ স্তর থেকে জনসংযোগ বাড়াতে হবে।"

সিকিমে ১৫০ ফুট লম্বা ফুটব্রিজ তৈরি ভারতীয় সেনার

ভারী বৃষ্টির ফলে সিকিমে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তিস্তা নদী। অবিরাম বৃষ্টির জেরে কোথাও ভেসে গিয়েছে রাস্তা, কোথাও বা ভেঙে গিয়েছে ব্রিজ। উত্তর সিকিমে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। চলছে উদ্ধারকাজ। নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন উত্তর সিকিমের স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তর সিকিমের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য ভারতীয় সেনার ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করলেন ১৫০ ফুট লম্বা ফুটব্রিজ। তিস্তা নদীর ওপরেই তৈরি করা হয়েছে এই ফুটব্রিজ। অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়া এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের অতুলনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। আটচল্লিশ ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে ব্রিজ তৈরির কাজ। এই ব্রিজের মাধ্যমে সেনার তরফে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সরবরাহ করা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলিতে। পারাপার করছেন গ্রামের বাসিন্দারাও। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

জনগণনাই শাহের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি : ২৪ জুন ২০২৪।। গান্ধীনগরের সাংসদ অমিত শাহের কাছে এই মুহূর্তে যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে তার মধ্যে প্রশাসনিক দিক থেকে সম্ভবত ধারে ও ভারে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল জনগণনার কাজ শেষ করা। প্রায় পাঁচ বছর ধরে আটকে রয়েছে জনগণনার কাজ। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে (সিএএ) নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ সদ্য শুরু হলেও, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র কাজ কার্যত বিশ বাঁও জলে। সব মিলিয়ে আগামী দিনে একাধিক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন অমিত শাহ। গান্ধীনগরের সাংসদ অমিত শাহের কাছে এই মুহূর্তে যে চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে তার মধ্যে প্রশাসনিক দিক থেকে সম্ভবত ধারে ও ভারে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল জনগণনার কাজ শেষ করা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ওই কাজ শুরু হলেও করোনা সংক্রমণের কারণে তা থমকে যায়। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। দেশের সর্বস্তরে জনগণনা করার দাবি উঠেছে। ওয়াকিবহাল শিবিরের বক্তব্য, দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বুঝতে, দেশের মানুষের জন্য ভবিষ্যৎমুখী সামাজিক পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করার প্রশ্নে অন্যতম হাতিয়ার হল জনগণনার তথ্য। অথচ, দেশের সরকারের কাছে গত দেড় দশক ধরে কোনও তথ্য নেই। লোকসভার আগে হওয়া অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকার জনগণনার জন্য ১২৭৭.৮০ কোটি ধার্য করেছিল। যদিও প্রয়োজন ১২ হাজার কোটি টাকা। সূত্রের মতে, চলতি অর্থবর্ষেই (২০২৪-২৫) প্রথমবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে হওয়া জনগণনার কাজ সম্ভবত এ বছরেই শুরু হয়ে যাবে। যার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে প্রায় তিন লক্ষ কর্মীকে। কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশও দ্রুত জনগণনার কাজ শুরু করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন সরকারকে। তাঁর কথায়,"আদমসুমারির মতো বিষয়টির সঙ্গে জড়িত রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়া ও সংসদীয় কেন্দ্রগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাসের মতো কাজও।" জনগণনার কাজে অর্থ বা কর্মীর জোগানের মতো সমস্যাগুলি সে ভাবে অন্তরায় না হলেও, রাজনীতির অনেকের মতে আদমসুমারির কাজ যেই ঘোষণা হবে তেমনি দাবি উঠবে জাতিগত সমীক্ষার। বিশেষ করে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা যে ওই দাবি তুলে সরব হবেন তা এখন থেকেই স্পষ্ট। বাড়তি সমস্যা হল, শরিক নির্ভর বর্তমান মোদী সরকারের অন্যতম জোট সঙ্গী নীতীশ কুমার ইতিমধ্যেই নিজের রাজ্য বিহারে জাতিগত সমীক্ষার কাজ সেরে রেখেছেন। তিনি চান দেশ জুড়ে ওই সমীক্ষা হোক। বিজেপি নেতৃত্ব খুব ভাল করেই জানেন ওই সমীক্ষা হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে দেশে ওবিসিরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। সেই মতো সরকারি শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বাড়তি সংরক্ষণের দাবি করে সরব হবে ওবিসি সমাজ। সেই দাবি মেনে নিলে উচ্চবর্ণের ভোট ব্যাঙ্কের ক্ষুব্ধ হওয়ার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। যারা বিজেপির মূল ভোটার বলেই পরিচিত। অন্য দিকে জাতিগত সমীক্ষা না হলে ওবিসি ভোটার কংগ্রেস তথা বিরোধী ছাতার তলায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আগামী দিনে জাতিগত সমীক্ষার প্রশ্নে অমিত শাহ ও তাঁর দল কোন পথে হাঁটেন তা এখন দেখার। প্রায় পাঁচ বছর অপেক্ষার পরে সদ্য সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে (সিএএ) বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মুসলিম ভিন্ন অন্য ছয় ধর্মালম্বীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ শুরু করেছে কেন্দ্র। ওই আইন প্রণয়নের লক্ষ্যই ছিল প্রতিবেশী তিন দেশ পালিয়ে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন ও পার্সি শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা। যাতে ভবিষ্যতে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি হলে ওই শরণার্থীদের সমস্যায় না পড়তে হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকারের এনআরসি করার লক্ষ্যই ছিল মুসলিমদের নিশানা করে তাঁদের অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দিয়ে শরণার্থী শিবিরে পাঠানো। কিন্তু লোকসভার ফলে এই সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় ওই এনআরসি আগামী দিনে আদৌও হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিজেপিতে। রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতা বলেন, "আগামী দিনে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ হয়তো চালু থাকবে। কিন্তু যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ওই নাগরিকত্ব প্রদান করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল তা যতক্ষণ এনআরসি করা না হবে ততদিন কোনও লাভ পাওয়া যাবে না।" ওই নেতার আক্ষেপ, "বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়াই এনআরসি রূপায়ণের প্রশ্নে মূলত বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। আশঙ্কা এনআরসি শুরুর ঘোষণা হলে ওই নীতি মুসলিম বিরোধী বলে সমর্থন তুলে নিতে পারেন শরিকেরা।" এ কথা ঠিক চলতি নির্বাচনী ইস্তাহারে এনআরসি নিয়ে একটি শব্দ খরচ করেননি বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু অমিত শাহের কথা মতো সময়-সারণি ধরে এগোতে গেলে সিএএ-এর পরে এনআরসি হওয়ার কথা। কিন্তু শরিকি কাঁটার কারণে সেই এনআরসি চালুর ঘোষণা করার ঝুঁকি কি নিতে পারবেন অমিত শাহ, সেটাই এখন দেখার।

জনজাতি নেতার ডিএনএ পরীক্ষা চেয়ে বিতর্কে মন্ত্রী

জয়পুর : ২৪ জুন ২০২৪।। শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব কংগ্রেসও। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিংহ দোতাসারা বলেছেন, "শিক্ষামন্ত্রী মানসিক ভাবে অসুস্থ। ওঁর মন্তব্য ওঁর মানসিক সুস্থিতির অভাবকেই প্রকাশ করছে।" জনজাতি সম্প্রদায়ের সাংসদ নিজেকে হিন্দু বলে চিহ্নিত করতে চাননি। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ার ওই সাংসদের ডিএনএ পরীক্ষা করানোর নিদান দিলেন। সাংসদের মন্তব্য 'দেশবিরোধী এবং সমাজবিরোধী' বলেও দেগে দিলেন। বিজেপি বিধায়ক মদন আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন। রাজস্থানে নবগঠিত বিজেপি মন্ত্রিসভায় সেই তিনিই শিক্ষামন্ত্রীর পদ পেয়েছেন। সম্প্রতি ভারতীয় আদিবাসী পার্টির (বিএপি) সাংসদ রাজকুমার রোয়াত বলেছিলেন, তিনি নিজেকে হিন্দু বলে মনে করেন না, জনজাতি আত্মপরিচয়ই তাঁর পরিচয়। এই কথা শুনেই চটে গিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। ফুঁসে উঠে শুক্রবার তিনি বলেছেন, "যদি বিএপি নেতা নিজেকে হিন্দু বলে না মানেন, তা হলে তাঁর ডিএনএ পরীক্ষা করানো হবে। ওঁর পিতৃ পরিচয় বার করা হবে। আমরা ওঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে খোঁজ নেব। বংশলতিকা যাঁরা বানান, তাঁরাও বলতে পারবেন।" মদন আরও বলেন, যারা দেশ আর সমাজকে টুকরো করতে চাইছে, তাদের বরদাস্ত করা হবে না। পাল্টা তোপ দেগে রোয়াত বলেছেন, "মদন দিলাওয়ারের উচিত ওঁর নিজের মানসিকতা পরীক্ষা করানো। শিক্ষামন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল পদে থেকে এ সব কথা মানায় না। দিলাওয়ারজি, আপনি বলুন তো গত ছ'মাসে আপনি জনজাতি এলাকাগুলিতে শিক্ষার উন্নয়নে কী করেছেন? জনজাতিরা ঠিক সময়ে এর উপযুক্ত জবাব দেবেন।" রোয়াত সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে জিতেছেন বাঁসওয়াড়া কেন্দ্র থেকে, যেখানে প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী তীব্র বিভাজনমূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হিন্দু নারীদের মঙ্গলসূত্র খুলে নিয়ে মুসলিমদের দিয়ে দেবে বলে দাবি করেছিলেন। রোয়াত চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, "মদনের মন্তব্য সমগ্র জনজাতি সমাজের জন্য অপমানের। হয় তিনি ক্ষমা চান, নয় পদত্যাগ করুন। নইলে সারা দেশ থেকে জনজাতিরা নিজেদের রক্ত, মাথার চুল, নখের নমুনা পরীক্ষা করানোর জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর কর্মসূচি নেবেন।" শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব কংগ্রেসও। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিংহ দোতাসারা বলেছেন, "শিক্ষামন্ত্রী মানসিক ভাবে অসুস্থ। ওঁর মন্তব্য ওঁর মানসিক সুস্থিতির অভাবকেই প্রকাশ করছে।"

তৃতীয়বার ৩ গুণ পরিশ্রমের প্রতিশ্রুতি, নতুন সংসদ ভবনে বিরোধীদের কী বার্তা মোদির?

নয়াদিল্লি: ২৪ জুন, ২০২৪।। অধিবেশনের শুরুতেই সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী মোদি ১৮-র গুরুত্ব বোঝালেন মোদি। নতুন সংসদ ভবনে তৃতীয়বার সরকার চালাতে প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তৃতীয়বার এনডিএ সরকার। আর সেই নবনির্বাচিত সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আজ সংসদে শুরু হল ১৮তম অধিবেশন। সকাল ১০টা নাগাদ প্রোটেম স্পিকার হিসেবে বিজেপির ভতৃহরি মহতাবকে শপথ পড়ালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রোটেম স্পিকারই আপাতত লোকসভার কাজ চালাবেন। নতুন সংসদ ভবনে সোম ও মঙ্গলবার সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। এদিন সাংসদ হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদিও । অধিবেশনের শুরুতেই সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী মোদি ১৮-র গুরুত্ব বোঝালেন। নতুন সংসদ ভবনে তৃতীয়বার সরকার চালাতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বার্তা দিলেন বিরোধীদের। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়, তৃতীয়বার জোটসঙ্গীদের উপর ভর করে দেশের ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ফের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার বসেছেন নরেন্দ্র মোদি। সোমবার থেকে ১৮ তম সংসদ অধিবেশন শুরু হয়েছে। লোকসভা ভোটের ফলপ্রকাশ ও সরকার গঠনের মাঝেই দেশে NEET– NET-সহ একাধিক সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা নিয়ে কেলেঙ্কারি, রেল দুর্ঘটনার মতো বড় কয়েকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তার জের প্রথম দিন থেকেই অধিবেশনে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। বিরোধীরা এনিয়ে সরকারকে চাপে ফেলতে প্রস্তুত। তাই শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা, "আমরা চাই, বিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে। গণতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য বিরোধীদের শক্তিশালী হওয়া খুব প্রয়োজন। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের কাজে সাহায্য করবে।"

বাংলাদেশ থেকে কলকাতা যাবে নয়া বাস ও ট্রেন

জাকির হোসেন, ঢাকা, ২৪ জুন: বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার মধ্যে নতুন বাস সেবা চালু হচ্ছে। গত ২৩ জুন শনিবার নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকের পর এ ঘোষণা আসে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত ও দ্বিপক্ষীয় বৈঠকসহ বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরের পর গণমাধ্যমের সামনে এই ঘোষণা দেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় কোয়াত্রা। এখন ভারতের রাজ্য পরিবহন নিগম ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় পরিবহন বিআরটিসির উদ্যোগে দুই দেশের মধ্যে রয়েছে সরকারি বাস পরিষেবা। সোম, বুধ ও শুক্রবার কলকাতা থেকে ঢাকার মধ্যে বাস চলাচল করে। সকাল ৭টায় কলকাতার সল্টলেকের করুণাময়ী আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকার উদ্দেশে বাস ছাড়ে। ৮ থেকে ৯ ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশে পৌঁছানো যায়। বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৪টার মধ্যে বাস ঢাকায় পৌঁছায়। অন্যদিকে ঢাকার কমলাপুরের বিআরটিসি বাস টার্মিনাল থেকে প্রতি মঙ্গল, বুধ ও শুক্রবার কলকাতার উদ্দেশে বাস ছাড়ে। পদ্মা সেতু দিয়ে বাস চলাচল করায় অনেক কম সময়ে যাতায়াত করা যায়। ঢাকা থেকে কলকাতার বাস ভাড়া নেওয়া হয় বাংলাদেশি টাকায় ১ হাজার ৪০০ টাকা। অন্যদিকে ঢাকা—আগরতলা—কলকাতার বাস ভাড়া নেওয়া হয় ১ হাজার ৮০০ টাকা। এ ছাড়া একাধিক বাস পরিষেবা আছে। এর মধ্যে ঢাকা থেকে উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত হয়েও কলকাতার বাস চলাচল শুরু হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৯ জুন কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে প্রথমবার যাত্রীবাহী বাস চলাচল শুরু হয়েছিল। আর আগরতলা সীমান্ত দিয়ে কলকাতার মধ্যে বাস চলাচল শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালের ৬ জুন। মাঝে করোনার কারণে বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ২০২২ সাল থেকে আবার চালু হয়। এদিকে বাংলাদেশে (ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস) পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে ভারত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রে খবর, ইউপিআই চালু করার জন্য "ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন ইন্ডিয়া" (এনপিসিআই) এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক চুক্তি হবে। অর্থাৎ ভারতের মতোই বাংলাদেশে ইউপিআই পরিষেবা চালু করার জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে।

অন্ধ্রে কোপ চার চ্যানেলে, সরব বিরোধীরা

অমরাবতী : ২৪ জুন ২০২৪।। শুক্রবার রাত থেকে এই চ্যানেলগুলি দেখা যাচ্ছে না রাজ্যের বেশির ভাগ জায়গায়। অভিযোগ, কেবল অপারেটরেরা 'সরকার পক্ষের চাপে' চ্যানেলগুলির প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছে। বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। চন্দ্রবাবু নায়ডু ক্ষমতায় ফেরার পরেই 'অপছন্দে'র চারটি তেলুগু টিভি চ্যানেল উধাও হয়ে গেল অন্ধ্রের বড় অংশের কেবল টিভির দর্শকদের কাছে। শুক্রবার রাত থেকে এই চ্যানেলগুলি দেখা যাচ্ছে না রাজ্যের বেশির ভাগ জায়গায়। অভিযোগ, কেবল অপারেটরেরা 'সরকার পক্ষের চাপে' চ্যানেলগুলির প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছে। এর আগে ৪ জুন বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের দু'দিন পরে, ৬ জুন চারটি চ্যানেল একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজ্যের বেশির ভাগ জায়গায়। যে চারটি চ্যানেলের প্রদর্শন বন্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে সাক্ষী টিভি নামের চ্যানেলটি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস জগন্মোহন রেড্ডির পরিবারের ইন্দিরা টেলিভিশন লিমিটেডের মালিকানাধীন। গত কালই জগন্মোহনের দলের একটি দফতর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সরকারে থাকার সময় ওই দফতরটি বেআইনি ভাবে তৈরি করেছিল জগন্মোহনের দল। এ বারে চ্যানেল বন্ধের পরে চন্দ্রবাবুর জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি করার অভিযোগ তুলল তারা।

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/ Firms/Agencies having experienced in similar nature of works/appropriate class of Internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD upto 3.00 PM on 27-06-2024 for the following work:-

Sl. No.	Name of the Work	Estimated Cost / Easrnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and Bidding
01.	DNleT-EE(Elect)/ AMC/07/2024-25	Rs.3,30,195.00 / Rs.6,604.00	10(Ten) Days	Date: 27-06-2024 Time : 15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https:// tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurememt portal https:// tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer
Electrical Division
Agartala Municipal Corporation

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ব্রিজে ঝুলে ট্রেনের ত্রুটি সারালেন দুই চালক

পাটনা:২৪ জুন, ২০২৪।। বিহারের সমস্তিপুরে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুই চালক প্রাণ হাতে নিয়ে ব্রিজে ঝুলে যাত্রিভর্তি ট্রেনের ত্রুটি সারালেন। এই ঘটনার ভিডিয়োটি ভাইরাল নেটদুনিয়ায়। জানা গিয়েছে নরকাটিয়াগঞ্জ-গোরক্ষপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে রেল ব্রিজে। টেকনিশিয়ানদের এসে পৌঁছনো দেরি হওয়ায় ট্রেনের চালক ও সহকারী চালক ইঞ্জিন বেয়ে নেমে এসেন ব্রিজে। গোলকিপারের মতো ওঁদের অবস্থা। হাজার গোল বাঁচালেও প্রশংসা জোটে না, একটা গোল খেয়ে গেলে যত বদনাম। কোনও ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আঙুল ওঠে তাঁদের দিকে। বলা হয়, ট্রেন চালকদের ভুল-ত্রুটি দায়ী। গত ১৭ জুন সকালে উত্তরবঙ্গের রাঙাপানির কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনে মালগাড়ি ধাক্কা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বলা শুরু হলো, মালগাড়ির চালকের ভুলেই ওই ঘটনা। মালগাড়ির চালক সিগন্যাল মানেননি কিংবা অনেক বেশি জোরে ট্রেন চালাচ্ছিলেন এই সব তত্ত্ব ছড়ানো হলো তদন্ত শুরুর আগেই। অথচ যাত্রিবাহী ও পণ্যবাহী ট্রেনের চালকরা যে অসংখ্য বার নিজেদের জীবন বাজি রেখে যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করেন, সে সব ঘটনা খুব কম-ই সামনে আসে। তবে বিহারের সমস্তিপুর জেলায় একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুই চালকের প্রাণ হাতে নিয়ে যাত্রিভর্তি একটি ট্রেনের টেকনিক্যাল ত্রুটি সারিয়ে সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়ানোর কৃতিত্ব এ বার সামনে এসেছে। আসলে ওই ঘটনার ভিডিয়ো শনিবার ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়। ঘটনা গত বৃহস্পতিবার, ২০ জুনের। নরকাটিয়াগঞ্জ-গোরক্ষপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে বাল্মীকিনগর ও পানিয়াওয়া-র মাঝখানে রেল ব্রিজে। ইঞ্জিন এবং কয়েকটি কামরা তখন ব্রিজের উপর। কিছুক্ষণ বাদেই ওই একই লাইনে পর পর ট্রেন আসার কথা। টেকনিশিয়ানদের এসে পৌঁছনো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাঁদের জন্য অপেক্ষা না-করে ট্রেনের চালক অজয় কুমার ও সহকারী চালক রঞ্জিত কুমার সেতুর উপর ইঞ্জিন বেয়ে নেমে এসে আগে বোঝার চেষ্টা করলেন, কী হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বুঝতে পারেন, হঠাৎ এয়ার প্রেশার লিকেজ হওয়াতেই ওই বিপত্তি। বেশ জটিল ধরনের গোলমাল। তবু তাঁরা নিজেরাই সচেষ্ট হলেন ওই ত্রুটি সারাতে। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, চালকদের এক জন হামাগুড়ি দিয়ে ইঞ্জিনের নীচে ঢুকছেন, অন্য জন সেতুর গা বেয়ে নেমে পৌঁছে যাচ্ছেন সেতুর একেবারে কিনারায়। তাঁর দু'পা কোনও ভাবে ঠেকে রয়েছে সেতুর খুব সরু খাঁজে। ওই জায়গায় কোনও রকমে দাঁড়িয়ে, বলা ভালো, সেতুর গায়ে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলতে ঝুলতে তিনি ট্রেনের ত্রুটি সারালেন। অনেকটা ট্র্যাপিজ খেলোয়াড়দের দক্ষতায়। এ যেন সিনেমার কোনও রোমহর্ষক দৃশ্য। এক চুল এ দিক-ও দিক হওয়া মানেই সেতু থেকে পড়ে যাওয়া এবং...। রেল এখন ওই দুই ডেয়ারডেভিল চালকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমস্তিপুরের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) বিনয় শ্রীবাস্তব জানাচ্ছেন, এয়ার প্রেশারে লিকেজের ফলেই যে ট্রেন থেমে গিয়েছে, চালক ও সহকারী চালক ঝটিতি সেটা ধরে ফেলেন। ডিআরএম বলেন, 'যে জায়গায় গন্ডগোল হয়েছিল, সেখানে পৌঁছনোই ছিল অত্যন্ত দুরূহ। তবু দু'জন লোকো পাইলট তাঁদের জীবনের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে, উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে, ঠান্ডা মাথায় ট্রেন বেয়ে নেমে সেতুর কিনারায় পৌঁছে ট্রেনের নীচে তৈরি হওয়া ওই লিকেজ সারিয়েছেন।' সম্ভাব্য বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় যাত্রিভর্তি ট্রেনটি। ওই দুই লোকো পাইলটকে তাঁদের অসীম সাহসিকতার জন্য নগদ ১০ হাজার টাকা করে পুরস্কার এবং শংসাপত্র দেওয়া হবে বলে রেল ঘোষণা করেছে। পুরস্কারের অঙ্কটা আপনার যথেষ্ট মনে হোক বা না হোক, এটাই রেলের স্বীকৃতিতে গোল বাঁচানোর পুরস্কার!

খেলার আসর

অজিদের হারিয়ে সেমিতে ভারত

টস জিতে ভারতকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। রোহিত শর্মার বিধ্বংসী ইনিংস, মিডল অর্ডারে স্কাই, শিবম দুবে এবং হার্দিকের দুর্দান্ত ব্যাটিং। অস্ট্রেলিয়াকে ২০৬ রানের বিশাল টার্গেট দিয়েছিল ভারত। নেট রান রেটে ভারতকে ছাপিয়ে যেতে ১৫.৩ ওভারের মধ্যে এই রান তাড়া করতে হত অস্ট্রেলিয়াকে। তবে সেটা সম্ভব হয়নি। ফলে ম্যাচ শেষের আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত ভারতের। তবে নেট রান রেট নয়, ভারতের টার্গেট ছিল জয়ের হ্যাটট্রিক এবং অস্ট্রেলিয়ার উপর বদলা নিয়েই সেমিফাইনালে যাওয়া। সেই লক্ষ্যে সফল ভারতীয় দল। দ্বিতীয় দল হিসেবে সেমিতে যেতে এখন লড়াই মূলত আফগানিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। পাওয়ার প্লেতে প্রথম ব্রেক থ্রু দেন অর্শদীপ সিং। তাঁর দ্বিতীয় ওভারে মার্শের উইকেটও আসতে পারত। অজি ক্যাপ্টেনের জোরালো শট, অর্শদীপ ফলো থ্রু-তে চেষ্টা করলেও হাতে জমাতে পারেননি। জসপ্রীত বুমরার ওভারে পরপর বাউন্ডারি মেরে ভারতের মানসিকতায় আঘাত করার টার্গেট নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। অক্ষর প্যাটেল আক্রমণে আসতেই কিছুটা সমস্যায় পড়েন অজিরা। ভারতীয় টিম যেন অপেক্ষা করছিল পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার। কুলদীপ যাদব, জাডেজাদের আক্রমণে আনতে হবে। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভার করেন হার্দিক। কাউন্টার অ্যাটাকে চাপে রাখেন ট্রাভিস হেড ও মিচেল মার্শ। পাওয়ার প্লে-তে ১ উইকেটে ৬৫ রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। মিচেল মার্শ ফেরেন ২৮ বলে ৩৭ রানে। অবশেষে জুটি ভাঙতেই ভারতীয় শিবিরে স্বস্তি ফেরে। তবে সবচেয়ে বেশি জরুরি হয়ে পড়েছিল ট্রাভিস হেডের উইকেট। ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালে কার্যত একার হাতেই ভারতের স্বপ্ন ভেঙেছিলেন হেড। অবশেষে ১৬.৩ ওভারে হেডকে ফেরান বুমরা। তবে ১৫.৩ ওভার পেরোতেই ভারতের সেমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল ম্যাচ যত ক্লোজ নিয়ে যাওয়া যায়। কোনও ভাবে যদি বাংলাদেশ যদি আফগানিস্তানকে হারিয়ে দেয়, নেট রান রেটে যতটা সম্ভব ভালো জায়গায় থাকা যায়, সেটারই চেষ্টা করছিলেন অজিরা। শেষ অবধি ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮১ রানেই শেষ অজি ইনিংস। ২৪ রানে জয় ভারতের। শুরু থেকেই হিটম্যান ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন। বিরাট কোহলি খাতা না খুলে ফিরে গেলেও অস্ট্রেলিয়া যে ভারতের উপরে চেপে বসতে পারেনি, তার প্রধান কারণ মুম্বইকর। তিনি নির্দয় হয়ে ওঠেন। ছক্কার বর্ষণ হল। কোনো লেন্থে বল করবেন, সেটাই যেন ভুলে গেলেন অজি বোলাররা। রোহিত শর্মা তাঁদের ইচ্ছামতো মাঠের যত্রতত্র ছুড়ে ফেললেন। আজ ভারতীয় ব্যাটিংয়ের স্টার তিনি। রোহিত শর্মা এমনই। যেদিন তিনি খেলেন, সেদিন বাকিরা পার্শ্বচরিত্র। বড় ম্যাচের বোলার মিচেল স্টার্কের এক ওভারে উঠল ২৯ রান। তাঁর ওভারে চারটি ছক্কা এবং একটি চার মারেন রোহিত। স্টার্ক একটি বল ওয়াইড করেন। ১৯ বলে অর্ধশতরান করলেন রোহিত। তার পরে খেলা যত গড়িয়েছে রোহিত আরও ভয়ংকর হয়েছেন।

ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

জিতলেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। মরণ বাঁচন এই ম্যাচ খেলতে সোমবার সকালে মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই ম্যাচে দুবারের টি-২০ বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিল প্রোটিয়ারা। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর শেষ হাসি ফুটল দক্ষিণ আফ্রিকার মুখে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে তিন উইকেটে জিতল প্রোটিয়ারা। টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর দক্ষিণ আফ্রিকা রয়েছে ভালো ফর্মে। কিন্তু সোমবারে এই দুই দলের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ কার্যত নক আউটের সমান হয়ে গিয়েছিল। কারণ গ্রুপ ২ থেকে ইতিমধ্যেই সেমিতে পৌঁছে গিয়েছে ইংল্যান্ড। অপর দল হিসাবে কে যাবে শেষ চারের লড়াইয়ে, সেটা নির্ধারণ করতেই খেলতে নেমেছিল দুই দল। টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। তাবরিজ শামসি আর কেশব মহারাজের কৃপণ বোলিংয়ের সামনে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নির্ধারিত ২০ ওভারের শেষে ১৩৫ রান তোলে তারা, আট উইকেট খুইয়ে। সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন রস্টন চেজ, ৪২ বলে। ওপেনার কাইল মেয়ার্সও ৩৫ রানের ইনিংস খেলেন। ক্যারিবিয়ানদের তিন উইকেট তুলে নেন শামসি। ১৩৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় প্রোটিয়া শিবির। এক ওভারে দুই ওপেনারের জোড়া উইকেট তুলে নেন আন্দ্রে রাসেল। তার পরেই ম্যাচে থাবা বসায় বৃষ্টি। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টির পরে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের তিন ওভার কমিয়ে দেওয়া হয়। টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয় ১২৪ রানের। মাঝে একটা সময় ম্যাচ থেকে হারিয়ে গেলেও ডেথ ওভারে দুরন্ত কামব্যাক করেন আলঝারি জোসেফরা। কিন্তু ১৯তম ওভারের শেষ দিক থেকে মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে ম্যাচে ফেরান মার্কো জানসেন। শেষ ওভারে ছক্কা হাঁকিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি। হারের ফলে টি-২০ বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেল দুবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের।

রোনাল্ডোর পাশে ইউরো কাঁপাচ্ছেন পেপে

কেপলার লাভেরান দে ফেরেইরা লিমা। পাসপোর্টে তাঁর নামটা এই এত বড়। কেউ চেনে? তাঁর নিজের দেশেই এত বড় নাম বললে খুব একটা কেউ চিনবেন না। তাঁর নিজের দেশে অবশ্য এত বড় নামকে ছোট করে নেওয়ার চল নেই। আবার আছেও। যে দেশের হয়ে তিনি খেলেন, সেদেশে তিনি জন্মাননি। আবার জন্মেছেন যে দেশে, সেখানে ফুটবলটা মানুষের অস্তিত্ব, সত্ত্বা, স্বপ্নে মিশে থাকে। সেদেশে ভাল নামকে ছোট করে নেওয়াই দস্তুর। ব্রাজিল। ফুটবলের তর্কাতীত তীর্থক্ষেত্র। সেদেশে এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তোকে লোকে জানে "পেলে" বলে, আর্থার আনতোনেস কোয়েম্ভ্রাকে বিশ্বখ্যাত নাম "জিকো", রিকার্ডো ইজেকসন দস স্যান্তোসকে ফুটবলদুনিয়া জানে "কাকা" নামে। তাঁর নামটাও ফুটবলদুনিয়ায় অন্য। ওই নামেই তিনি বিখ্যাত। "পেপে"। পর্তুগাল দলে পেপের পাশে খেলেন ব্রুনো ফেরনান্দেজ, বার্নার্দো সিলভা। কিন্তু যে যাই হোক, সবাই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নামক মধ্যগগনে গনগন করা সূর্যের আলোয় খানিক আড়ালে। রোনাল্ডোর বয়স ৩৯। ম্যাঞ্চেস্টার, মাদ্রিদের সেই ক্ষিপ্রতা আর নেই। চমৎকার কিছু পাস বাড়াতে পারেন, কিন্তু পায়ের জালে তাঁকে আটকে দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি নিয়েই নামে সব দল। তবু রোনাল্ডো যেখানেই যাবেন, আছড়ে পড়ে ভক্তের ঢল। ডর্টমুন্ডে তুরস্ক-পর্তুগাল ম্যাচের মাঝেও রীতিমত পাঁচজন ভক্তদের নিয়ে হিমশিম খেতে হল নিরাপত্তারক্ষীদের। সবাই স্বপ্নের হিরোর সঙ্গে একটা সেলফি তুলতে চায়। অথচ ম্যাচে কার্যত সারা মাঠ জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালেন পেপে। তাঁর জন্য কোনও নিরাপত্তারক্ষীকে বিশেষ ব্যস্ত হ"তে হয় না। ম্যাচের পরে পর্তুগাল কোচ রবের্তো মার্তিনেজ ঠারেঠোরে স্বীকার করে নিলেন, "আপনি যদি নিরপেক্ষ ফুটবল-ভক্ত হ"ন এবং পেপেকে খেলতে দেখেন, তাহলে বলে না দিলে আপনি বিশ্বাসই করবেন না, পেপের বয়স ৪১ বছর!" ব্রাজিলের একেবারে পুবে, অতলান্তিকের ধারে মাসেইও শহরে জন্ম পেপের। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলারের নামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাবা নাম রাখেন কেপলার। ডাক নাম ছিল পেপিনহো। সেই থেকেই ছোট করে পেপে। মাসেইওর একটি ক্লাবে ফুটবল খেলতেন পেপে। সেখান থেকেই আঠারো বছর বয়সে পর্তুগালের মাদেইরা দ্বীপের মারিতিমো ক্লাবে খেলার জন্য পর্তুগালে চলে আসতে হয় তাঁকে। আজ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জন্মস্থান হিসেবে যে দ্বীপপুঞ্জকে চেনে সারা দুনিয়া। আজও মাদেইরার বিমানবন্দরের নাম "ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর"। পেপে নিজেই বলেছেন, "ক্রিশ্চিয়ানো যেদিন অবসর নেবে, আমিও সেইদিন খেলা ছাড়ব। যদ্দিন ও থাকবে, ওকে সাহায্য করার জন্য আমি আছি।" ৪১ বছর বয়সে এবারের ইউরোতে খেলছেন পেপে। তিনিই এবারের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ফুটবলার। শুধু তাই নয়। ইউরোয় যতগুলো দেশ খেলছে, তার অন্তত এক তৃতীয়াংশ দেশের বয়সও পেপের চেয়ে কম! পেপে কোথায় আলাদা? সোজা রাস্তায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। পরিশ্রম? প্রতিভা? স্নায়ু? ধুরন্ধর ফুটবল মস্তিষ্ক? কোচ মার্তিনেজ কিন্তু একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তুরস্ককে ৩-০ গোলে হারিয়ে উঠে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, "পেপে চব্বিশ ঘণ্টাই পেশাদার। আমরা কিছু খেলোয়াড়কে জানি, যারা হয়ত দু"-তিনঘণ্টা প্রস্তুতি নেয়। বাকিটা সে নিজের মত কাটায়। অথচ পেপে এটা ভাবে যে, ও সপ্তাহে বিশ্রাম কতটা পাবে, শরীর কতক্ষণে আবার কাজ করবে, কতক্ষণ ঘুমোবে। ওর একটাই লক্ষ্য। আরও একটা বড় খেলা, তারপর আরও একটা। ও ফুটবলের জন্যই বাঁচে।" ওই চব্বিশ ঘণ্টার প্রস্তুতিই পেপেকে আলাদা করে, অভিজ্ঞরা বলাবলি করছেন, সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বয়সে ইউরো খেলার রেকর্ডটা তাঁর ঝুলিতেই যেতে চলেছে। এরপরেও মনে হয় না পেপের চেয়ে বেশি বয়সী কাউকে এত শীর্ষমানের প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে। তুরস্কের বিরুদ্ধে মাঠ জুড়ে খেললেন, একাই তুর্কিনাচন নাচা তুর্কি ফুটবলারদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন, দুর্দান্ত কিছু পাস বাড়ালেন। ওইদিন দেশের হয়ে ১৩৮ ম্যাচ খেলে ফেললেন পেপে। অথচ এককালে তাঁকে বারবার শুনতে হত, তিনি তো ঠিক খাঁটি পর্তুগিজ নন! ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে চার গোল খেয়ে হারের পর যেটা নিয়ে স্বয়ং হোসে মোরিনহো অবধি খোঁচা দিতে ছাড়েননি। বলেছিলেন, "আমার মনে হয় পেপে যে আদৌ পর্তুগিজ নয়, ওতেই ওর ওপর চাপ বেড়ে যায়। ওকে একটা নির্দিষ্ট ধাঁচে গড়েপিটে নিতে চেষ্টা চলে। যেটা ও করে না।" দ্য স্পেশ্যাল ওয়ানের মতিগতি বোঝা দুষ্কর! এমন কিন্তু বলার কারণ নেই। অনেকগুলো মজার দিক আছে। যেমন, ব্রাজিল এককালে ছিল পর্তুগিজদের উপনিবেশ। আজও ব্রাজিলের সরকারি ও জাতীয় ভাষা পর্তুগিজ। বস্তুত,পর্তুগালের চাইতেও পর্তুগিজভাষী লোক বেশি আছে ব্রাজিলে। পেপেই যে প্রথম ব্রাজিলীয় যিনি পর্তুগালে খেলেন, এমনও নয়। এর আগে বিশ্ববিখ্যাত পর্তুগিজ মিডফিল্ডার ডেকোও ছিলেন আদতে ব্রাজিলীয়। ২০০১ সালে মাদেইরার ক্লাবে যোগ দিয়ে পর্তুগালে ক্লাব ফুটবলে হাতেখড়ি পেপের। কিন্তু তাঁর প্রতিভা চেনাতে দেরি হয়নি। ২০০৪ সালেই তাঁকে সই করায় পর্তুগালের অন্যতম নামী ক্লাব পোর্তো। তখন পোর্তোর সোনালি সময় চলছে। কোচ তরুণ হোসে মোরিনহো। ২০০৪ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে মোনাকোকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেবার ইউরোপ সেরার শিরোপা জিতে নিয়েছিল পোর্তো। এখন আর ব্রাজিল-পর্তুগাল দ্বৈরথে পড়তে হয় না পেপেকে। বলা হয়ে থাকে, এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার পেপে। মাঠে অত্যন্ত আগ্রাসী ফুটবল খেলেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২২৯ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন পেপে। ২০১৯ সালে ফের ফিরেছেন নিজের পুরনো ক্লাব পোর্তোয়। ৪০ পার করে খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। যা একটা রেকর্ড। অথচ অবসর তাঁর ভাবনায় নেই। মাঠে তিনি যতটা আগ্রাসী, মাঠের বাইরে তিনি ততটাই বিনয়ী।

৩৭-এ পা দিলেন লিওনেল মেসি

৩৭-এ পা দিলেন লিওনেল মেসি। এখন তিনি রয়েছেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সঙ্গে। ফের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে কোপা আমেরিকা। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সকলেই। ফিরে যাওয়া যাক বছর তিনেক আগে। সেবার ফাইনালে ব্রাজিলের সামনে আর্জেন্টিনা। আসলে তো সব নজর একজনের দিকেই। মাঠে হলুদ জার্সির নেইমার থাকলেও হাজার রঙের আলো এসে পড়ে একজনের উপরেই। তাঁর জার্সির রং নীল-সাদা। জার্সির নম্বর ১০। এর আগেও কোপা ফাইনালে খেলেছেন তিনি। কিন্তু চোখের জল ছাড়া কিছুই নিয়ে ফেরেননি। ২০২১-র ফাইনালটা অবশ্য লেখা রইল লিওনেল মেসির জন্য। তিনি জিতলেন, শুরু হল অন্য এক জয়যাত্রা। তার পর ফাইনালিসিমা। সবশেষে ২০২২-এ বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনার জার্সিতে তিনি ব্যর্থ। মুছে গেল এই তকমা। কিন্তু তার জন্য পেরিয়ে আসতে হয়েছে ২০১৪-র বিশ্বকাপ ফাইনাল, ২০১৫, ২০১৬ কোপা ফাইনাল হারের যন্ত্রণা। পথটা তো সহজ ছিল না। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত পা নিয়েই লক্ষ্যভেদ করেছেন মেসি। সাম্প্রতিক সাফল্য যতটা আলোচনা হয়, ঠিক ততটাই যেন হারিয়ে যায় ব্যর্থতার গল্পরা। সেই দিনগুলোই তো শিখিয়েছে যুদ্ধজয়ের পথ। চলতি কোপা আমেরিকা সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ফের তাঁর হাতে ট্রফি উঠবে কিনা পরের কথা। কিন্তু নতুন প্রজন্মের আর্জেন্টিনাকে সঙ্গে নিয়ে যে মেসি সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাবেন সে কথা বলাই বাহুল্য। সম্ভবত এটাই তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। ২০২৬-এর বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা, সেটা নিয়ে মেসির নিজেরও সংশয় রয়েছে। বারবার স্বীকারও করেছেন সেটা। ফলে কোপার ফাইনালে পরপর দুবার খালি হাতে ফেরার যন্ত্রণা টানা ট্রফি জিতেই ভুলতে চাইবেন। ৩৭ তম জন্মদিনে সটা হতে পারে তাঁর প্রথম শপথ। সতীর্থরাও চাইবেন তাঁকে ট্রফি উপহার দিতে। কিন্তু তার আগেই অবশ্য নতুন 'শপথ'-এর কথা জানালেন তিনি। সেই ছোটবেলায় চলে গিয়েছিলেন বার্সেলোনায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্পেনই ছিল তাঁর ঘর-সংসার। সেই কারণে স্প্যানিশ ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় কথাও বলেন না ৮ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা। কিন্তু এখন তিনি খেলেন আমেরিকার ইন্টার মিয়ামিতে। যেখানে ইংরেজিই প্রধান ভাষা। সেটা নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, "সত্যি কথাটা হল, আমি ইংরেজিটা ভালোই বুঝি। ধীরে ধীরে কথা বলাও শুরু করেছি। তবে এখনও সাহস করে উঠতে পারি না। যদি কোনও ভুলভ্রান্তি হয়, সবার সামনে অস্বস্তিতে পড়ি। সেটা নিয়ে এখনও মাঝে মাঝে খুব ভয় পাই। তাই ইংরেজিতে কথা বলি না। তবে আমি কথা বলা শুরু করেছি।"

অধিনায়ক শুভমন, জিম্বাবোয়ে সফরের দল ঘোষণা ভারতের

জিম্বাবোয়ে সফরের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করা হল সোমবার। দলের অধিনায়ক শুভমন গিল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর এটাই ভারতীয় দলের প্রথম সিরিজ। দলে পাঁচ নতুন মুখ। বিশ্রাম দেওয়া হল রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, যশপ্রীত বুমরাদের। ১৫ জনের দল বেছে নিয়েছে ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল দলে সুযোগ না পাওয়া শুভমনকে অধিনায়ক করা হয়েছে। দলে প্রথম বার ডাক পেলেন অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, নীতীশ রেড্ডি, ধ্রুব জুরেল এবং তুষার দেশপাণ্ডে। এঁদের মধ্যে ধ্রুব টেস্ট ক্রিকেট খেললেও টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেলেন প্রথম বার। জিম্বাবোয়ে সফরে শুধু টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে ভারত। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শুরু ৬ জুলাই থেকে। সব ম্যাচই হারারেতে। ৬ জুলাই প্রথম ম্যাচ খেলার পর দিনই দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভারত। বাকি তিনটি ম্যাচ ১০, ১৩ ও ১৪ জুলাই। ১০ জুলাইয়ের ম্যাচ বাদ দিয়ে বাকি সব ম্যাচই ভারতীয় সময় দুপুর ১টা থেকে শুরু। ১০ তারিখের ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা ৬টায়। ১৫ জনের দলে চার জন ওপেনার রয়েছেন। শুভমন ছাড়াও রয়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে থাকা যশস্বী জয়সওয়াল। রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং অভিষেক শর্মাও দলে রয়েছেন। আইপিএলজয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্সের একমাত্র রিঙ্কু সিংহ ভারতীয় দলে জায়গা পেয়েছেন। আইপিএলে ভাল খেলা রিয়ান, তুষারেরা প্রথম বারের জন্য জায়গা পেয়েছেন ভারতীয় দলে। দলে দুই উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসন এবং ধ্রুব জুরেল। স্পিন বিভাগ সামলাবেন ওয়াশিংটন সুন্দর এবং রবি বিষ্ণোই। পেস বিভাগের দায়িত্ব রয়েছে আবেশ খান, খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার এবং তুষার।

ভারতীয় দল: শুভমন গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিষেক শর্মা, রিঙ্কু সিংহ, সঞ্জু শর্মা (উইকেটরক্ষক), ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), নীতীশ রেড্ডি, রিয়ান পরাগ, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান, খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার এবং তুষার দেশপাণ্ডে।

আমরা ক-জনাকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার। লীগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে আট গোলে হেরে অনেকটা পিছিয়ে পড়লেও আজ, সোমবার আমরা ক-জনাকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে নিজেরা অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল তিন -একগোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ছয় মিনিটের মাথায় জেরি দেববর্মার প্রথম গোল উমাকান্ত কোচিং সেন্টার ১-০ তে লিড নেয়। ১১ মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল জেরির। দুই গোলে এগিয়ে থেকে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে কিছুটা রিলাক্স মনে হলে, সুযোগ বুঝে ৩২ মিনিটের মাথায় আমরা ক-জনার মন্দির রায় একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়ে ১-২ করে নেয়। এদিকে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার ফের আক্রমণাত্মক খেলায় মনোযোগী হয়। ৭ মিনিট বাদেই গৌতম ত্রিপুরার গোল উপকান্ত কোচিং সেন্টার কে ৩-১ এ লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে উমাকান্ত কোচিং সেন্টার রক্ষণভাগে অনেকটা জোর দিয়ে সুযোগ বুঝে আক্রমণ রচনা করতেও ছাড়েনি। কিন্তু ৭১ মিনিটের মাথায় আমরা ক-জনার মন্দির ফের আরো একটি গোল করে ব্যবধান দুই-তিন করে নেয়। পরবর্তী সময়ে দু দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী লড়াকু খেলা নজরে এলেও গোলের সুযোগ কেউ পায়নি। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দুদলের চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সুকান্ত দত্ত, পল্লব চক্রবর্তী, লিটন সাহা ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: বেলা তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব বনাম বিবেকানন্দ ক্লাব।

সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল : সিমনা ঐকতানের ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিমনার ম্যাচ আবারও ড্র তে নিষ্পত্তি। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত সি ডিভিশন ফুটবলের এ গ্রুপের খেলায় ঐকতান যুব সংস্থা ও সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাবের ম্যাচটি আজ, সোমবার এক-এক গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দু দল পয়েন্টও পেয়েছে এক- এক করে। চার দিন আগে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব ও পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটির সঙ্গে ম্যাচটিও এক-এক গোলে ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছিল। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, সোমবার বেলা একটায় ম্যাচ শুরু-তে প্রথম থেকেই প্রচন্ড হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যায়। আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ড্র তে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেও চেহারার কোন পরিবর্তন হয়নি। খেলার শেষ পর্যায়ে ৮৫ মিনিটের মাথায় সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাবের এডিশন দেববর্মা একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। তবে তিন মিনিট আগে সতীর্থ জুভিয়াল দেববর্মা দ্বিতীয়বার খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। প্রথমার্ধের ২৪ মিনিটের মাথায় জুভিয়াল কে প্রথমবার হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দশ জনে খেলে সিমনা তামাকারীর এডিশন গোল করে দলকে এগিয়ে দিলেও বেশিক্ষণ তা ধরে রাখতে পারেনি। ৫ মিনিট বাদেই ঐকতান যুব সংস্থার লাঞ্চি কাইপাঙ গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে জয় সূচক গোল করার কেউ আর ফুরসৎ পায়নি। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, সুকান্ত দত্ত, লিটন সাহা ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: বেলা একটায় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার বনাম পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি।

বিলোনিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন আমবাসা

গন্ডাছড়াকে হারিয়ে সান্তনার জয় ধর্মনগরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে ধর্মনগর। তবে এই জয় নিছক সান্তনার জয়। কেননা এক ম্যাচ বাকি থাকতেই বি গ্রুপ থেকে সিনিয়র স্টেট মীট প্লেট বিভাগের টুর্নামেন্টে আমবাসা ও বিলোনিয়া সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে খেলায় ধর্মনগর ১১৫ রানের ব্যবধানে গন্ডাছড়াকে পরাজিত করেছে। ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৭.১ ওভারে ১৪৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে গন্ডাছড়া ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে মাত্র ৩১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের দানবীর সিং পাঁচ বলে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এদিকে, সাব্রুমের ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় আমবাসা ১০৯ রানের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে আমবাসা ৪৮.৫ ওভার খেলে ৩৩০ রানে বিশাল স্কোর গড়ে তোলে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া ২২১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয় ৪৪.৪ ওভার খেলে। বিজয়ী দলের করন ত্রিপুরা তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়।

জিরানিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন তেলিয়ামুড়া জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ অমরপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ লিগে শেষ ম্যাচে জয় নিয়ে ঘরে ফিরলো অমরপুর। যদিও টানা দ্বিতীয় জয়। তবুও সান্তনার জয়। কেননা এক ম্যাচ বাকি থাকতেই এ গ্রুপ থেকেও সিনিয়র স্টেট মীট প্লেট বিভাগের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তেলিয়ামুড়া ও জিরানিয়া সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। শান্তির বাজারে বাইখোরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে খেলায় অমরপুর ৬ উইকেটের ব্যবধানে সাব্রুমকে পরাজিত করেছে। সাব্রুম প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৩৮.৪ ওভারে ৮২ রান সংগ্রহ করলে জবাবে অমরপুর ১২.৫ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বলে ব্যাটে দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে দেবোত্তম ঘোষ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব। উল্লেখ্য, মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানের খেলায় তেলিয়ামুড়া ৩০ রানের ব্যবধানে জিরাঘনিয়াকে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া ৩০ ওভার খেলে ১৬৭ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জিরানিয়া ৭১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয় ১৮ ওভার খেলে। বিজয়ী দলের শুভম ঘোষ নয় রানে তিনটি উইকেট এবং ব্যক্তিগত ৪৪ রানে, অর্থাৎ তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট প্লেট গ্রুপে সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র স্টেট মীট প্লেট গ্রুপের সেমিফাইনাল এর লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ২৬ জুন ২ জেলার, দুই মহকুমার, দুই মাঠে একই সময়ে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন তেলিয়ামুড়া খেলবে গ্রুপ বি রানার্স বিলোনিয়ার বিরুদ্ধে। শান্তির বাজারে বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে অপর সেমিফাইনালে গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন আমবাসা খেলবে গ্রুপ এ রানার্স জিরানিয়ার বিরুদ্ধে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৮ জুন মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে।

শাস্তির মুখে বাবরেরা

বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে খেলার বাইরের বিষয়ে বাবর আজমেরা বেশি মাথা ঘামিয়েছেন বলে অভিযোগ। শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালকদের নিয়ে তাঁরা খেলতে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি প্রতিযোগিতা চলাকালীন টাকা নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার খবরও এসেছে। বাবরদের রিপোর্ট কার্ড তৈরি হচ্ছে। শাস্তি হতে পারে তাঁদের। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির ঘনিষ্ঠ এক কর্তা জানিয়েছেন, বাবরদের খেলায় চেয়ারম্যান ক্ষুব্ধ। তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা নিয়ম ভেঙেছে। ভবিষ্যতে যাতে এই ঘটনা না ঘটে তাই নতুন নিয়ম আনা হতে পারে।" বাবরেরা সঙ্গে করে পরিবারকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই বিষয়টি ভাল ভাবে দেখছেন না নকভি। ওই কর্তা বলেন, "ক্রিকেটাররা শুধুমাত্র নিজেদের স্ত্রীদের নিয়ে যায়নি, স্ত্রীয়ের বাবা-মা, ভাইদেরও নিয়ে গিয়েছিল। হোটেলে তাদের জন্যও ঘর বুক করা হয়েছিল। এই ঘটনায় চেয়ারম্যান ক্ষুব্ধ। নিয়ম করা হতে পারে যে এর পর থেকে আইসিসি প্রতিযোগিতায় পরিবারকে নিয়ে যেতে পারবে না ক্রিকেটাররা। সেই বিষয়ে আলোচনা চলছে।" পাকিস্তানের এক সংবাদপত্র জানিয়েছে, দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রিকেটাররা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য টাকা দিতে হত সমর্থকদের। এ রকমই একটি অনুষ্ঠান মাঝপথে বন্ধ করতে হয়েছিল। কারণ, বাবরের সঙ্গে দেখা করার জন্য নাকি বাকি ক্রিকেটারদের থেকে বেশি টাকা দিতে হচ্ছিল। এই ঘটনাতেও ক্ষুব্ধ হয়েছেন নকভি। পাক বোর্ডের ওই কর্তা বলেন, "এই ঘটনার নেপথ্যে বোর্ডের কিছু আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন। তাঁরা বাবরদের অনুমতি দিয়েছেন। সেই সব আধিকারিকদের চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বকাপে কেন পাকিস্তান খারাপ ফল করল তার রিপোর্ট কার্ড তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের। চেয়ারম্যান নিজেও রিপোর্ট তৈরি করছেন। সব রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা হবে। দরকারে আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" পাকিস্তানি সাংবাদিকের এমন আষাঢ়ে দাবি শুনে কে না হেসে উঠবেন? কাল্পনিক ভাবনারও একটা সীমা থাকে, কিন্তু পাকিস্তানের ওই সাংবাদিক তার যাবতীয় গন্ডি ছাড়িয়ে গেলেন, যার মুখের মতো জবাব দিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চলতি টি ২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের অস্ট্রেলিয়া বধে ক্রিকেট দুনিয়া স্তম্ভিত, হতবাক। অস্ট্রেলিয়াকে ২১ রানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে এখনও টিঁকে রয়েছেন রশিদরা। অস্ট্রেলিয়াকে একেবারে খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছেন তাঁরা। এমন ইন্দ্রপতনের পরই ওই পাকিস্তানি সাংবাদিকের এক্স পোস্টে বিস্ফোরক দাবি, আফগানিস্তান দুনিয়ার যে কোনও ক্রিকেট টিমকেই হারিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ব্যতিক্রম ভারত। আর তার কারণটাও খুব সোজা। ভারতে আইপিএলের লোভনীয় কন্ট্র্যাক্টের হাতছানি! অর্থাত সোজাসুজি না বললেও ঘুরিয়ে তিনি আফগান ক্রিকেটারদের লোভী, অর্থলোলুপই বলে দিলেন! নাম জানা যায়নি ওই সাংবাদিকের। চুপ করে থাকতে পারেননি প্রবীণ অশ্বিন। তিনি এক্স প্ল্যাটফর্মে এ ধরনের পোস্টের অনুমতি না দিতে দাবি করেছেন তার মালিক ধনকুবের এলন মাস্ককে। অশ্বিন এক্স-এ এক পোস্টে লিখেছেন, আপনি কী করবেন, সেটা আপনাকে বলতে পারি না গএলন মাস্ক, কিন্তু আমার নিশ্চয়ই ঠিক করার অধিকার আছে, কে আমার বাড়ি ঢুকতে পারবেন! আমার টাইমলাইন আমার সিদ্ধান্ত।

আইজেনহাওয়ারের পরিণতি দেখে রুজভেল্ট-ক্রুরা শিক্ষা নিন ঃ ইয়েমেন

মার্কিন সরকার পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস থিওডর রুজভেল্ট মোতায়েন করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইয়েমেন। দেশটি বলেছে, রুজভেল্টের ক্রুরা যেন সদ্য বিদায়ী রণতরী ইউএসএস আইজেনহাওয়ারের ভাগ্য থেকে শিক্ষা নেয়। ইয়েমেনের সুপ্রিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য মোহাম্মাদ আলী আল-হুথি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'আমি বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস থিওডর রুজভেল্টের ক্রুদেরকে ইউএসএস আইজেনহাওয়ারের ক্রুদের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার ও সেখান থেকে শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানাব।' হুথি দৃশ্যত লোহিত সাগরে গত প্রায় আট মাস ধরে মোতায়েন মার্কিন রণতরী আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী যেসব হামলা চালিয়েছে সেসবের প্রতি ইঙ্গিত করে এ বক্তব্য দিয়েছেন। মার্কিন সেনাবাহিনী বলেছে, প্রায় আট মাস লোহিত সাগরে মোতায়েন থাকার পর ইউএসএস আইজেনহাওয়ারকে এই সাগর থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শনিবার ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি আইজেনহাওয়ারকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার খবর দেয়ার পরপরই ওই রণতরীকে প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয়া হয়। ইউএসএনআই নিউজ এরপর জানিয়েছে, বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরে মোতায়েন বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস থিওডর রুজভেল্টকে পশ্চিম এশিয়ায় দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে হুথি আনসারুল্লাহ'র পলিটব্যুরো সদস্য হাজাম আল-আসাদ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ইয়েমেনের সশস্ত্র বাহিনী গাজাবাসীর প্রতি সংহতি জানিয়ে তাদের হামলা অব্যাহত রাখবে। তিনি আরো বলেছেন, 'আমেরিকা, ব্রিটেন ও ইসরাইলের স্বার্থে আঘাত হানা বন্ধ হবে না। গাজায় ইসরাইলি গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইয়েমেনের অভিযান চলতে থাকবে।'

'যুদ্ধ শুরু হলে ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ৫ লাখ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়বে হিজবুল্লাহ'

লেবাননের গ্রান্ড শিয়া মুফতি শেখ আহমাদ কাবালান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, লেবাননের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করা হলে ইসরাইল অভিমুখে পাঁচ লাখ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করবে হিজবুল্লাহ। তিনি রোববার বৈরুতে এক বক্তব্যে বলেন, 'পূর্ণ-মাত্রার যুদ্ধ শুরু হলে ইসরাইল যেন পাঁচ লাখ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। এসব ক্ষেপণাস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতা দখলদার সরকারকে ৭০ বছর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।' লেবাননের শিয়া গ্রান্ড মুফতি আরো বলেন, 'উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়ার যেকোনো প্রচেষ্টা ইসরাইলের স্বার্থ নয় বরং প্রতিরোধ ফ্রন্টের স্বার্থ রক্ষা করবে। প্রতিরোধ ফ্রন্ট কেবল লেবাননের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে চায়।' শেখ আহমাদ কাবালান বলেন, ইসরাইলি কর্মকর্তারা 'হিজবুল্লাহকে পরাজিত করা সম্ভব' বলে এক চরম বিভ্রান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তিনি জানান, ইহুদিবাদী ইসরাইলের কাছে সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদের বিশাল ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও গত আট মাস ধরে তারা গাজা উপত্যকার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পরাজিত করতে পারেনি। অথচ গাজার যোদ্ধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি সাধারণ মানের অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করছে। পক্ষান্তরে লেবাননের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এক বিশাল সমরাস্ত্র ভাণ্ডার। লেবাননের শিয়া গ্রান্ড মুফতির এ হুঁশিয়ারির আগে হিজবুল্লাহ মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ গত বুধবার হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ইহুদিবাদীরা যদি লেবাননের বিরুদ্ধে পূর্ণ-মাত্রার আগ্রাসন চালায় তাহলে ইসরাইলের কোনো অংশ তার যোদ্ধাদের হামলা থেকে বাদ যাবে না। এরপর রোববার হিজবুল্লাহ ইসরাইলের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনাগুলোর স্যাটেলাইট ইমেজ প্রকাশ করে তেল আবিবকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। হিজবুল্লাহ তেল আবিবকে এই বার্তা দিতে চেয়েছে যে, পূর্ণ-মাত্রার যুদ্ধ শুরু হলে এসব স্থাপনাকে টার্গেট করা হবে।

যে কৌশলে ১০ মাসে ২৩ কেজি ওজন কমালেন এই ব্যবসায়ী

জিম অথবা ডায়েট না করেও যে ওজন কমানো হওয়া যায়, সেটি প্রমাণ করলেন গুজরাটের ভাবনগরের বাসিন্দা নীরজ। পেশায় ব্যবসায়ী নীরজ ২৩ কেজি ওজন কমিয়েছেন মাত্র ১০ মাসে। অথচ তিনি কোনো ডায়েটও করেননি, জিমেও যাননি। এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে। কিভাবে সম্ভব হলো এমন, সেটি জানতে অনেকেই কৌতূহলী। নীরজের ফিটনেস প্রশিক্ষক সতেজ গোহেল কৌতূহলের নিরসন ঘটিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ঘরোয়া খাবার খেয়ে আর বাড়িতে ব্যায়াম করেই এ অসাধ্য সাধন করেছেন নীরজ। ওজন কমাতে জিম বা ডায়েটের উপরে ভরসা রাখেন বেশিরভাগ মানুষ। নিয়মিত একটা ধরাবাঁধা নিয়মে থাকেন। সেখানে রোগা হওয়ার জন্য অন্য পথে কেনো হাঁটলেন নীরজ? কিভাবেই সম্ভব হল প্রায় অসম্ভব এ ব্যাপারটি? জিম কিংবা ডায়েটের প্রতি প্রথম থেকেই অনীহা ছিল নীরজের। তাই জিমে ভর্তি হননি। বাড়িতেই শরীরচর্চা শুরু করেন। প্রতিদিন দু'বেলা কয়েক কেজির ডাম্বেল তুলতেন নীরজ। এ ছাড়া ঘরেই করা যায় এমন শরীরচর্চা নিয়মিত করতেন। ধারাবাহিকতায় কোনো ফাঁক ছিল না। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই শরীরচর্চা করতেন তিনি। খাওয়াদাওয়া নিয়েও কঠোর নিয়ম মানতেন, এমন নয়। আমিষ খেতেন না। শরীরে পর্যাপ্ত প্রোটিনের জন্য পনির, সয়াবিন, ডাল বেশি করে খেতেন। প্রোটিনের পর্যাপ্ত জোগান, তাকে রোগা হতে সাহায্য করেছিল। ওজন কমানোর চেষ্টা শুরু করার আগে নীরজের ওজন ছিল ৯১ কেজি। ১০ মাসের মধ্যে ২৩ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলেছেন নীরজ। তার ওজন এখন ৬৮ কেজি। এ ঘটনা অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছে। জিমে গিয়ে, সারাক্ষণ ডায়েটের মধ্যে থেকেও ওজন কমাতে পারেননি এমন উদাহরণ অনেক আছে। ধারাবাহিকভাবে সঠিক পথে পরিশ্রম করলেই যে লক্ষ্যপূরণ করা যায়, সেটিই যেন মনে করিয়ে দিল নীরজের ওজন কমানোর এ লড়াই।

চীনের অদ্ভুত প্রথা 'ভূত বিয়ে'

সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে প্রাচীনতম প্রথা বিয়ে। বহুকাল ধরে চলে আসা এই প্রথার মাধ্যমে একজন নারী ও পুরুষ একত্রে বসবাস করেন। কিন্তু চীনে এই বিয়ে নিয়েই রয়েছে অদ্ভুত এক প্রথা। যেখানে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। মূলত মৃত ব্যক্তিরও একজন সঙ্গীর প্রয়োজন-এই ধরণা থেকেই প্রথাটি পালিত হয়ে আসছে দেশটিতে। অসমর্থিত এই কুসংস্কারটিতে এখনো বিশ্বাস করেন চীনের কিছু অঞ্চলের মানুষ। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট। ভূত বিয়ের প্রথাটি চালু হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব (২২১-২০৭) সময়কালে অর্থাৎ ৩০০০ বছর আগে। কিছু বয়স্ক চীনা এখনো বিশ্বাস করেন-মানুষ যদি তাদের ইচ্ছা পূরণ না করে মারা যায় তারা শান্তিতে বিশ্রাম পাবে না এবং জীবিতদের তাড়না দিতে ফিরে আসবে। অর্থাৎ মৃতদের মধ্যে কেউ যদি অবিবাহিত থাকে তবে তার আত্মা শান্তি পাবে না। দেশটির উত্তর চীনে, শানসি, শানডং এবং হেবেই প্রদেশে এই প্রথা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এই অঞ্চলগুলোতে সাধারণত দুই ধরনের ভূতের বিয়ে হয়ে থাকে। প্রথম প্রথায় এমন দম্পতিরা রয়েছে যারা বাগদানের আগে বা বাগদানের পরে মারা গেছে। মূলত তাদের বিয়েন স্বপ্নটি অপূর্ণ থাকায় আত্মীয়স্বজন একটি বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং তাদের একসঙ্গে কবর দেন। আরেকটি দৃশ্য হলো, এমন ব্যক্তিদের জড়িত যারা বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। একে অপরকে জীবনে জানে না। কিন্তু ম্যাচমেকারের মাধ্যমে মরণোত্তর মিলিত হয়। তবে দ্বিতীয় অনুষ্ঠিত বিয়েতে মোটামুটি রমরমা ব্যবসা চলে। কেননা, যারা মৃত বর বা কনের সন্ধান করে দেন তারা পারিশ্রমিক হিসাবে দেড় লাখ ইউয়ান উপার্জন করেন।

ডিজিটাল জালিয়াতি সচেতনতায় পুরস্কৃত হল এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক

আগরতলা, ২৪ জুন।। ডিজিটাল জালিয়াতি সচেতনতার ক্যাম্পেইন শেষে সিলভার পুরস্কার জিতলো এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি এবং ভিজিল আন্টি সমন্বিত সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারাভিযান বিশেষ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৮ মিলিয়নেরও বেশি জনসাধারণের কাছে এই প্রচার পৌঁছে গেছে। ভিজিল আন্টি হল একটি কাল্পনিক সোশ্যাল মিডিয়া চরিত্র। ডিজিটাল জালিয়াতি সম্পর্কে সচেতনতা ছড়াতে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক এটি তৈরি করেছে। এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক এর গ্রুপ হেড ও চিফ মার্কেটিং অফিসার রবি সানথানম বলেছে, আমাদের এজেন্সি অংশীদার এফসিবি কানেক্ট এর সহযোগিতায় এই প্রচার করতে পেরে আনন্দিত। একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতির সাথে একটি প্রভাবশালী প্রচারাভিযান। আমরা আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহকের কাছে সচেতনতা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের এসভিপি ও হেড অফ ডিজিটাল মার্কেটিং জাহিদ আহমেদ বলেছেন, কান লায়ন্সের বিজয়ীদের মধ্যে আমরা আনন্দিত শিল্পের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার জয়ী করতে পেরে। ভিজিল আন্টি উদ্যোগ ২০২২ সালে চালু হয়েছিল।একজন প্রভাবশালীকে দিয়ে মানুষকে অনুরোধ করেছিলেন নিরাপদ ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণের জন্য। এটি চালু হওয়ার পর থেকে, উদ্যোগটি এর একটি উল্লেখযোগ্য ফ্যান বেস অর্জন করেছে। ভিজিল আন্টি ক্যাম্পেইন সারা দেশের নাগরিকদের নিরাপদ ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।

'রাশিয়া-উত্তর কোরিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাড়বে চীনের সঙ্গে সংঘাত'

গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফর করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সফরে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের সঙ্গে বেশ কিছু চুক্তি হয়েছে তার। যার মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তিও রয়েছে। যা এখন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তবে তাদের দাবি, উত্তর কোরিয়া-রাশিয়ার মধ্যে এই প্রতিরক্ষা চুক্তি সংঘাত বাড়াবে চীনের সঙ্গে। উত্তর কোরিয়া-রাশিয়ার প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে এমনটিই মন্তব্য করেছেন মার্কিন বিমানবাহিনীর জেনারেল সি.কিউ.জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান ব্রাউন। রাশিয়া-উত্তর কোরিয়ার প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমাদের সঙ্গে এখন অন্য কেউ যুক্ত হলো যারা কিনা এখন তাদের ধাক্কা দিচ্ছে, যাতে (চীন) এবং রাশিয়ার মধ্যে একটু বেশি সংঘর্ষ চালতে পারে। সুতরাং এই তিনটি দেশ কীভাবে এখন এটি মোকাবেলা করে সেটা দেখতেই মুখিয়ে আছি আমরা। তবে বিষয়টি দেখতে বেশ আকর্ষণীয়ই হবে।' তার এমন বক্তব্যের কারণ, বিশ্লেষকদের মতে, গত বুধবার পুতিন-উনের স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি তার দুই প্রতিবেশীর

উপর বেইজিংয়ের প্রভাবকে হ্রাস করতে পারে। সেই সঙ্গে আগামীতে চীনের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মার্কিন ওই কর্মকর্তারা মতে, উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে যুদ্ধবিমান, সারফেস টু এয়ার মিসাইল, সাঁজোয়া যান, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন সরঞ্জাম বা উপকরণ এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি অর্জন করতে আগ্রহী। যা নিয়ে তিনি বলেন, 'এটি একটি বিস্তৃত চুক্তি যা অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক নয়। তবে এটি আপনাকে একটি ইঙ্গিত দেয় যে তারা একসাথে কাজ করতে চায় কিন্তু তারা তাদের হাত বাঁধতে চায় না।' তবে বিশ্লেষকদের মতে, পুতিন এবং কিমের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে উভয় পক্ষকে তাদের একজনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আগ্রাসনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পুতিন বলেছেন, মস্কো আশা করেছিল যে উত্তর কোরিয়ার সাথে তার সহযোগিতা পশ্চিমের জন্য প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করবে, তবে ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদের ব্যবহার করার দরকার নেই তার। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের দাবি, উত্তর কোরিয়া ইতিমধ্যে রাশিয়াকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আর্টিলারি শেল এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছে। যদিও তাদের এই দাবি মস্কো এবং পিয়ংইয়ং অস্বীকার করে আসছে শুরু থেকেই।

ডানপন্থিদের সাফল্যে উদ্বেগ জার্মানিতে

জার্মানি তথা ইউরোপে চরম দক্ষিণপন্থিদের নির্বাচনি সাফল্যের কারণে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন শলৎস ও বিরোধী নেতা ম্যার্ৎস। ইউক্রেনসহ একাধিক প্রশ্নে তারা ঐকমত্যও দেখিয়েছেন। জার্মানিতে গ্রীষ্মের ছুটির বিরতির আগে শীর্ষ রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকারের প্রথা রয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস এবং সিডিইউ দলের নেতা ফ্রিডরিশ ম্যারৎস দুটি ভিন্ন সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানির পূর্বে কয়েকটি রাজ্য নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থি এএফডি দলের সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে তারা দুজনেই উদ্বিগ্ন। প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সে আগাম সংসদ নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থি আরএন দলের জয়ের সম্ভাবনাও তাদের অস্বস্তির কারণ। রাশিয়ার হামলার মুখে ইউক্রেনকে সামরিক ও অন্যান্য সহায়তার প্রশ্নেও তাদের ঐকমত্য রয়েছে। শলৎসের মতে, জার্মানির পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও ইউক্রেনের জন্য সহায়তাও সরকারের শরিক দলগুলির প্রতি সমর্থন কমার অন্যতম কারণ। অন্যান্য অনেক বিষয়ে অবশ্য চ্যান্সেলর ও বিরোধী নেতার মধ্যে মতের মিল নেই। সদ্য সমাপ্ত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে শলৎসের এসপিডি দল শোচনীয় ফল দেখিয়েছে। তার জোট সরকারের বাকি দুই শরিক দলেরও ভরাডুবি হয়েছে। অতীতের কিছু ভুলত্রুটি মেনে নিলেও শলৎস নিজস্ব অবস্থানে অটল রয়েছেন। এমনকি ২০২৫ সালে জার্মানির সংসদ নির্বাচনে তিনি আবার চ্যান্সেলর পদপ্রার্থী হিসেবে ভোটারদের মুখোমুখি হতে চান। অন্যদিকে ম্যার্ৎস বর্তমান সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করেছেন। পূর্বের রাজ্যগুলিতে এএফডি দলের উত্থান রুখতে তিনি জোট সরকারের দলের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভোট 'নষ্ট না করে" শুধু সিডিইউ দলের প্রতি সমর্থনের অনুরোধ জানিয়েছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে স্যাক্সনি, টুরিঙ্গিয়া ও ব্রান্ডেনবুর্গ রাজ্যের নির্বাচনে এএফডি দলের নির্বাচনি সাফল্যের সম্ভাবনার মুখে জার্মান চ্যান্সেলর ও বিরোধী নেতা মরিয়ে হয়ে এমনকি সদ্য গঠিত এক দলের সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলির শোচনীয় ফলাফল দেখা দিলে শলৎস ও ম্যার্ৎস 'সারা ভাগেনক্লেশ্ট জোট' নামের দলের সঙ্গে জোট বাঁধতেও প্রস্তুত। উল্লেখ্য, বামপন্থি দলের এই প্রাক্তন নেতা নিজের নামেই এক রাজনৈতিক দল গঠন করে জনমত সমীক্ষায় আপাতত বেশ এগিয়ে রয়েছেন। শলৎস ও ম্যার্ৎস এই দলের 'পপুলিস্ট' ও অস্পষ্ট নীতির সমালোচনা করলেও রাজ্য স্তরে সেই দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। করোনা থেকে শুরু করে ইউক্রেন সংকটের কারণে মানুষের মনে বেড়ে চলা অনিশ্চয়তাকে শলৎস সরকারের শরিক দলের নির্বাচনি ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তুলে ধরেন। তবে তার মতে, কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর নেতৃত্বে সরকার সঠিক দিশায় অগ্রসর হচ্ছে। তবে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারছে না প্রধান বিরোধী সিডিইউ ও সিএসইউ দল। জনমস সমীক্ষায় তাদের নেতা ফ্রিডরিস ম্যার্ৎসও শলৎসের মতোই বেশ পিছিয়ে রয়েছেন।

এনভিডিয়ার চমক শেষে ফের শীর্ষে মাইক্রোসফট

এনভিডিয়ার শেয়ারদর কমে যাওয়ার পর ফের বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোম্পানির অবস্থান ফিরে পেল মাইক্রোসফট। গত মঙ্গলবার এনভিডিয়ার বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছিল ৩ দশমিক ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু দুই দিনের ব্যবধানে মূল্য কমে দাঁড়ায় প্রায় ৩ দশমিক ২২ ট্রিলিয়ন ডলারে। বর্তমানে মাইক্রোসফটের বাজারমূল্য ৩ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। এনভিডিয়া, মাইক্রোসফট ও অ্যাপল প্রতিটি কোম্পানির মূল্য ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। সামনে শীর্ষস্থান নিয়ে কোম্পানিগুলোর প্রতিযোগিতা আরো তীব্র হবে। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো ৪ ট্রিলিয়ন বাজারমূল্যের ঘর টপকে যাওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩১ রাজ্যে স্তন্যপায়ীদের শরীরেও 'বার্ড ফ্লু'র সন্ধান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'বার্ড ফ্লু'-র প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে রীতিমতো আতঙ্কে দেশটি। ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩১ টি রাজ্যে 'বার্ড ফ্লু'-র নতুন প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। ৩১ টি রাজ্যে অসংখ্য বিড়াল এবং কুকুরের দেহে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার (বার্ড ফ্লু') নতুন প্রজাতি জুনোটিক ট্রান্সমিশনের খোঁজ মিলেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে জুনোটিক সংক্রমণের বৃদ্ধি লাগামছাড়া ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারজন ব্যক্তির শরীর থেকেও এই ভাইরাস এর খোঁজ মিলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ড ফ্লু'র সংক্রমণ দ্রুতহারে প্রসারিত হচ্ছে বলে জানাচ্ছে বিশেষজ্ঞরা। আগে বার্ড ফ্লু' বন্য পাখি এবং গার্হস্থ্য হাঁস-মুরগির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন ভাইরাসটি কুকুর ও বিড়ালের শরীরেও পাওয়া যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩১ রাজ্যের কুকুর ও বিড়ালের মধ্যে বার্ড ফ্লু' ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে, সুতরাং বার্ড ফ্লু এই মূহুর্তে শুধু পাখিদের শরীরেই বহন করছে না। পশুদের শরীরেও বইছে বার্ড ফ্লু'র সংক্রমণ। আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংক্রমণ এখনও পর্যন্ত ১২টি রাজ্যে গরু থেকে ইঁদুর, শিয়াল, সিংহ এবং আলপাকাসে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছে, ভাইরাসটি দুগ্ধজাত পণ্যকে প্রভাবিত করবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই ভাইরাপটি দেশব্যাপী দুগ্ধজাত গরুর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক মাসে ৯০ টিরও বেশি পশুপালকে প্রভাবিত করেছে। ইতিমধ্যেই এইচ৫এন১ ভাইরাসটির খোঁজ মিলেছে পোল্ট্রি, দুগ্ধ এবং তিনজন খামারের কর্মীর শরীরে। কিন্তু বিড়াল এবং কুকুরের মধ্যে সংক্রমণের বিরল দৃষ্টান্ত বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। ১ মার্চ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯ টি রাজ্যে প্রায় ২১ টি গৃহপালিত বিড়াল এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, যখন দুগ্ধ খামারগুলিতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন কয়েকটি অসুস্থ এবং মৃত বিড়ালের অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গিয়েছে। গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরেই সচেতন যে বিড়ালদের এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। যারা বার্ড ফ্লুতে ইতিবাচক পরীক্ষা করেছেন তাদের মধ্যে পোষা বিড়াল রয়েছে। কুকুরেরও কিছু রিপোর্ট আছে, যদিও সংখ্যাটা কম, কিন্তু উদ্বেগ রয়ে গেছে। এইচ৫এন১, বার্ড ফ্লুর একটি নতুন সংস্করণ।

বিস্তৃত কৌশলে অবৈধ অর্থ প্রবেশের ঝুঁকিতে সিঙ্গাপুরের ব্যাংক খাত

এশিয়ার অন্যতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র সিঙ্গাপুর। বৈশ্বিক সম্পদের বড় ধরনের পুঞ্জীভবন ও লেনদেনের কারণে নগর রাষ্ট্রটির আর্থিক খাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ব্যাংক। তাই দেশটিতে অর্থ পাচারে অপরাধীদের নজরে থাকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো। বিষয়টি আমলে নিয়ে সম্প্রতি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বলেছে, সিঙ্গাপুরের ব্যাংকগুলো অর্থ পাচারের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রযুক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অপরাধ মোকাবেলার চ্যালেঞ্জগুলো দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবেদনটি যৌথভাবে তৈরি করেছে সিঙ্গাপুরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমএএস। দেশটির ব্যাংক খাত কী ধরনের আর্থিক অপরাধের শিকার হতে পারে সে ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরা হয় এতে। মুক্তবাজার অর্থনীতিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবসা, আর্থিক ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সিঙ্গাপুরের পরিচিতি রয়েছে। এ কারণে দেশটি অনিবার্যভাবে জটিল ট্রান্সন্যাশনাল অর্থ পাচারের হুমকিতে পড়ে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন অপরাধী চক্র ও পেশাদার অপরাধীরা, যারা বিদেশ থেকে অবৈধভাবে অর্থ পাচার করতে চাইছে সিঙ্গাপুরে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) তথ্য অনুসারে, বিশ্বে পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন ২৯টি আর্থিক কেন্দ্রের একটি সিঙ্গাপুর। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ এখানকার ব্যাংকে সম্পদের সামগ্রিক আকার ছিল ৩ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। সিঙ্গাপুরে রয়েছে এক হাজারের বেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলোর একটি এ নগররাষ্ট্র। ২০২২ সালের শেষ নাগাদ এসব প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকা ৭৬ শতাংশ সম্পদেরই উৎস ছিল অন্য কোনো দেশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থ পাচারের কৌশল এখন বেশ বিস্তৃত। জটিল পদ্ধতি ও চক্র ব্যবহার করে বিদেশি অর্থ আনা হয় সিঙ্গাপুরে। পাচারের ক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট, শেল কোম্পানি ও ট্রাস্টের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং একাধিক খাত ব্যবহার করা হয়। আর্থিক খাতবিষয়ক এ প্রতিবেদন ২০১৪ সাল থেকে পরিমার্জন করে আসছে সিঙ্গাপুর। যেখানে আর্থিক অপরাধের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের মতো কার্যকলাপের সম্পর্ককেও বিবেচনায় রাখা হয়। এতে বলা হয়েছে, ভূরাজনীতি এবং অত্যাধুনিক আর্থিক ও ব্যবসায়িক কাঠামোর বর্ধিত ব্যবহারের কারণে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন আরো জটিল হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে অর্থ পাচারের গতি ও পদ্ধতি আরো সহজ হয়েছে, যা ফলে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। অর্থ পাচারের অভিযোগে সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে ৩০০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিদেশী অপরাধী গোষ্ঠীর জন্য অবৈধ অনলাইন জুয়া থেকে অর্থ পাচারে সহযোগিতার জন্য বেশ কয়েকজনকে দোষী সাব্যস্তও করা হয়েছিল। তখন দেখা যায়, পাচার হওয়া অর্থ বিভিন্নভাবে জমা রাখা হয়েছে। কিছু অংশ সিঙ্গাপুরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছিল। অন্যগুলো আবাসন, গাড়ি, হ্যান্ডব্যাগ বা মূল্যবান সামগ্রী কিনতে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অপরাধীরা শুধু ব্যাংক লেনদেনের সাহায্যই নেয় না, করপোরেট পরিষেবাকেও ব্যবহার করে থাকে। অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকির ক্ষেত্রে সাধারণ সময়ের তুলনায় কভিড-১৯ মহামারী ভিন্ন মাত্রা ধারণ করে। ওই সময় বিধিনিষেধের কারণে ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রম বদলে যাওয়ার পাশাপাশি নজরদারিও শিথিল করা হয়। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, ডিজিটাল ব্যাংকিং নতুন উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা নিয়ে এলেও এতে নতুন ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। কারণ ডিজিটাল পরিষেবা পুরনো ব্যবসায়িক মডেল থেকে আলাদা। প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতির অভাব ও যথাযথ ব্যবহার না হওয়ায় দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ব্যাংক পরিষেবায় ডিজিটালাইজেশন খাতজুড়ে ফিশিং ও ম্যালওয়্যারসহ সাইবার জালিয়াতি ও ডাটা চুরির সঙ্গে জড়িত অপরাধের জন্য আরো সংবেদনশীল করে তুলেছে।

সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী সহ প্রদেশ বিজেপির অন্যান্যরা।

পাম্প অপারেটরদের স্বার্থে সরব সিটু্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ পানীয় জল সরবহার ও কৃষিতে জলসেচকাজে যুক্ত পাম্প অপারেটর শ্রমিকরা দুর্বিষহ জীবন যন্ত্রনার মধ্যে কাজ করছেন। এই অভিযোগ তুলেছে ত্রিপুরা পাম্প অপারেটর ইউনিয়ন এবং সিআইটিউ। তাদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত ১১ দফা দাবিতে সোমবার পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল দাবি সনদের স্মারকলিপি তুলে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিটু্য নেত সাধণ বসু, সমর চক্রবর্তী, তপন দাস, সত্যরঞ্জন রুদ্রপাল ও বিজয় মালাকার। তাদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে সমস্ত পাম্প অপারেটরদেব মজুরি বৃদ্ধি করে ২৬০০০ টাকা করা, ছাটাইকৃতঅপারেটরদেব পুনর্বহাল করা, পাম্প অপারেটরদের নিয়মিতকরণ ও সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান, প্রতিটি স্কিমে দুইজন করে অপারেটর নিয়োগ করা সহ কিছু দাবি উত্থাপন করা হয়।

আপাতত তিহাড়েই

☛১ম পাতার পর-মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই জামিনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এরপর নিম্ন আদালতের জামিনের রায়ে স্থগিতাদেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। সেই ইস্যুতেই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরি। আগামী বুধবার অর্থাৎ ২৬ জুন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, 'হাইকোর্ট যখন রায়দান স্থগিত রেখেছে, তখন সুপ্রিম কোর্ট তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।' ইডি-র পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। অন্যদিকে কেজরিওয়ালের পক্ষে আইনজীনী অভিষেক মনু সিংভি সওয়াল করেছেন, কেজরিকে জেলে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই।

ট্রাফিক অভিযানের কয়েক মিনিট পরেই পুরনো ছন্দে ফিরলো বটতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আরো কঠোর হতে চলেছে আরক্ষা দপ্তর।যে সকল যানবাহন গুলি বেআইনি পার্কিং করছে কিংবা ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করছে সেই সকল যানবাহনের লাইসেন্সের পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার পথে হাঁটতে শুরু করেছে রাজ্য ট্রাফিক দপ্তর। সোমবার বটতলা গোল চক্কর এলাকায় বেআইনি পার্কিং বিরোধী অভিযানে গিয়ে একথা জানান ট্রাফিক সুপার মানিক দাস। সম্প্রতি ট্রাফিক বাবুদের উদাসীনতায় বটতলা সহ আশপাশ এলাকা গুলিতে তীব্র যানজটের তৈরি হচ্ছে। কতিপয় ট্রাফিক পুলিশ এলাকায় দায়িত্বরত থাকলেও তাদের কাজ শুধু দ্বিচক্রযান আটক করে চালকদের কাছ থেকে ফাইন আদায় করা। অন্যদিকে শহরের প্রধান সড়ক দখল করে যত্রতত্র পার্কিং জোন তৈরি করে চলেছে টমটম সহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। একেবারে ট্রাফিক পুলিশের সামনেই চলে বেআইনি কার্যকলাপ। যার কারণে যানযট চরম আকার ধারণ করে বটতলা সহ আশপাশ এলাকায়। তীব্র ভোগান্তির শিকার হন যানচালক থেকে যাত্রীরা। যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে এই পরম্পরা। অবশেষে দেরিতে হলেও ঘুম ভাঙলো ট্রাফিক কর্তাদের। সোমবার ট্রাফি সুপার মানিক দাসের নেতৃত্বে বটতলা গোলচক্কর এলাকায় বেআইনি পার্কিং বিরোধী অভিযানে নামে ট্রাফিক পুলিশ। সেখানে বিপুল সংখ্যক বেআইনিভাবে পার্কিং করা গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অভিযান প্রসঙ্গে ট্রাফিক সুপার মানিক দাস বলেন, গত ছয় মাসে রাজ্যজুড়ে ২১ হাজারেরও বেশি গাড়ির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ৭ হাজারেরও বেশি গাড়ির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে সকল গাড়িগুলি আইন ভঙ্গ করেছে সে সকল গাড়ির রেজিস্ট্রেশনও বাতিল করার পথে হাঁটছে ট্রাফিক দপ্তর। সোমবার সকালে ঘটা করে অভিযান চালানো হলেও কয়েক ঘন্টা পরেই পুরনো ছন্দে ফিরে যায় বটতলা সহ আশপাশ এলাকা। টিআরসির সামনে থেকে শুরু করে জহর সেতু, নেতাজি সুভাষ সেতু পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ হবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে অটো টমটম সহ অন্যান্য প্রাইভেট যানবাহন। এই ক্ষেত্রে ট্রাফিক কর্তারা সম্পূর্ণ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। স্বাভাবিক কারণেই এ সকল দৃশ্য থেকে ট্রাফিকের অভিযান নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সকালে অফিস সময়ে এবং বিকেলে অফিস ছুটির পর বটতলা এবং আশপাশ এলাকা দিয়ে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ সেই সকল যানবাহন গুলির বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নিতে দেখা যাচ্ছে না। প্রশ্ন হল এই ধরনের অভিযান কতদিন জারি থাকবে।

শিশুর উপর অমানবিক নির্যাতন দিদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃসাত বছরের শিশুর উপর অমানবিক নির্জাতনের অভিযোগ দীদার বিরুদ্ধে। নিজের কন্যা সন্তানকে ফিরে পেতে পুলিশের দ্বারস্ত বাবা। ঘটনা মোহনপুর থানাধীন মনিপুরী চৌমুনী এলাকায়। অভিযুক্ত মহিলার নাম সোমা দাস। শিশুর মা পরপুরুষের হাত ধরে ব্যাঙ্গালোর চলে যাওয়ার সময় দীদার কাছেই রেখে যায় ছোট শিশুকে। আর সেখানেই সাত বছরের শিশু কন্যা কে দিয়ে নানা অনৈতিক কাজ করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শিশুর বাবা। জানা গেছে, মোহনপুর থানাধীন মনিপুরী চৌমুনী এলাকার শিল্পী দাসের সাথে দশ বছর আগে ভালোবাসায় বিয়ে হয়েছিল আমতলী থানাধীন মধুবনের গোবিন্দ কলোনির অসীম মালাকারের সাথে। তাদের ঘরে বর্তমানে ৭ বছরের কন্যা রয়েছে। কয়েক বছর আগে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ ওঠে গৃহবধুর বিরুদ্ধে। স্বামী একবার তার স্ত্রীকে হাতেনাতেও ধরে ফেলেছিলেন। এই নিয়ে কয়েকবার দুই পরিবারের মধ্যে শালিসি সভা হয়। গৃহবধুকে বোঝানোর চেষ্টা করে দুই পরিবারের লোকজন। এরই মধ্যে এক যুবকের হাত ধরে পালাতে গিয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যুবক সহ গৃহবধূ। ঘটনার সময় ছোট্ট শিশুটি দিদার বাড়িতে ছিলো। সেখান থেকে শিশুটিকে বাবা তার বাড়িতে নিয়ে যান। কিন্তু বিশ্রামগঞ্জ থানা থেকে বাড়িতে এসে স্বামীর কাছ থেকে সন্তানকে নিয়ে মোহনপুরের বাপের বাড়িতে চলে যায় শিল্পি। এবার সেখান থেকে অপর যুবকের হাত ধরে নিজের সন্তানকে মায়ের কাছে রেখে ব্যাঙ্গালুরু পাড়ি দেয় অভিযুক্ত গৃহবধু। এই অবস্থায় শিল্পীর মা শিশুটির উপর অমানবিক নির্জাতন করছে বলে দাবী করেছেন শিশুর বাবা অসীম এবং অসীমের মা। অসীম নিজের শাশুড়ির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, তার এই ছোট্ট কন্যা সন্তানকে দিয়ে তার শাশুড়ি সোমা দাস বাড়িঘর এবং দোকানের সমস্ত ধরনের কাজকর্ম করাচ্ছে। এমনকি সন্তানের উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে চলেছে। এই অবস্থায় সন্তানের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে অসীম মালাকার সন্তানকে ফিরে পেতে থানার দ্বারস্ত হয়েছেন। অসীম মালাকার আরো অভিযোগ তার শাশুড়ির একটি টিফিন এবং মদের দোকান রয়েছে। সেই দোকানে তার শিশু কন্যাকে দিয়ে সমস্ত ধরনের কাজকর্ম করিয়ে শিশুটির ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুখ বুজে চোখের জলে সব অত্যাচার সহ্য করে চলেছে শিশুকন্যাটি। এ অবস্থায় শিশুটির বাবার আকুল আবেদন তার মেয়েকে যেন তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিসয়টির দিকে চাইল্ড রাইটস এবং হিউম্যান রাইটস'র দৃষ্টি আকর্শন করছেন সচেতন মহল।

সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

সাধারন সভা ২০২৪-২৫ ইং সমবায় বৎসর

এতদ্বারা ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের প্রশাসক এর অনুমোদনক্রমে সকল সন্মানিত সভ্য সভ্যাগনকে অবগত করা যাইতেছে যে আগামী ২৪/০৭/২০২৪ ইং রোজ বুধবার পূর্বাহ্ন ১১(এগার) ঘটিকায় অত্র নিগমের প্রধান কার্য্যালয়ে সাধারন সভার আহ্বান করা হইয়াছে।

উক্ত সভায় যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নিম্নে বর্নিত আলোচ্যসূচী প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহনক্রমে সভার কার্য্যকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রত্যেক সভ্য সভ্যাগনকে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে।

তারিখ:- ২১/০৬/২০১৪ ইং।

সাধারন সভার আলোচ্যসূচী

১) নিম্নোক্ত নির্বাচনী কার্যসূচীর ভিত্তিতে নিগমের উপ-বিধির ২৩ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত "বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গঠনের জন্য নিগমের 'ক" (A) শ্রেনীভুক্ত সভ্য সভ্যাগনের মধ্য হইতে ৮ (আট) জন সদস্য নির্বাচন।- Tripura Cooperative Societies(3rd Amendment) Act.২০১৬ অনুসারে উপরোক্ত ৮ (আট) জন সদস্য সদস্যাদের মধ্যে ২(দুই) জন সদস্যাপদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

নির্বাচনের তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ ইং রোজ বুধবার

নির্বাচনের স্থান:- সমিতির অফিস গৃহে;

সময়:-সকাল ১১ (এগার) ঘটিকা হইতে বিকাল ৩(তিন) ঘটিকা

বিস্তৃত বিবরন নিগমের প্রধান কার্য্যালয়ের Notice Board এ দেওয়া হইয়াছে।

ICA/D/375-24-25

পরিচালন অধিকর্তা

ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

NOTICE INVITING TENDER

Tender vide F. 1(201 A)/TRTC/ 2022/Compilation/CA /93; dated: 20-06-2024 is hereby invited by the undersigned from AG empanelled CA firms with Head office based in Tripura for Compilation of Annual Accounts for the Financial Year 2023-2024 of Tripura Road Transport Corporation (TRTC).

Bids will be received from 14-07-2024 to 15-07-2024 upto 12.00 Noon at the registered office of Tripura Road Transport Corporation (TRTC), Krishnanagar, Agartala and will be opened on 15-07-2024 at 2.00 PM . Tender documents can be collected from the office of the undersigned during office hours from 25-06-2024 to 10-07-2024 excluding official holidays.

ICA/C/403-24-25

Sd/-
(U. Mandal, IAS)
Managing Director, TRTC

কঠোর হচ্ছে শিক্ষা দপ্তর

☛১ম পাতার পর-ডাক্তাররা যদি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন, কলেজ শিক্ষকরা যদি প্রাইভেট টিউশনি করতে পারেন, তাহলে স্কুল শিক্ষকরা কেন পারবেন না। এনিয়ে বাম আমলে তৎকালীন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় দীপক গুপ্তা এব্যাপারে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের টিউশন বন্ধের নির্দেশ দিলেও তৎকালীন বাম সরকার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কথা মাথায় রেখে তেমনভাবে সক্রিয় হয়নি এব্যাপারে। স্কুল শিক্ষাদপ্তর সূত্রে জানা গেছে এব্যাপারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দপ্তর ব্যবস্থা নিতে চলেছে। প্রয়োজনে হাতেনাতে ধরা পড়লে সরকারি স্কুল শিক্ষকদের বরখাস্তও করা হতে পারে বলে জানা গেছে। এনিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও প্রাইভেট টিউশন যারা করেন সেইসব বিষয় শিক্ষকরা এব্যাপারে কোনও মন্তব্যে নারাজ।

বিজেপির দলনেতা

☛১ম পাতার পর-দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৯ জুনরাজভবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তিনি। মন্ত্রীত্বের পর রাজ্যসভার দলনেতা হলেন নাড্ডা। এদিকে নাড্ডা রাজ্যসভায় আসার পর রাজনৈতিক মহলের দাবি, শীঘ্রই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেবেন তিনি। তাঁর জায়গায় সভাপতি কে হবেন সে দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। যদিও বিজেপি সভাপতি নির্বাচন আরও বেশ কয়েক মাসের অপেক্ষা বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, অন্তত ৫০ শতাংশ রাজ্যে সাংগঠনিক নির্বাচন না হলে নতুন সভাপতি হিসাবে কাউকে নির্বাচিত করা যায় না। সেই হিসেব অনুযায়ী বিজেপি সভাপতি নির্বাচন হতে পারে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে। ফলে আপাতত দলীয় সংগঠনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও রাজ্যসভা তিন দিকেই নজর রাখতে হবে জে পি নাড্ডাকে।

গ্রাম সেবক গ্রেপ্তার

☛১ম পাতার পর-ওই সময় বিভিন্ন এলাকাবগ্রাহকরা বিশ্বজিতের মাধ্যমে টাকা জমা রাখতেন পোস্ট অফিসে। কিন্তু বিশ্বজিৎ সেই টাকা পোস্ট অফিসে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিতো। বিষয়টি গ্রাহকদের নজরে এলে তারা মহারাজগঞ্জ বাজার ফাঁড়িতে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ধনপুরের নিজ বাড়িতে চলে যায় সে। তার বিরুদ্ধে এরেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছিল। কিন্তু , মামলার পর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো সে। এরই মধ্যে মহারাজগঞ্জ বাজার ফাড়ির পুলিশের কাছে খবর আসে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ সরকার তার নিজ বাড়িতে অবস্থান নিয়েছে। এই খবর পাওয়ার পরপরই সোনামুড়া থানার সাথে সাথে যোগাযোগ করে মহারাজগঞ্জ বাজার ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার রাতে সোনামুড়া থানার পুলিশের সহায়তায় বিশ্বজিতের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তার বিরুদ্ধে প্রতারণার, আর্থিক নয় ছয় সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার তিনদিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাকে রিমান্ডে পাঠায়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ঘটনার সাথে আর কে কে যুক্ত রয়েছে সেই বিষয়টি বের করার চেষ্টা করছে পূর্ব থানার পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্ব থানার সেকেন্ড ওসি আরো জানিয়েছেন এই কাণ্ডে আরো বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসছে। তাদেরকেও অতি শীঘ্রই জালে তোলা হবে।

গরিব-সাধারণ মানুষের সঞ্চয় বাড়িয়েছে জিএসটি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ ২০১৭ সালের ১ জুলাই কার্যকর করা হয়েছিল পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি। তারপর প্রায় সাত বছর কেটে গিয়েছে। সোমবার (২৪ জুন), জিএসটির এই সাত বছরের যাত্রাকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক সংবাদপত্রের প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৪০ কোটি ভারতীয়দের জীবনকে উন্নত করেছে জিএসটি। তিনি লিখেছেন, "আমাদের জন্য, সংস্কার হল ১৪০ কোটি ভারতীয়র জীবনের মানকে উন্নত করার একটি মাধ্যম। জিএসটি প্রবর্তনের পর, গৃহস্থালির ব্যবহারের পণ্যগুলিও অনেক সস্তা হয়ে গিয়েছে।" প্রধানমন্ত্রী আরও দাবি করেছেন, জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর, দরিদ্র এবং সাধারণ মানুষের সঞ্চয় বেড়েছে। কারণ ময়দা, দই, ডিটারজেন্টের মতো গৃহস্থালির বিভিন্ন জিনিসের উপর কর কমিয়ে দিয়েছে জিএসটি। তিনি বলেন, "এর ফলে দরিদ্র এবং সাধারণ মানুষের জন্য সঞ্চয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। আমরা মানুষের জীবন পরিবর্তন করার জন্য এই সংস্কারের যাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" প্রসঙ্গত, সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডিরেক্ট ট্যাক্স অ্যান্ড কাস্টমস-এর তথ্য অনুসারে, জিএসটি চালুর পর থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসের দাম কমে গিয়েছে। ময়দা থেকে টেলিভিশন, ডিটারজেন্ট, চুলের তেল, সাবান ইত্যাদি পণ্য রয়েছে। আসলে বেশ কিছু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য করকে, একত্রিত করা হয়েছে জিএসটির মধ্যে। যার ফলে, এর আগে যে সকল পণ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যকে আলাদা আলাদা করে কর দেওয়া হত, সেই ডাবল ট্যাক্সেশনের বোঝা কমে গিয়েছে। পণ্যের উপর সামগ্রিক করের বোঝা কমায় উপকৃত হয়েছেন উপভোক্তারা। সম্প্রতি, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, জিএসটি কাউন্সিলের পরবর্তী বৈঠকটি হবে অগস্ট মাসের মাঝামাঝি বা ওই মাসের শেষে। মূল আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ভারতীয় রেলের কিছু নির্দিষ্ট পরিষেবায় এবং আন্তঃ-রেলওয়ে লেনদেনে ছাড় দেওয়া, ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের ডিমান্ড নোটিশগুলিতে সুদের জরিমানা মওকুফ করা ইত্যাদি। ইনভয়েস বা ডেবিট নোটগুলিতে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার সময়সীমাও বাড়িয়েছে কাউন্সিল। এদিকে আগামী জুলাইয়ে চলতি অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রের মোদি ৩.০ সরকার লোকসভা নির্বাচনের কারণে ফেব্রুয়ারিতে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ । আগামী বাজেটে সরকার নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়কর হার কমানোর কথা বিবেচনা করছে বলে সূত্রের খবর। এবার ভোগ-ব্যয় বাড়াতে নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের জন্য আয়কর কমানোর পথে হাঁটতে পারে কেন্দ্র। বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উদ্ধৃত করে এমনটাই দাবি করেছে কয়েকটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

বিদ্যুতের ছোবলে হাতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ বিদ্যুৎ নিগমের খমখেয়ালিপনায় একের পর এক অঘটন ঘটেই চলেছে রাজ্যে। কখনো মৃত্যু হয় মানুষের, কখনো মৃত্যু হচ্ছে গবাদী পশুর।এবার উচ্চ পরিবাহী বিদ্যুতের ছোবলে প্রান হারালো একটি বন্য হাতি শাবক। ঘটনা উদয়পুর অমরপুর সড়কের মাতরাঙ্গিবাড়ি এলাকায়। বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বন দপ্তর। বিদ্যুত নিগমের খামখেয়ালীপনায় কিছুদিন পর পরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক অঘটন ঘটে চলেছে। ইতিপুর্বে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে অসুরক্ষিত বিদ্যুৎ তারের সংস্পর্শে এসে। প্রান হারিয়েছে বহু গবাদী পশুর। কিন্তু কিছুতেই হুঁশ ফিরছেনা বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের। এবার দপ্তরের গাফিলতিতে প্রান হারাতে হয়েছে নিরীহ হাতি শাবকের। মাত্র ৮-১০ ফুট উচ্চতায় ঝুলে থাকা উচ্চপরিবাহী বিদ্যুত তারের সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হলো শাবকটির। ঘটনা অমরপুর উদয়পুর সড়কের মাতরাঙ্গিবাড়ি এলাকায়। সোমবার সকালে ঘটনার খবর প্রকাশ্যে এলে দৌড়ঝাপ শুরু হয়। খবর পাওয়ার পরপরই সেখানে ছুটে যান বনদপ্তর এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মকর্তারা। বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর সৎকারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় হাতি শাবকের দেহ। ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবে কি বনদপ্তর? সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সকলেই। কারন যে উচ্চতায় উচ্চ পরিবাহী বিদ্যুৎ তার থাকার কথা এই ক্ষেত্রে সেই উচ্চতায় ছিলোনা এইচ টি লাইনের তার। তাছাড়া এই ধরনের ঝুঁকিপুর্ন তারের বিষয়ে খবর ছিল বিদ্যুৎ নিগমের কাছে। এর পর ও তারগুলো সারাইয়ের কোন ব্যবস্থা ছিলোনা।

প্রতি মিনিটে মোদীকে নিশানা করবে 'ইন্ডিয়া', হুঁশিয়ারি কং'এর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ১৮ তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে ঢোকার আগে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, জনগণ তৃতীয় মেয়াদে আশীর্বাদ করেছে, আমরা তিনগুণ কঠোর পরিশ্রম করব। যদিও কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছে। তারা বলছে, নতুন করে আর কিছুই দেওয়ার নেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর। কংগ্রেসের তরফে তাদের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী জনগণের রায়ের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছেন এমন কোনও প্রমাণ দেখাননি। জয়রাম রমেশ বলেন, অ-জৈবিক প্রধানমন্ত্রী কিছুই বলেননি। নিষ্ঠুরতা উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সংসদের বাইরে প্রধানমন্ত্রী তার স্বাভাবিক দেশ কা নাম সন্দেশ দিয়েছেন। জয়রাম রমেশ বলেছেন, তিনি নতুন কিছু বলেননি এবং যথারীতি বিচ্যুতির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি এমন কোনও প্রমাণ দেখাননি যে তিনি জনগণের রায়ের প্রকৃত অর্থ বোঝেন। বারাণসীতে তাঁকে সংকীর্ণ ও সন্দেহজনক জয়লাভ করতে দেখা গিয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন, জয়রাম রমেশ। কংগ্রেসের হুঁশিয়ারি কংগ্রেস নেতা বলেছেন, ইন্ডিয়া ব্লক প্রধানমন্ত্রীকে প্রতি মিনিটের জন্য জবাবদিহি করবে। কারণ, তাঁর নৃশংসতা উন্মোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৮ তম লোকসভা শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, শ্রেষ্ঠ ভারত, বিকশিত ভারত গড়ার সংকল্প নিয়ে এদিন থেকে শুরু হচ্ছে আঠারোতম লোকসভা। সংসদীয় গণতন্ত্রে আজকের দিনটি গৌরবের বলেও মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পরে প্রথমবারের মতো নতুন সংসদ ভবনে নতুন সাংসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হচ্ছে। আগে পুরনো সংসদ ভবনে এটা হতো। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষ বিরোধীদলের কাছ থেকে ভাল পদক্ষেপ আশা করে। গণতন্ত্রের মর্যাদা বজায় রাখার প্রত্যাশা করেন। তিনি নিশ্চিত যে বিরোধীরা এব্যাপারে পাশে দাঁড়াবেন। তিনি বলেন, জনগণ স্লোগান নয়, স্থায়িত্ব চায়। দেশকে দারিদ্রমুক্ত করতে সাফল্য পেতে পারি। এই বাড়িটি (সংসদ ভবন) যেন সংকল্পের ঘর হয়।

মরণ ফাঁদে পরিণত বলদা খাল পালপাড়া ১নং ওয়ার্ডের রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জুন ঃ পুরাতন আগরতলা:দীর্ঘ দিন যাবত সংস্কারের অভাবে ৫ নং খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বলদা খাল পাল পাড়ার ১ নং ওয়ার্ডের রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাস্তাটি মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেই।স্থানীয়দের দাবি ৫ খয়েরপুর মণ্ডল সভাপতি অমিত নন্দী,ওল্ড আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন বিশ্বজিৎ শীল এই রাস্তাটি পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলেন বেহাল রাস্তার কারণে যে সকল সমস্যা হচ্ছে এই বিষয়ে অবগত হন।কিন্তু আজ পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামত করা হয়নি যার কারণে স্কুল, কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, অফিস কাছারী যেতে হিম শিম খেতে হচ্ছে কর্মচারীদের।এই এলাকাটি এমনিতে বন্যা প্রবণ একটি এলাকা এবং সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তা জলাশয়ে পরিণত হয় যার কারণে চরম দুর্ভোগে সাধারণ জনগণ। জরুরীকালীন সময়ে ঘটতে পারে বড়ধরনের দুর্ঘটনা।স্থানীয় জনগণের এও দাবি যে ৫নং খয়েরপুর বিধানসভার বিধায়ক নিজের এলাকায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ করছেন,পাশপাশি বিভিন্ন দপ্তরও কাজ করছেন তাহলে বলদা খাল পালপাড়া ১ নং ওয়ার্ডের রাস্তাটি আজও মেরামত কেনো করা হচ্ছেনা।তাই জনগণ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,বিধায়ক ৫ নং খয়েরপুর বিধানসভার নিকট রাস্তাটি মেরামত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দাবি জানান পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সরকারের নিকট ৫নং খয়েরপুর বিধানসভার অন্তর্গত বলদা খাল ১ নং ওয়ার্ডের পালপাড়ার রাস্তাটি মেরামত করার দাবি জানান। এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ এই রাস্তা সংস্কার করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর হাতে নাবালিকা শ্লীলতাহানীর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ জুন ঃ উদয়পুরে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী দ্বারা এক নাবালিকার শ্লীলতাহানি। থানায় মামলা। উদয়পুর মহকুমায় ফুল কুমারী এলাকায় শান্তি পাটারির বাড়িতে ভাড়া থাকেন দেবব্রত চক্রবর্তী ও বুল্টি চক্রবর্তী। দেবব্রত ও বুল্টি পেটের তাগিদে প্রতিদিন কাজের প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। যথারীতি বাড়ি থেকে যখন কাজের সন্ধানে বের হয়ে পড়েন তখন তাদের এগার বছরের কন্যাকে পাশের ঘরে দিয়ে যায়।দেবব্রত ও বুল্টি শান্তি পাটারির বাড়িতে ভাড়া থাকেন গত চারমাস হয়েছে।গত কিছুদিন ধরে শান্তি পাটারির বাড়িতে নিজের স্ত্রী, ছেলে ও ছেলের বউ বাড়িতে ছিলেন না।এর সুযোগ নিয়ে গতকাল নাবালিকা মেয়ে টি কে নিয়ে এবং আজকেও এই নাবালিকা মেয়ে টি কে নিয়ে শ্লীলতাহানি করেছে বলে জানান নাবালিকা মেয়ে টির মা।এই ঘটনা দেখে ফেলে বাড়ির অন্য এক ভাড়াটিয়া মহিলা।সোমবার সন্ধ্যায় নাবালিকা মেয়ে টি মা ও বাবা বাড়িতে আসলে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন মেয়েটি।খবর দেওয়া হয় উদয়পুর মহিলা থানায়। জানানো হয় স্থানীয় ক্লাবের কর্মকর্তাদের। পুলিশ সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে শান্তিকর্মকারকে মহিলা থানায় নিয়ে আসে। এদিকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে উদয়পুর মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেন নাবালিকার পিতা। এই ঘটনায় এলাকায় লোকজনদের মধ্যে দেখা দেয় ক্ষোভ। দাবি উঠছে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী শান্তি পাটারির কঠোর শাস্তি।

ইস্তফা রাহুলের

☛১ম পাতার পর-জিতেছেন সোনিয়াপুত্র। ফলে নিয়ম অনুযায়ী একটি আসন ছাড়তেই হতো তাঁকে। গান্ধীদের গড় রায়বরেলি রাখতে ওয়ানড় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী । তিনি যে ওয়ানড়ের প্রতিনিধিত্ব ছাড়ছেন রবিবারই সোশাল মিডিয়ায় সে বার্তা দিয়ে ওয়ানড়ের জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানান। সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, তাঁর জীবনের কঠিন সময়, যখন তাঁকে পদে পদে অপমান করা হচ্ছিল, ছোট করা হচ্ছিল, বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল, তখন নিঃশর্ত ভালোবাসা দিয়ে নিজেদের জনপ্রতিনিধিকে আগলে রেখেছেন ওয়ানড়বাসী । সংসদে তাঁদের 'কণ্ঠ' হয়ে ওঠার জন্য তিনি গর্বিত। এটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। পাশাপাশি তাঁর জায়গায় বোন প্রিয়াঙ্কাকে যে ওয়ানড়ের প্রার্থী করা হচ্ছে সে বার্তা দিয়ে রাহুল সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "ওয়ানড় ছেড়ে আসতে হওয়ায় আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার সান্ত্বনা হল, আমার বোন প্রিয়াঙ্কা ওখানে আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করবে।

জিতেন্দ্রকে কটাক্ষ

☛১ম পাতার পর-তুলে ধরেন। এভাবেই সিপিএমের একের পর এক বিভিন্ন অভিযোগের জবাদ দিয়ে উল্টো তাদেরকেই ঘায়েল করার চেষ্টা করে বিজেপি। আজ বিধায়ক, মেয়র পদ নিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্যকে ঘিরে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বরাও ছিলেন।

৫০তম বর্ষে

☛১ম পাতার পর-রাজনৈতিক দলগুলি এখন তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে মনে করছে। জনগণ ৫০ বছর আগের ঘটনাগুলি নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। জনগণ চিন্তা করছে বর্তমানে কি হচ্ছে তা নিয়ে। রুটি, কাপড়া আর মকান বহু আগের স্লোগানের আজ কি হলো? কি হলো পরবর্তী সময়ের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলির? আসলে জনগণ কিন্তু আর আগের মতো বোকা নন। এখন আগের মতো জনগণকে বোকা বানানো কিন্তু কঠিন। তা কিন্তু বুঝতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই বোঝা উচিত। পরিশেষে রাজনৈতিক নেতাদের তা বোঝার বাস্তবে ক্ষমতায় হয়তো নেই!

NORTH TRIPURA.

SHORT PRESS QUOTATION NOTICE NO. 02 /2024-25.

Separate Sealed quotation for the following works are in assembled invited by the undersigned on behalf of the Dharmanagar Municipal Council in prescribed format with details specification available in this office on **Free of Cost** from Registered Agency /Firms experienced in similar nature of work **upto 3.00 P.M on 03-07-2024.** The quotation will be opened on the same day if possible in presence of the intending quotationer. The quotationer has to quote his/her rate both in figure & words. The rate should be inclusive of all taxes & duties applicable. Applicable Taxes will be deducted from bills as per Govt. norms. The quotationer has to attach Registration Certificate issued by the competent authority (Xerox copy), Trade License, PAN Card & Experience certificate issued from competent authority for same nature of work . The quotationer has to attach Earnest money in the shape of D/Call along with the quotation otherwise quotation will be rejected. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reason thereof.

Sl.No	Name of Work	Earnest money
01	Maintenance with servicing of Central Air Condition System at Vibakananda Sardha Satabarshiki Bhaban under Dharmanagar Municipal Council.	₹ 15,000.00 (Ten Thousand)
02	Maintenance and servicing with supply necessary items Lift (Model – Thyssen) at Vibakananda Sardha Satabarshiki Bhaban under Dharmanagar Municipal Council.	₹ 10,000.00 (Seven Thousand)

Sd/-
Chief Executive Officer
Dharmanagar Municipal Concil
North Tripura

স্বত্ত্বাধিকারী, সম্পাদক ও প্রকাশক প্রিয়ব্রত তলাপাত্র কর্তৃক ত্রিপুর আর্ট প্রেস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত এবং মেলারমাঠ গাঙ্গাইল রোড থেকে প্রকাশিত। RNI Regd No.6741/57 Postel Regd No.909